উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৪,৪২৬.৩৪ (+৬২.৯৭) নিফটি : ২৫,৮৬৮.৬০ (+২৫.৪৫)

*মুহূর্ত ট্রেডিং

জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী
ইতিহাসে প্রথমবার মহিলা প্রধানমন্ত্রী পেল জাপান। মঙ্গলবার দ্বীপদেশের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে ভোটাভুটিতে জয় পেয়েছেন লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেত্রী সানায়ে তাকাইচি। » ৭

সিইও-দের জরুরি তলব
২২ ও ২৩ অক্টোবর দেশের সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের দিল্লিতে তলব করেছে কমিশন। সঙ্গে দপ্তরের সিনিয়ার আধিকারিকদেরও উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
	৩৪°	২১°	৩৩°	২১°	৩৩°	২২°	৩৩°	২১°

চাপের মুখে স্টান্স বদল নকভির » ১২

৪ কার্তিক ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 22 October 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 152

চাঁদার জুলুম রায়গঞ্জে

প্রতিবাদে পথ অবরোধ ব্যবসায়ীদের

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২১ অক্টোবর : কালীপুজো শেষ হলেও রায়গঞ্জে চাঁদার জুলুমবাজি থামেনি। এতদিন মস্তানদের দৌরাত্ম্যে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পাননি। তবে এবার সেই নীরবতা ভাঙলেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। মঙ্গলবার বন্দর এলাকায় চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

অভিযোগ, এলাকার এক সবজির আড়তদার কার্তিক সাহার কাছে ৫০ হাজার টাকার চাঁদা দাবি করেন স্থানীয় একটি ক্লাবের সদস্যরা। দাবিমতো টাকা না দেওয়ায় তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়। এরপর চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে সরব হন ওই ব্যবসায়ী সহ অন্য ব্যবসায়ীরা।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে বন্দর এলাকায় কার্তিক সাহার আড়তে একটি পণ্যবাহী গাড়ি আসতেই স্থানীয় ক্লাবের কয়েকজন তরুণ সদস্য কালীপুজোর চাঁদার রসিদ নিয়ে হাজির হন। তাঁরা ৫০ হাজার টাকার চাঁদা দাবি করে চাপ সৃষ্টি করেন। ব্যবসায়ী তা দিতে অস্বীকার করলে গাড়ি আনলোডিংয়ের কাজে বাধা দেওয়া হয়। অভিযোগ, এরপর গাড়িচালক ও আনলোডিং শ্রমিকদের মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

দুইদিন আগেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল, যা স্থানীয় কোঅর্ডিনেটর প্রদীপ কল্যাণীর হস্তক্ষেপে মিটে যায়। কিন্তু মঙ্গলবার ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় ব্যবসায়ীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কার্তিকবাবু বিষয়টি জানান ওই ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর প্রদীপ কল্যাণী ও রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়িকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিয়ে চাঁদাবাজির প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পড়েন তাঁরা। বন্দর এলাকায় শুরু হয় পথ অবরোধ। ব্যবসায়ীদের দাবি, অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে।

অবশেষে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং এক চাঁদা আদায়কারীকে আটক করে।

সবজির আড়তদার কার্তিক সাহা বলেন, 'কয়েকদিন আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। মঙ্গলবার ফের একই রকম ঘটল। ৫০ হাজার টাকা চাঁদার দাবিতে আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ভীষণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। শ্রমিকদের ভয় দেখানোয় তাঁরা কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কীভাবে ব্যবসা করব বুঝতে পারছি না।'

রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ি বলেন, 'এখানকার কিছু দুষ্কৃতী চাঁদার নাম করে কার্তিকবাবুর কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করেছে। তিনি সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা দিতে রাজি থাকলেও তাঁদের গাড়ি আনলোডিং বন্ধ করে শ্রমিকদের হটিয়ে দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এমন আচরণ চলতে পারে না। যদি প্রশাসন ব্যবস্থা না নেয়, জেলাজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর প্রদীপ কল্যাণীও। তাঁর বক্তব্য, 'তিনদিন আগেই চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজির ঘটনা ঘটেছিল। আজ আবার ৫০ হাজার টাকার দাবি করা হয়েছে। এই অন্যায় মেনে নেওয়া যায় না। তাই আমিও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিবাদে নেমেছি।'

স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

কী অভিযোগ

- পুজোর পরেও সবজির আড়তদারের কাছে চাঁদা দাবি
- কালীপুজোর জন্য এক রসিদেও ৫০ হাজার টাকা দাবি
- চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় ব্যবসায়ীকে হুমকি
- প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাস্তা অবরোধ করে গর্জে উঠলেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা

উৎসবের আলো

শ্যামাপুজোর পরদিন কালীদৌড়। মঙ্গলবার রাতে মালতীপুরে। আতশবাজির রোশনাইয়ে সেজে উঠেছে স্বপ্ননগরী মুম্বইও। ছবি : মুরতুজ আলম ও পিটিআই

বিষাক্ত বাতাসে হাঁসফাঁস

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২১ অক্টোবর : আলোয় ভুবন ভরানোর উৎসবে ফুসফুস ভরে যাচ্ছে দূষিত বাতাসে। আনন্দ করার জন্য যে বাজি পোড়ানোর আয়োজন, সেটাই স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে গেল। আইনে যতই নিষিদ্ধ থাক, শব্দবাজির বিপুল বিস্ফোরণে বিষ উগরে দিচ্ছে বাতাসে। কালীপুজো ও দীপাবলিকে কেন্দ্র করে টানা তিনদিন ওই বিষে হাঁসফাঁস করছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। উত্তরবঙ্গ তার ব্যতিক্রম নয়।

কালীপুজোর দিন সোমবার রাত ১২টায় শিলিগুড়িতে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (বায়ু দূষণ পরিমাপের একক) পৌঁছে গিয়েছিল ২০০-র ওপরে। যেখানে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) ৫০ ছাড়ালেই তা অস্বাস্থ্যকর। ২০০-র ওপরে একিউআই থাকলে সেই পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক ধরা হয়। সুস্থ মানুষ, এমনকি প্রাণীদের স্বাস্থ্যের ওপর যার মারাত্মক প্রভাব পড়ে।

অসুস্থ, বিশেষ করে হৃদযন্ত্র ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা যাঁদের আছে, তাঁদের কাছে সেই পরিস্থিতিতে দম বন্ধ হয়ে আসে। ফুসফুসে, শ্বাসনালিতে স্থায়ী ক্ষত তৈরি করে। এসব নিয়ে প্রচার কম না থাকলেও বাস্তবে শব্দবাজিতে কোনও লাগাম দেখা যায়নি গত তিনদিনে। নজরদারির বালাইও কোথাও দেখা যায়নি। পুলিশি ধরপাকড় কোথাও কোথাও হলেও তা এতই সামান্য যে, লাগাম পরেনি শব্দবাজি পোড়ানোয়।

এরপর দশের পাতায়

সর্বোচ্চ একিউআই

মালদা ২১২ *(সোমবার রাত ১২টায়)*

রায়গঞ্জ ১৬৭ *(সোমবার রাত ১২টায়)*

বালুরঘাট ১৬৭ *(সোমবার রাত ২টোয়)*

ছেলেধরা সন্দেহে গণপ্রহার

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ অক্টোবর : ফের ছেলেধরার আতঙ্ক। আর এই আতঙ্কে সন্দেহের বশে পাশের গ্রামের দুই তরুণকে আটকে মঙ্গলবার বেধড়ক মারধরের ঘটনা ঘটল হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোরট গ্রামে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যায় যে, সঠিক সময়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে না পৌঁছালে, বড় অঘটন ঘটে যেতে পারত। ওই দুই তরুণকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। হরিশ্চন্দ্রপুরে গত বছর থেকেই রয়েছে ছেলেধরার আতঙ্ক। যা আরও বাড়িয়ে তুলেছে চলতি মাসের শুরুতে বাড়ির সামনে থেকে দুটি শিশুর অপহরণের ঘটনা।

চাবি খুঁজে দিতে পারলে মিলবে চকোলেট, খুদেদের এই আশ্বাস দেওয়াতেই ওই দুই তরুণকে

এরপর দশের পাতায়

ভোগ না পেয়ে বিক্ষোভ

বালুরঘাটে বুড়ামা কালীবাড়িতে ডাক পড়ল পুলিশের

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর : ভোগের প্রসাদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ভক্তরা। মঙ্গলবার বালুরঘাটের বুড়ামা কালীবাড়িতে শতাধিক ভক্ত কুপন হাতে মায়ের অন্নভোগ নিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও প্রসাদ না পেয়ে বাকবিতণ্ডায় জড়ালেন মন্দির কমিটির সঙ্গে। অনেক ভক্ত ভোগ নেওয়ার কুপন ছিঁড়ে ফেলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন মন্দির চত্বরে। এমনকি ভোগের হাঁড়ি পর্যন্ত ভেঙে ফেলেন কয়েকজন উত্তেজিত ভক্ত। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে নিজেরাই ভোগ বিতরণ করতে থাকে। অভিযোগ, মন্দির কমিটি ভোগ বুড়ামার কাছে নিবেদন না করেই খিচুড়ি রান্না করে তা বিলি করছিলেন। যদিও কয়েকজন অধৈর্য মানুষের জন্য সমস্যা হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্দির কমিটি।

সোমবার গভীর রাতে বালুরঘাটের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বুড়া কালী মায়ের পুজো হয়েছে। নিয়মনিষ্ঠা মেনে প্রতি বছরই এই পুজো করে বালুরঘাট শ্রীশ্রী বুড়া কালী মাতা পুজো সমিতি। পুজোয় শোল ও বোয়াল মাছ বলি দেওয়ার প্রথা রয়েছে। এদিনও বোয়াল মাছ ভাজা ভোগে দেওয়া হয়েছে।

তার সঙ্গে ছিল পাঁঠার মাংসের ভোগ। বুড়ামার ভোগের প্রতি বালুরঘাটবাসীর আবেগ অত্যন্ত সংবেদনশীল। প্রতিবছরই লাইন দিয়ে ভোগ নেন ভক্তরা। এবছরও ভোগ নেওয়ার জন্য একদিন আগেই মন্দির থেকে ১৫০ টাকা দিয়ে ভোগের কুপন নিয়েছিলেন ভক্তরা। কুপন বিলির বিজ্ঞপ্তি মন্দিরে ব্যানার করে টাঙিয়ে দিয়েছিল পুজো কমিটি। মঙ্গলবার সকালে সেই ভোগ বিতরণের কথা বলা ছিল।

এদিন সকাল থেকে সুষ্ঠুভাবে ভোগ বিলি চললেও পরের দিকে ভোগ শেষ হয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে। দীর্ঘ লাইনে রোদে দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত হয়ে ওঠেন ভক্তরা। কুপন কাটার পরেও ভোগ না পেয়ে আওয়াজ তোলেন তাঁরা।

এরপর দশের পাতায়

বাজি পোড়ানো নিয়ে সংঘর্ষ

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ২১ অক্টোবর : আতশবাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে দুই পুজো কমিটির সংঘর্ষে কালীপুজোর রাতে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর ছাতিয়ান মোড় এলাকা। মধ্যরাতের সংঘর্ষে ৮ জন জখম হয়েছেন। দুই পক্ষের সংঘর্ষ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তা নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় পুলিশ ও র‍্যাফকে। নতুন করে যাতে সংঘর্ষের ঘটনা না ঘটে, তার জন্য মঙ্গলবার এলাকায় রয়েছে পুলিশ পিকেট। আতঙ্কিত স্থানীয়রা। যথারীতি ক্লাব সংঘর্ষেও জড়িয়েছে রাজনীতি।

মধ্যরাতে সংঘর্ষে দীপাবলির আনন্দ মাঠে মারা গেল সাহাপুর ছাতিয়ান মোড় এবং সংলগ্ন এলাকায়। জানা গিয়েছে, রাত প্রায় আড়াইটা নাগাদ লক্ষ্মী মন্দির কমিটির মাঠে কয়েকজন তরুণ বাজি পোড়াচ্ছিলেন। ওই বাজির কিছুটা অংশ ইন্দিরা স্মৃতি সংঘের সমর্থকদের গায়ে পড়ে। আর তাতেই ধুন্ধুমার বেঁধে যায় দুই পুজো কমিটির মধ্যে। প্রথমে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ চললেও, পরবর্তীতে তা সংঘর্ষের আকার ধারণ করে। দুই পক্ষই বাঁশ-লাঠি নিয়ে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাশাপাশি, দীর্ঘসময় ধরে চলতে থাকে ইটবৃষ্টি। হিংসাত্মক সংঘর্ষের জেরে জখম হন দুই পক্ষের ৮ জন। জখম সাগর মণ্ডল, সুজিত সাহা, নিশীথ সিংহ, জিৎ মণ্ডল, জয়ন্ত মণ্ডল, রাকেশ মণ্ডল, মানিক মণ্ডল ও বিশাল মণ্ডলকে উদ্ধার করে মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর যদিও প্রত্যেককে ছেড়ে দেওয়া হয়।

যা ঘটেছে

- বাজি পোড়ানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে রণক্ষেত্র সাহাপুর ছাতিয়ান মোড়
- দুটি পুজো কমিটির মধ্যে বাঁশ-লাঠি নিয়ে মারামারি, চলে ইটবৃষ্টি
- পরিস্থিতি সামাল দিতে বেগ পেতে হয় মালদা থানার পুলিশ ও র‍্যাফকে

সংঘর্ষের ঘটনায় যথারীতি টেনে আনা হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপিকে। স্থানীয়দের বক্তব্য, ইন্দিরা স্মৃতি সংঘ ক্লাবটি তৃণমূল প্রভাবিত। অন্যদিকে, লক্ষ্মী মন্দির পুজো কমিটির কর্মকর্তাদের একাংশ বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। এই রাজনৈতিক বিভাজনই সংঘর্ষের কারণ বলে মনে করেন অনেকে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

বাড়ছে টয়ট্রেনের বুকিং, ছন্দে ফিরছে পর্যটন

নভেম্বর মাসের জন্য পাহাড়ে টয়ট্রেনের তিনটি চার্টার্ড বুকিং হয়ে গিয়েছে। দেশের পাশাপাশি বিদেশের পর্যটকরাও টয়ট্রেনের এই পরিষেবা বুক করছেন। এই পরিস্থিতিতে পাহাড়-পর্যটনে গতি আসায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা খুশি।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বস্ত পাহাড় ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে। টয়ট্রেনের চার্টার্ড বুকিং এর মধ্যে আশার আলো দেখাচ্ছে। দেশের পাশাপাশি বিদেশের পর্যটকরাও টয়ট্রেনের এই পরিষেবা বুক করছেন। পর্যটন ব্যবসায়ীরা আশায় বুক বেঁধেছেন। নভেম্বর মাসের জন্য তিনটি বুকিং ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। যে তিনটি দল এগুলি ভাড়া নিয়েছে তাদের মধ্যে একটি বিদেশি দল রয়েছে। ট্রাভেল এজেন্সিগুলির মাধ্যমে এই বুকিংগুলি করা হয়েছে। এছাড়া, ডিসেম্বরের প্রায় ৫০ শতাংশ বুকিং এখনই হয়ে গিয়েছে।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) সূত্রে খবর, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী টয়ট্রেনের চাহিদায় ভাটা পড়েনি। মঙ্গলবারও এনজেপি থেকে দার্জিলিংগামী ট্রেন ৩০ জন যাত্রী নিয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হয়। তবে সদ্য চালু হওয়া জয়রাইডগুলির চাহিদা কিছুটা কমেছে। ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'অনেকেই এখন থেকে টয়ট্রেনের চার্টার্ড বুকিং শুরু করেছেন। নভেম্বরের জন্য ইতিমধ্যেই তিনটি বুকিং হয়ে গিয়েছে। আগামী মাসের মাঝামাঝি আমরা আরও বুকিং আশা করছি।'

৪ অক্টোবরের প্রাকৃতিক দুর্যোগে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ লন্ডভন্ড হয়েছিল। পাহাড়ে ধস নেমে একাধিক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দেশবিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্র টয়ট্রেন। -ফাইল চিত্র

অনেকে মারা যান। মিরিকে ২০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। দার্জিলিং এবং কালিম্পং মিলিয়ে মোট ৩১ জনের মৃত্যু হয়। ধসের কারণে টয়ট্রেনের লাইন একাধিক জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা সারিয়ে পরিষেবা শুরু করতে ডিএইচআরের সাতদিন সময় লেগে যায়। পরে পাহাড় ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যটকদের পাহাড়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। ধীরে ধীরে তাঁরা পাহাড়ে আসছেন। এই সুবাদে টয়ট্রেনের চাহিদা বাড়তে শুরু করেছে। এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবার পাশাপাশি জয়রাইড নিয়ে পর্যটকদের মধ্যে বেশ চাহিদা রয়েছে। তবে বর্তমানে পর্যটকদের অনেকের মধ্যে গোটা ট্রেন ভাড়া নেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে দলবেঁধে পাহাড়ে আসা পর্যটকদের মধ্যেই এই প্রবণতা বেশি করে চোখে পড়ছে। এই সুবাদেই টয়ট্রেনের চার্টার্ড বুকিং নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পাহাড়-পর্যটনকে স্বমহিমায় ফিরতে দেখে ব্যবসায়ীরা খুশি। ডিএইচআর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল রাজ বসুর বক্তব্য, 'টয়ট্রেনের চার্টার্ড পরিষেবা সংক্রান্ত এই ইতিবাচক বিষয়টি আমাদের জন্য খুব ভালো।'

পর্যটন ব্যবসায়ী তথা হিমালয়ন হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'পাহাড়ে টয়ট্রেন নিয়ে আরও প্রচার করা হলে এই চাহিদা বাড়বে। পর্যটনের আরও বিকাশ হবে।' তবে চালু করা জয়রাইডগুলি হঠাৎ যেন বন্ধ না করে দেওয়া হয় সেটাও রেলকে দেখতে হবে বলে সম্রাট মনে করিয়ে দিয়েছেন।

শিক্ষকদের সাহায্যে বাহারিনের ট্র্যাকে পলাশ

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২১ অক্টোবর : পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আগে ছেলেকে একজোড়া জুতো কিনে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না বাবা-মায়ের। অবশেষে স্কুলের শিক্ষকরা চাঁদা তুলে জুতোর ব্যবস্থা করে দেন। অদম্য মনের জোরে যাবতীয় অভাব-অনটনকে পিছনে ফেলে দেশের হয়ে বাহরিনে এশিয়ান যুব গেমসে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে মালদার ছেলে পলাশ মণ্ডল। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় নীল জার্সি গায়ে সে ট্র্যাকে নামবে। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে ৫ হাজার মিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় পলাশই ভারতের একমাত্র প্রতিযোগী।

পলাশের বাড়ি মালদা বিমানবন্দর সংলগ্ন ৫২ বিঘা এলাকায়। সে বিভূতিভূষণ হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। বাবা গয়া মণ্ডল শহরের ঝলঝলিয়া কাজি আজহারুদ্দিন মার্কেটের সবজি বিক্রেতা। সোমবার রাতে পলাশ বেঙ্গালুরু বিমানবন্দর থেকে জাতীয় দলের সঙ্গে বাহরিনের বিমান ধরে। তার আগে সে টানা এক সপ্তাহ স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার ক্যাম্পে প্রশিক্ষণে ব্যস্ত ছিল।

পলাশের কোচ অমিতাভ রায়ের কথায়, 'আমি আশাবাদী, পলাশ দেশের হয়ে স্বর্ণপদক নিয়ে আসবে। এখনও পর্যন্ত ৫ হাজার মিটার হাঁটায় ওর বেস্ট টাইমিং ২২ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড। ফাইনালে ও নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙে দেবে।'

> আমি আশাবাদী, পলাশ দেশের হয়ে স্বর্ণপদক নিয়ে আসবে। এখনও পর্যন্ত ৫ হাজার মিটার হাঁটায় ওর বেস্ট টাইমিং ২২ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড। আমার বিশ্বাস, ফাইনালে নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙে দেবে পলাশ।
>
> **অমিতাভ রায়** পলাশের কোচ

বিভূতিভূষণ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তুহিনকুমার সরকার বলেন, 'আমরা পলাশের জন্য গর্বিত। ওদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বাবা সবজি বিক্রি করে সংসার চালান। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। স্পোর্টস শু কিনে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না পরিবারের। আমাদের স্কুলের শিক্ষকরা টাকা তুলে স্পোর্টস কিটস কিনে দেন। বাহরিনে পলাশের হাতে দেশের তেরঙা দেখতে চাই আমরা।'

পলাশকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন বিভূতিভূষণ হাইস্কুলের খেলা বিভাগের শিক্ষক সুদামচন্দ্র ঘোষ। তাঁর কথায়, 'পলাশ বরাবরই খেলাধুলায় ভালো। আমি জানতাম ঘষামাজা করলে অনেক উন্নতি করবে।' তিনিই পলাশকে অমিতাভর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রায় বছর দুয়েকের কঠোর অনুশীলনে স্কুল থেকে জেলা, জেলা থেকে রাজ্য হয়ে এখন জাতীয় দলে স্থান করে নেয় পলাশ।

স্পোর্টসের জুতো স্বাভাবিকভাবেই অন্য জুতোর তুলনায় অনেকটাই দামি। গয়া পারেননি ছেলের জুতোর টাকা জোগাড় করতে। বিভূতিভূষণ হাইস্কুলের শিক্ষকদের তাই তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ছোট থেকেই ছেলের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ। শিক্ষকরা অনেক সাহায্য করেছেন। এখনও করছেন। আমি চাই ছেলের লক্ষ্য পূরণ হোক।'

ঘোষণা

Jolly Friends Club, Regd No. SO118593, Baghajatin Park, Siliguri এই ক্লাবের সদস্য অনির্বাণ দাশগুপ্ত (তিথিন)-কে অস্বাভাবিক অবস্থায় অভব্য আচরণের জন্য 21.10.2025 তারিখ থেকে ক্লাব থেকে বহিষ্কার করা হল। সদস্যবৃন্দ। (C/118804)

অ্যাফিডেভিট

ভোটার কার্ড নং LZL2701753 আমার নাম ভুল থাকায় গত 16-10-25, J.M. 1st Court সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Manila Jain এবং Monila Jain, W/o. Sanjay Kumar Jain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার নাম Monila Jain হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। আর. এন. রোড বাই লেন, থানা ঃ কোতোয়ালি, পোঃ+জেলাঃ কোচবিহার, পঃবঃ। (C/118155)

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

আমার পরমারাধ্যা জেঠিমা তৃপ্তি চক্রবর্তী গত ১২/১০/২০২৫ ভোর ৫টা ৪০ মিনিটে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় ২২শে অক্টোবর, ২০২৫ বুধবার রবীন্দ্রনগরস্থিত বাসভবনে (ওয়ার্ড নং-১২) পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। আগামী ২৪শে অক্টোবর ২০২৫, শুক্রবার রবীন্দ্রনগর ক্লাবে নিয়মভঙ্গ (মৎস্যমুখী) অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন, শ্মশানবন্ধু ও বন্ধু-বান্ধবদের উপস্থিতি কামনা করি। ব্যক্তিগতভাবে সকলের নিকট উপস্থিত হতে না পারার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। বিনীত- দীপঙ্কর চক্রবর্তী (ভাস্তা), প্রশান্ত চক্রবর্তী (ভাস্তা), সুশান্ত চক্রবর্তী (ভাস্তা)। কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-736101. (C/118156)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি লোকালে ঝংকার মোড়, সেবক রোড, দেশবন্ধুপাড়া, সাহুডাঙিতে সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন ৯৫০০/- থেকে শুরু। M : 9933119446. (C/118803)

•

Teachers (residential) for School at Jodhpur (Rajasthan) Walk in Interview at Siliguri on 23 to 26 October. M- 9799878678/ 9783251436. (K)

হারানো/প্রাপ্তি

চাকুলিয়া শাখার বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকে আমার অ্যাকাউন্ট নম্বর 5115140000066-এর অধীনে FD Certificate, যা গত ইংরেজি 10/10/2025 তারিখে হারিয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধানের পর আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধান পেলে যোগাযোগ করবেন। ইতি শ্যামলী মণ্ডল সেন, চাকুলিয়া, উত্তর দিনাজপুর। মোবাইল নং 8509430580. (C/118807)

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস/২২/২০২৫-২৬, তারিখ: ১৫-১০-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম.নং.:১; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৪৮৪/ওটি/১৫৮/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৪-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : আরডিএসও ডিআরজি নং ৮৭৫১ অনুযায়ী হাই ভিসকোস নাইলন-৬৬ ইনসুলেটিং লাইনার (এইচভিএন লাইনার) উৎপাদন ও সরবরাহ, ৬০ কেজি (ইউআইসি)/৬০ই১ -এর জন্য উপযুক্ত, আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি/৮৭৪৬ -এর সাথে প্রশস্ত পিএসসি স্লিপার ব্যবহারের জন্য, সর্বশেষ পরিবর্তন সহ, অল্ট-৩ [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেম:৩১০০৫৮৭, হাই ভিসকোস নাইলন (এইচভিএন)-৬৬ ইনসুলেটিং লাইনার সাব আইটেম:- আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ-১৫০০০০০ এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে(আসাম) এর জন্য, পি.এল.নং- ৬০১১০৬১২।

ক্রম.নং.:২; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/৫১১০ডি/ওটি/১৫৯/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩১-১০-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : আরডিএসও ড্রয়িং নং- আরডিএসও/ সিজি/ডিআরজি/২৪৩৪ ব্যালেন্স ড্রাফ্ট (হার্ডওয়্যার আইটেম এইচটি হেক্স হেড বোল্ট এম ১৬x৪৫, হেক্সাগোনাল ক্যাসেল নাট এম ১৬ এবং স্প্লিট পিন ৪x৪০ সহ)পিয়ারের জন্য সামনের সাপোর্ট প্লেটের স্টিফেনার প্লেট অংশ এবং অঙ্কন নং- আরডিএসও/সিজি/ডিআরজি/২৪০৩৪ এবং আরডিএসও/২০১১/সিজি-০৩ (রেভ.০৩) অথবা সর্বশেষ অনুসারে আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নিশ্চিত করা। (সিবিসির জন্য আরডিএসও উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে)। "আইএস ৩৮৮৫: পার্ট II, গ্রেড V হিট ট্রিটেড -এর পরিবর্তে সর্বোচ্চ হার্ডনেস ২৪৫ বিএইচএন সহ চাপমুক্ত অবস্থায়, হার্ডনেস - ৩৫ এইচআরসি (সর্বনিম্ন) - অঙ্কন নম্বর আরডিএসও/সিজি/ডিআরজি/২৪০৩৪ -এর নোট ৫। "অন্যান্য সমস্ত প্যারামিটার এই অঙ্কনের মতোই" [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৮৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ৪৬৭৮ এসএসই/সিএলএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে(আসাম) -এর জন্য, পি.এল..নং- ৩৩৬৭০৩১৯০০১২।

ক্রম.নং.:৩; টেন্ডার নং. : ২০/২৫/০৪০৫/ওটি/১৬০/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : কন্টাক্টর ফিল্টার চালু/বন্ধ এবং এডাপশন[কন্টাক্টর টাইপ-১] সিএলডব্লিউ স্পেক নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০০৮৬, অল্ট-সি। এবিবি আইডেন্টিফিকেশন নং: এইচএসবিএ৪৩৩৬৯৯আর১৩৮৪। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ২১০০৩৯৮, কন্টাক্টর ফিল্টার চালু/বন্ধ এবং এডাপশন] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। i) পরিমাণ-৫ মালদা শহর/ডিপোট, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য, ii) পরিমাণ- ৫টি নিউ গুয়াহাটি/ডিপোট, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য, iii) পরিমাণ-৫ শিলিগুড়ি জংশন/ডিজেল ডিপো, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে(পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য, পি.এল.নং-২৯৯৬০০২২।

ক্রম.নং.:৪; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৪৮৩/ওটি/১৬১/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৬-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৮৭৪৭ অনুসারে প্রশস্ত বেস পিএসসি স্লিপারের জন্য ১০ মিমি পুরু কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল প্লেট সর্বশেষ পরিবর্তন সহ ৫২ কেজি এবং ৬০ কেজি (ইউআইসি) রেলের জন্য উপযুক্ত ওয়াইডার পিএসসি স্লিপারগুলির সাথে ব্যবহারের জন্য, যদি কিছু থাকে, টেন্ডার বন্ধের তারিখ অনুসারে। স্পেসিফিকেশন: আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/এমএন্ডসি/আরপি-২০০/টো০৭ (অস্থায়ী) ২০১৮ সালের ১ নং সংশোধনী এবং সর্বশেষ সংশোধনী সহ, যদি থাকে, ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ অনুসারে। এটি একটি সেফটি আইটেম। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেম : ৩১০০৫৮৪, রেল প্যাড সাব আইটেম: সিজিআরএসপি আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ১৫০০০০০ এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বোঙ্গাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে(আসাম) এর জন্য, পি.এল.নং- ৬০১১০৮৩১।

ক্রম.নং.:৫; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫২৪৩এ/ওটি/১৬২/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৪-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : আরডিএসও অনুমোদিত ফার্ম থেকে ৫২/৬০ কেজি রেলের এইচ বিম স্লিপারের জন্য জিরো টো লোড ফিক্সচার সরবরাহ, আরডিএসও অনুমোদিত সংশোধন স্লিপ এবং স্পেসিফিকেশন সহ অঙ্কন। সকল ঠিকাদারদের লিড, লিফট, শ্রমিক, সরঞ্জাম, প্ল্যান্ট, পরিবহন ইত্যাদি। ইনচার্জ ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশ অনুসারে সম্পূর্ণ করতে হবে।১টি স্লিপারের জন্য সম্পূর্ণ ফিক্সচার১ সেট হতে হবে। ("সর্বশেষ পরিবর্তন" শব্দটি যেখানেই ব্যবহৃত হোক না কেন, টেন্ডার খোলার প্রকৃত তারিখের ৫ দিন আগে পর্যন্ত পরিবর্তনকে বোঝাবে)। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস]। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেম: ৩১০০৫১৫, জিরো টো লোড ফাস্টেনিং (জেডটিএলএফ) সিস্টেম আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ৫০০০ সেট এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বোঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে(আসাম) -এর জন্য, পি.এল..নং- ৬০০৪০০৪৭০১৯১।

ক্রম.নং.:৬; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৫০২/ওটি/১৬৩/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৪-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : আরডিএসও ডিআরজি নং টি-৫৮৪৯ (অল্ট. ০১) অনুসারে জগল ফিশ প্লেট ৬০ কেজি প্রতি সেটে ডিআরজি নং আরডিএসও টি-৫৮৫৪ অনুসারে দুটি ক্ল্যাম্প এবং ডিআরজি নং আরডিএসও টি-৫৮৫৪/১ অনুসারে দুটি ক্ল্যাম্প এবং ডিআরজি নং .টি- ১১৫২৫-এর জন্য দুটি বোল্ট এবং নাট ডিআরজি নং .টি-১০৭৭৩৩ অনুযায়ী সিঙ্গেল কয়েল স্প্রিং ওয়াশার সহ, ফিশপ্লেটের জন্য আইআরএস স্পেসিফিকেশন, যদি কোনও সর্বশেষ পরিবর্তন সহ, যদি থাকে।) [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৪৬৬, ফিশ প্লেটস সাব আইটেম: ফিশপ্লেট] আইটেমের ধরণ: পণ্য(সরবরাহ)। পরিমান- ৮১২৬ সেট এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বোঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত (আসাম), পি.এল. নং -৬০০৯০১১০।

ক্রম.নং.:৭; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৪৯৩/ওটি/১৬৪/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৬-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : বিজি (১৬৭৩ মিমি) এর জন্য পিএসসি ১ ইন৮.৫ টার্ন আউট স্লিপার -এর উৎপাদন এবং সরবরাহআরডিএসও'র জেনারেল লেআউট ড্রগ নং টি-৯৮৪১ এর অঙ্কন অনুসারে, এইচটিএস ডিআরজি. নং:টি-৮৭১৯ -এর জন্য এবং স্লিপারের ড্রয়িং নং, টি-৯৬৮২ থেকে ৯৬৮৮, টি-৯৮৬৭ থেকে ৯৯১৮ এবং টি-৯৭৭০ থেকে ৯৭৭৩ ৬০ই১ টার্ন আউট -এর সাথে মানানসই সর্বশেষ পরিবর্তন সহ ৬৪০০ মিমি ৬০ই১এ১ পুরু ওয়েব সুইচ (বাঁকা) সহ ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং সহ ২৫টি অ্যাক্সেল লোডের জন্য পিএসসি স্লিপারে আর২৬০/আর ৩৫০এইচটি গ্রেড রেল সহ এবং সর্বশেষ পরিবর্তন সহ আইআরএস স্পেসিফিকেশন টি-৪৫ (চতুর্থ সংশোধন - মার্চ ২০২১) অনুসারে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ২১ সেট এসআর ডি ই এন/সি/কাটিহার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (বিহার) এর জন্য। পি.এল. নং-৬০০৩০১৩৫০০১৮। (২) পিএসসি ১ ইন৮.৫ টার্ন আউট স্লিপারে -এর উৎপাদন ও সরবরাহ বিজি (১৬৭৩ মিমি) এর জন্য আরডিএসও'র জেনারেল লেআউট ড্রগ নং টি-৯৮৪১, বি -এর অঙ্কন অনুসারে এইচটিএস ডিআরজি.নং: টি-৮৭১৯ -এর জন্য এবং স্লিপারের ড্রয়িং নম্বর, টি-৯৬৮২ থেকে ৯৬৮৮, টি- ৯৮৬৭ থেকে ৯৯১৮ এবং টি-৯৭৭০ থেকে ৯৭৭৩, ৬০ই১ টার্ন আউট -এর জন্য সর্বশেষ পরিবর্তন সহ, ৬৪০০ মিমি ৬০ই১এ১ পুরু ওয়েব সুইচ (কার্ভড) সহ পিএসসি স্লিপারে আর২৬০/আর৩৫০এইচটি গ্রেড রেল সহ ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং সহ ২৫টি অ্যাক্সেল লোডের জন্য এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন টি-৪৫ (৪র্থ সংশোধন - মার্চ ২০২১) মেনে চলা সর্বশেষ পরিবর্তন সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ - ২ সেট সিএইচ.ওএস/জি/ইএনজিজি/রঙ্গিয়া, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং-৬০০৩০১৩৫০০১। (৩) বিজি (১৬৭৩ মিমি) এর জন্য পিএসসি ১ ইন৮.৫ টার্ন আউট স্লিপারে -এর উৎপাদন ও সরবরাহ আরডিএসও'র জেনারেল লেআউট ড্রগ নং টি-৯৮৪১ এর অঙ্কন অনুসারে, এইচটিএস ডিআরজি. নং :টি-৮৭১৯ -এর জন্য এবং স্লিপারের অঙ্কন নম্বর, টি-৯৬৮২ থেকে ৯৬৮৮, টি-৯৮৬৭ থেকে ৯৯১৮ এবং টি-৯৭৭০ থেকে ৯৭৭৩ ৬০ই১ টার্ন আউট -এর সাথে মানানসই সর্বশেষ পরিবর্তন সহ ৬৪০০ মিমি ৬০ই১এ১ পুরু ওয়েব সুইচ (কার্ভড) সহ ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং সহ ২৫টি অ্যাক্সেল লোডের জন্য পিএসসি স্লিপারে আর২৬০/আর৩৫০এইচটি গ্রেড রেল সহ এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন টি-৪৫ (৪র্থ সংশোধন - মার্চ ২০২১) অনুযায়ী সর্বশেষ পরিবর্তন সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেম টাইপ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ-২৭ সেট এসএসই/পি.ওয়ে/লামডিং, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং -৬০০৩০১৩৫০০। (৪) বিজি (১৬৭৩ মিমি) এর জন্য পিএসসি ১ ইন৮.৫ টার্ন আউট স্লিপারের উৎপাদন ও সরবরাহ সাধারণ লেআউট ডিআরজি নং টি -৯৮৪১ -এর জন্য আরডিএসও-এর অঙ্কন, এইচটিএস ডিআরজি. নং: টি-৮৭১৯ এর জন্য এবং স্লিপারের অঙ্কন নম্বর, টি-৯৬৮২ থেকে ৯৬৮৮, টি-৯৮৬৭ থেকে ৯৯১৮ এবং টি-৯৭৭০ থেকে ৯৭৭৩ সর্বশেষ পরিবর্তন সহ ৬০ই১ টার্ন আউট অনুসারে ৬৪০০ মিমি ৬০ই১এ১ পুরু ওয়েব সুইচ (কার্ভড) সহ ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং সহ ২৫টি অ্যাক্সেল লোডের জন্য পিএসসি স্লিপারে আর২৬০/আর৩৫০এইচটি গ্রেড রেল সহ এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন টি-৪৫ (৪র্থ সংশোধন - মার্চ ২০২১) অনুযায়ী সর্বশেষ পরিবর্তন সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমান: ১০ সেট ডিআরএম/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে(পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য। পি.এল. নং -৬০০৩০১৩৫০০১৮০।

ক্রম.নং.:৮; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫১৩১এ/ওটি/১৬৫/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি, ফ্লাট টো সহ ৬০ কেজি ইউআইসি/৫২ কেজি রেল অংশের জন্য ডিআরজি নং আরডিএসও টি-৫৯১৯ অনুযায়ী সর্বশেষ সংশোধনী সহ আইআরএস-টি-৩১-২০২১ অনুসারে স্পেসিফিকেশন সহ, যদি থাকে, সর্বশেষ পরিবর্তন সহ অল্ট নং ২ সহ, যদি থাকে, [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: আরআইটিইএস নন-টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৫৫৮, ইলাস্টিক রেল ক্লিপস] পণ্যের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ-৩৪৮৭১৮ জিতেন্দ্র কুমার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য। পি.এল. নং - ৬০১১০০২৮। (২) ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি ফ্লাট টো -এর সাথে ৬০ কেজি ইউআইসি/৫২ কেজি রেল অংশের জন্য ডিআরজি নং আরডিএসও টি৫৯১৯ আইআরএস-টি-৩১-২০২১ অনুসারে স্পেসিফিকেশন সহ, অল্ট. নং ২ সহ, অথবা তাঁদের খোলার তারিখ পর্যন্ত সর্বশেষ সংশোধনী সহ, যদি থাকে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: আরআইটিইএস নন-টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: 0] [ইউভিইএম লিঙ্কিং: আইটেম:৩১০০৫৫৮, ইলাস্টিক রেল ক্লিপস] আইটেম টাইপ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমান: ৪৫১২৮২টি এসএসই/পি .ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে(আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং-৬০১১০৫৫৭।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকার আইটি আইন ২০০০ এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে শ্রেণী-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/২৭_২০২৫/কে/৮১০ তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে টেন্ডার সংখ্যা. ২৭_২০২৫। কাজের নামঃ বাণিজ্যিক কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "কাটিহার মণ্ডলের সমগ্র ১৮ টি প্রস্তাবিত স্থানে এটিভিএম স্থাপনের জন্যে সিভিল, বৈদ্যুতিক এবং এলএএন সংযোগ কাজ।" (স্টেশন-কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জংশন, বারসোই জংশন, পূর্ণিয়া জংশন, যোগবানী, কিশনগঞ্জ, সামসি, রায়গঞ্জ, ফরবেসগঞ্জ জংশন, আরারিয়া কোর্ট, কালিয়াগঞ্জ, ডালখোলা, বালুরঘাট, আলুয়াবাড়ি রোড, জলপাইগুড়ি, বুনিয়াদপুর এবং গঙ্গারামপুর)। টেন্ডার রাশিঃ ৩৩,৬১,০০২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৬৭,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/২১_২০২৫/কে/৮২৩ তারিখঃ ১৭-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে টেন্ডার সংখ্যা. ২১_২০২৫। কাজের নামঃ (ক) এসএণ্ডটি কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ "কাটিহার মণ্ডলের এসএসই/এসআইজি/শিলিগুড়ি জংশন খণ্ডে নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণের হেতু বিশেষীকৃত সিগন্যালিং কাজ।" (খ) এসএণ্ডটি কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ "কাটিহার মণ্ডলের এসএসই/এসআইজি/নিউ জলপাইগুড়ি খণ্ডে নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণের হেতু বিশেষীকৃত সিগন্যালিং কাজ। (গ) এসএণ্ডটি কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ "কাটিহার মণ্ডলের এসএসই/এসআইজি/মালদা টাউন খণ্ডে নির্ভরযোগ্যতা উন্নতকরণের হেতু বিশেষীকৃত সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৭৯,২৬,৬৭৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৫৮,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৬৩ অফ ২০২৫; তারিখ ঃ ১৫-১০-২০২৫; নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ (ক) কাটিহারে :- সিনিয়র ডিইএন/IV/কাটিহারের অধীনে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের মাঠ সমতল করা সহ ১০০ মিটার আচ্ছাদিত গ্যালারির ব্যবস্থা। (খ) সিনিয়র ডিইএন/IV/কাটিহারের আওতাধীন সকল কর্মীদের জন্য আরপিএফ ব্যারাক, ও.টি. পাড়া, কাটিহারে কভার শেড সহ ব্যাডমিন্টন কোর্টের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৪৮,৭৫,৫২৩.৭২/- টাকা, বিড সিকিউরিটি ঃ ৩,২৪,৪০০/- টাকা, টেন্ডার নং ঃ ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ (ক) কাটিহার- কনস্ট্রাকশন স্যুইটসের কাছে রেস্ট হাউস ভবন নির্মাণ। (খ) কাটিহার:- বাইরের পেইন্টিং ইত্যাদি সহ ওআরএইচ স্যুট নং এ, বি, ই এবং এফ এবং ক্রম নং ১ ও ২ এর সংস্কার। (গ) কাটিহার- অফিসার্স রেস্ট হাউসের উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৪৫,২৫,৫৬৩.২৩/- টাকা, বিড [illegible]
... ৪,১০,৯০০/- টাকা, উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য ১৩-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

লেভেল ক্রসিংসমূহের অপসারণের জন্যে সম্ভাব্যতার অধ্যয়ন এবং বিস্তৃত প্রকল্প প্রতিবেদন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৯২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২২-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের এডিইএন/এইচকিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনের এল-সি নং. এবি/১ (২/৬-৭ কিলোমিটার, আলিপুরদুয়ার জংশন-এপিডি), এবি/৩ (৪/৯-৫/০ কিলোমিটার, এপিডিসি-এপিডি), এবি/১৩ (১৪/১-২ কিলোমিটার, এপিডি-বিএসডব্লিউ), এবি/২২(২৬/১-২ কিলোমিটার (নিউ কোচবিহার-কোচবিহার), এবি/২৬ (এ) ৩০/০-১ কিলোমিটার, (কোচবিহার-দেওয়ানহাট), এবি/৩২ (৩৭/৫-৬ কিলোমিটার, দেওয়ানহাট-ভেটাগুড়ি) এবং এল সি নং. এবি/৪৭ (৪৯/৫-৬ কিলোমিটার,ভেটাগুড়ি-দিনহাটা) (সর্বমোট ৭ টি) স্থিত রোড ওভার ব্রীজের সঙ্গে লেভেল ক্রসিং সমূহের অপসারণের জন্যে সম্ভাব্যতার অধ্যয়ন এবং বিস্তৃত প্রকল্প প্রতিবেদন। টেন্ডার রাশিঃ ৩৭,২১,৪৬৭.৬৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭৪,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৬-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৮৮-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, তারিখ ঃ ১৭.১০.২০২৫। সিনিয়র ডিইই/টিআরডি/পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্টঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) খ্যাতনামা, অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি- ই-টেন্ডার-০৮৮। কাজের নাম ঃ মালদা ডিভিসনে লীন, ক্ষতিগ্রস্ত/হিটেড ও ক্রিটিক্যাল মাস্ট/টিটিসি/পোর্টালগুলি অপসারণ সম্পর্কিত ওএইচই মডিফিকেশন কাজ। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ২,৭৭,৩৪,৮৪৬ টাকা। বায়নামূল্যঃ ২,৮৮,৭০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়ঃ ২৮.১০.২০২৫ তারিখ থেকে ১১.১১.২০২৫-এ বেলা ৩টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই/টিআরডি/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। টেন্ডারদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।
(MLD-205/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
eastenrailwayheadquarter

৭৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/২৯_২০২৫/কে/৮০৮ তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে টেন্ডার সংখ্যা. ২৯_২০২৫। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলের রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো/শেডের ওয়াশিং/পিক লাইনে স্থিত এইচওজি কোচসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ৭৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৩,১০,৫৬,৮০৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,০৫,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/২৩_২০২৫/কে/৮১৪ তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে টেন্ডার সংখ্যা. ২৩_২০২৫। কাজের নামঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "যোগবানীতে-স্টাবলিং লাইন, শান্টিং নেকের নির্মাণ এবং পিএফ লাইনে লোকো রিভার্সেল লাইনের পরিবর্তন।" টেন্ডার রাশিঃ ৫০,৩৩,৩৩৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,০০,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনের জন্যে সিগন্যালিং সাহার্য

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এল-২০২৫-কে-৪৮ তারিখঃ ১৫-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে কাজের নামঃ এসএসই এসআইজি শিলিগুড়ি জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনের জন্যে সিগন্যালিং সাহার্য। টেন্ডার রাশিঃ ২৭,৫২,৮৭৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৫৫,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/এসএণ্ডটি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
'THAMMA'
*ing : Ayushmann Khurana, Rashmika Mandanna
Time : 1.15, 4.15 & 7.15 P.M.

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
THAMMA (Hindi)
Time : 12.30, 3.30, 6.30
AC/Dolby Sound

ভারত সরকার, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়

রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা (CEN) No. 05/2025

জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার (জেই), ডিপো মেটেরিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ডিএমএস) এবং ক্যামিকাল এবং মেটালরজিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (সিএমএ)-এর বিভিন্ন পদে নিয়োগ।

নির্দেশমূলক বিজ্ঞপ্তি

নিম্নে উল্লেখিত তালিকাটিতে বিভিন্ন শ্রেণির পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 30.11.2025। সকলক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আবেদনপত্রটি শুধুমাত্র অনলাইন মাধ্যমে জমা করতে হবে।
আবেদনপত্র দাখিল করার সূচনার তারিখ ঃ 31.10.2025
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সমাপ্তির তারিখ ঃ 30.11.2025 (23:59 ঘটিকা)

পদের নাম	সপ্তম সিপিসি অনুসারে বেতনের স্তর	প্রাথমিক বেতন (টাঃ)	চিকিৎসা মান	01.01.2026 অনুসারে বয়স	অস্থায়ী শূন্য পদ (সকল আরআরবি)
জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার. ডিপো মেটেরিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং ক্যামিকাল এবং মেটালরজিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট	স্তর 6	35400	বিস্তারিত সিইএন-এর Annexure -A দেখুন	18-33 বছর	2570 (সকল আরআরবি)

প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনপত্র পূরণ করার সময় তাদের প্রাথমিক বিবরণ আধার ব্যবহার করে যাচাই করার জন্য দৃঢ়তার সহিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে আধার যাচাই না করা আবেদনপত্রের নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রতিটি পর্যায় বিশেষ বিস্তারিত যাচাই বাছাইয়ের কারণে অসুবিধা এবং অতিরিক্ত বিলম্ব এড়ানো যায়। আধার ব্যবহার করে সফলভাবে যাচাইকরণের জন্য, আধারে নাম এবং জন্ম তারিখটি আপডেট করতে হবে, যাতে দশম শ্রেণির পাশ করা সার্টিফিকেটে সম্পূর্ণ নাম এবং জন্ম তারিখের সাথে 100% মিল থাকে। অনুরূপ ভাবে অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের আগে আধারটিতে আপনার নতুন ছবি এবং নতুন বায়োম্যাট্রিকের (আঙুলের ছাপ এবং চোখের মণি) আপডেট করতে হবে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে ইঙ্গিতমূলক প্রকৃতির। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আবেদনকারীদের অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার আগে বিস্তারিত কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা (CEN) No. 05/2025 বিশদভাবে পড়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা (CEN) No. 05/2025 এর বিস্তারিত বিবরণ এবং কোনও প্রকার সংশোধনী/সংযোজন/গুরুত্বপূর্ণ সূচনা উপরে উল্লেখিত নিয়োগ সংক্রান্ত সময় বিশেষে নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত আরআরবিগুলির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

CEN No. 05/2025 এ অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির ওয়েবসাইট

আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	গুয়াহাটি www.rrbguwahati.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbald.gov.in
আজমের www.rrbajmer.gov.in	জম্মু-শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	রাঁচি www.rrbranchi.gov.in
ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in	কলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderabad.gov.in
ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in	শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in
বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	মুম্বাই www.rrbmumbai.gov.in	বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in
চণ্ডীগড় www.rrbcdg.gov.in	মুজাফ্ফরপুর www.rrbmuzaffarpur.gov.in	গোরখপুর www.rrbgkp.gov.in
চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in	তিরুবনন্তপুরম www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

নং. আরআরবি/কোল/এডিভিটি/সিইএন-05/2025
তারিখ : 22.10.2025
'দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।'
চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ক্ষতি হবে। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। বৃষ : বাবার চিকিৎসার খরচ বাড়বে। দূরের বন্ধুর সুসংবাদ পেয়ে আনন্দ। প্রেমে শুভ। মিথুন : কোনও কাজের জন্যে অনুশোচনা। আপনার কথার ভুলে সংসারে অশান্তি। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝবেন। কর্কট : ব্যবসায় বিনিয়োগ করে সুফল পাবেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরে স্বস্তি। সিংহ : কোনও কাজ করে মানসিক তৃপ্তি। দূরের কোনও বন্ধুর সুসংবাদে আনন্দ। কন্যা : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য আনন্দলাভ। পরের জন্যে কিছু করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। তুলা : ঋণ পরিশোধ করতে পেরে স্বস্তিলাভ। অংশীদারি ব্যবসা ভালো অর্থাগম। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ পেয়ে আনন্দ। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে মানসিক দুশ্চিন্তা। ধনু : ভোগবিলাসে অর্থব্যয় করে দুশ্চিন্তা। সম্পর্কের উন্নতি হওয়ায় স্বস্তিলাভ। মকর : নিজের যোগ্যতায় কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ দায়িত্ব বাড়বে। পাওনা আদায় হবে। কুম্ভ : অসৎ ব্যক্তিকে না চিনতে পেরে সমস্যায়। সন্তানের শিক্ষার উন্নতি লক্ষ করে স্বস্তি পাবেন। মীন : পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে মান-অভিমান চলবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ৩০ আশ্বিন, ২২ অক্টোবর ২০২৫, ৪ কাতি, সংবৎ ১ কার্তিক সুদি, ২৯ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪১, অঃ ৫।৪১,অঃ ৫।৪। বুধবার, প্রতিপদ রাত্রি ৬।১৬। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ১।৫। প্রীতিযোগ শেষরাত্রি ৪।২১। ববকরণ রাত্রি ৬।১৬ গতে বালবকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১।৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৬।১৬ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১।৫ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ৬।১৬ গতে উত্তরে। কালবেলাদি- ৮।৩১ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।২২ গতে ১২।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি- ২।৩১ গতে ৪।৬ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ২।৪০ গতে পূর্বেও নিষেধ, রাত্রি ৬।১৬ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১।৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৮ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ৮।৫ মধ্যে ও ১০।১৬ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪১ গতে ৬।৩৩ মধ্যে ও ৮।১৮ গতে ৩।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৩৮ গতে ৭।২১ মধ্যে ও ১।১০ গতে ৩।২১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইটাহারে যৌন নির্যাতনে গ্রেপ্তার তরুণ

ইটাহার, ২১ অক্টোবর : এক নাবালককে মাঠে একা পেয়ে যৌন নির্যাতন করার অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলে পুলিশ। বিচারক ধৃতের দু'দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহার থানার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৌদ্ধিক বিকাশ না হওয়া বছর বারোর এক মানসিক ভারসাম্যহীন বালক তার বাবার সঙ্গে মাঠে গিয়েছিল। তার বাবা যখন জমিতে জল দিচ্ছিলেন। সে বসেছিল দূরে একটি আম বাগানের ছায়ায়। সেই সময় গ্রামেরই বছর বাইশের এক তরুণ সেখানে হাজির হয়ে ওই নাবালককে যৌন নির্যাতন করে বলে অভিযোগ। নির্যাতিত ছেলের কাছ থেকে ঘটনার কথা শুনে ইটাহার থানায় ওই তরুণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হয়।

হরিশ্চন্দ্রপুরে চুরি গ্রাহক পরিষেবাকেন্দ্রে

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ অক্টোবর : রবিবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার চণ্ডীপুর গ্রামে একটি বেসরকারি ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবাকেন্দ্রে চুরির ঘটনা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে গ্রাহক পরিষেবাকেন্দ্রটি খোলা হলে দেখা যায়, ভেতরে জিনিসপত্র ছিটিয়ে রয়েছে। কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ সহ ক্যাশ বাক্সে থাকা টাকাও নেই। এরপরই ওই সিএসপি'র মালিক শাজামাল হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় এই বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে এই বিষয়ে একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এলাকায় চুরির ঘটনা বাড়তে থাকায় উদ্বিগ্ন স্থানীয় বাসিন্দারা।

জোহবি নাচের তালে আদিবাসী নৃত্যশিল্পীরা। মঙ্গলবার হরিশ্চন্দ্রপুরে।

হারিয়ে যাচ্ছে জোহবির নাচ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ অক্টোবর : সাদরি ভাষায় গানের ছন্দে আদিবাসী মেঠোসুরে একসময় হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন কালীপুজোর মণ্ডপ গমগম করত। বিশেষ করে কালীপুজোর পরের দিন আদিবাসী নৃত্যশিল্পীরা ধামসা-মাদল বাজিয়ে নাচ দেখাতেন। একে বলা হত, আদিবাসীদের জোহবির নাচ। কিন্তু, আধুনিকতার প্রভাবে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে এই আদিবাসী নাচ।

প্রতিবার কালীপুজোর পরের দিন থেকেই ধামসা, মাদল, ঘণ্টা নিয়ে দলবেঁধে সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়েন ওঁরা। ওঁরা হরিশ্চন্দ্রপুরের গড়গড়ি, বাইসা, কাউয়ামারি, নিমগাছি প্রভৃতি গ্রামের আদিবাসী, বিশেষত ওরাওঁ সম্প্রদায়ের মানুষ। আনন্দের সঙ্গে বছরের এই সময় বাড়তি রোজগার হয় ওঁদের। কিন্তু আধুনিক সাউন্ড বক্স, অর্কেস্ট্রা, ব্যান্ডপার্টির দাপটে গড়গড়ি, বাইসা এলাকার বাইজু ওরাওঁ, হরতাল ওরাওঁ, রুক্মিণী ওরাওঁ, সুভদ্রা ওরাওঁরা এখন আর তেমন ডাক পান না। এই প্রজন্মের আদিবাসী শিল্পীদের মধ্যেও উৎসাহের অভাব চোখে পড়ছে।

গড়গড়ি এলাকার এমন একটি দলের গায়ক বাইজু বলেন, 'হরিশ্চন্দ্রপুরে ১০টি এরকম নাচের দল আছে। দুর্গাপুজো, কালীপুজোর সময়ে দলবেঁধে বিভিন্ন মণ্ডপে নাচ দেখিয়ে বেড়াতাম। ওরাওঁ সম্প্রদায়ের

> হরিশ্চন্দ্রপুর ছাড়াও উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গে নাচ দেখিয়ে এসেছি। এছাড়া বিহার, ঝাড়খণ্ডেও আমরা নাচের দল নিয়ে গিয়েছি। আমাদের দাবি, প্রশাসন এই লোকসংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগী হোক।
>
> **হরতাল ওরাওঁ**
> *শিল্পী*

মানুষ সাদরি ভাষায় গান গেয়ে নাচেন দলবেঁধে। কিন্তু আস্তে আস্তে এ ব্যাপারে আমাদের উৎসাহ কমছে। প্রশাসনের তরফেও সেভাবে কোনও উৎসাহ দেওয়া হয় না।'

আরেক শিল্পী হরতাল বলেন, 'আমরা নাচের দল নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ছাড়াও উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গে নাচ দেখিয়ে এসেছি। এছাড়া বিহার, ঝাড়খণ্ডেও আমরা নাচের দল নিয়ে গিয়েছি। এলাকার রাজনৈতিক সভা-সমাবেশেও ডাক পেয়েছি আমরা। আমাদের দাবি, প্রশাসন এই লোকসংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগী হোক।' দলের সদস্য রুক্মিণীর বক্তব্য, 'ধর্মা কর্মা, জিতিয়া, বিশ্ব আদিবাসী দিবস কিংবা করম দিবসে দলবেঁধে নাচ-গান করি। গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ে নিয়ে প্রতি দলে কুড়ি-পঁচিশ জন থাকেন। রোজগারটা আমাদের কাছে বড় নয়। বছরের এই দিনগুলিতে আমরা সারাবছরের উপরি আনন্দ উশুল করে নিই।'

দশিয়া ওরাওঁ নামে এক প্রবীণ শিল্পীর কথায়, 'আগে কালীপুজোর পরের দিন দলবেঁধে নাচতাম। কিন্তু এবার আর পুজোয় নাচ দেখাতে যেতে পারিনি।'

পাণ্ডবকুমার দাস নামে এক শিক্ষক বলেন, 'কয়েকটি আদিবাসী দল প্রশাসন কাছ থেকে ধামসা-মাদল পেয়েছে। প্রশাসন আদিবাসী উন্নয়ন ও সংস্কৃতির প্রসারে আরও জোর দিক, এটা আমরা চাই।'

মূর্তি বসল বাবলার

মালদা, ২১ অক্টোবর : ৬২তম জন্মদিনে মালদা শহরে বাবলা সরকারের আবক্ষমূর্তি বসল। মঙ্গলবার বাবলার স্ত্রী চৈতালি ঘোষ সরকারের উদ্যোগে ভবানী মোড় এলাকায় প্রয়াত তৃণমূল নেতার আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, ভাইস চেয়ারপার্সন সুমালা আগরওয়াল, সিআইসি শুভময় বসু, আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা প্রমুখ।

পুলিশের দ্বারস্থ বধূ

পতিরাম, ২১ অক্টোবর : পণের দাবিতে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের অভিযোগে স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে মঙ্গলবার থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন এক বধূ। আড়াই বছর আগে হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দা ওই বধূর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল পতিরাম দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা শুভ দাসের। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির সকলে পণের দাবিতে তাঁর ওপর অত্যাচার করতেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রতুয়ার কালীপুজোর মেলায় সর্ব ধর্মের মানুষ

গোবরজনায় ৭ হাজার বলি

শেখ পান্না ও মুরতুজ আলম

রতুয়া ও সামসী, ২১ অক্টোবর : রাত পেরিয়ে দিনের আলো ফুটে উঠলেও চলতে থাকল বলি। সোমবার মাঝরাত থেকে শুরু পাঁঠাবলি। মঙ্গলবার বেলা পর্যন্ত চলতে থাকে। রতুয়ায় গোবরজনা কালীমাতা ঠাকুরানীর মন্দিরে পুজোকে ঘিরে মঙ্গলবার সকালেও ছিল হাজার হাজার ভক্তের ভিড়। একদিকে যখন বলি চলছে, আরেকদিকে চলছে জমজমাট মেলা।

আমবাগানের পেরিয়ে যেতে হয় কালীমন্দিরে। এখনও গ্রামের মানুষের আস্থা এই কালীপুজোকে ঘিরে অটুট। তবে শুধু রতুয়ার বাসিন্দারাই নন, এই পুজো দেখতে আসেন প্রতিবেশী বিহার ও ঝাড়খণ্ডের বহু মানুষও। আড়াইডাঙ্গা অঞ্চলের গোবরজনা এলাকায় কালীপুজো উপলক্ষ্যে দুই দিনের মেলা বসে। এই মেলা উত্তর মালদার অন্যতম বড় মেলা হিসেবে পরিচিত। স্থানীয় বাসিন্দারা তো বটেই, পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার এবং ঝাড়খণ্ড থেকেও অনেকে এই মেলা দেখতে আসেন। মঙ্গলবার মেলার শেষদিন। এদিন মেলায় এসেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা তাপস চৌধুরী। তিনি বলেন, 'এই মেলা উত্তর মালদার সবচেয়ে বড় মেলা হিসেবে পরিচিত। এই মেলায় বিভিন্ন ধরনের মিষ্টির দোকান বসে। তবে এই মেলা প্রসিদ্ধ কাঠের আসবাবপত্রের জন্য। বহু মানুষ কাঠের আসবাব কেনার জন্য এই মেলায় আসেন।' তিনি যোগ করেন, 'পাশের রাজ্য বিহার এবং ঝাড়খণ্ড থেকেও বহু মানুষ এই মেলা দেখতে আসেন।'

এই পুজোতে প্রচুর পাঁঠাবলি হয়। সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত প্রায় ৭ হাজার পাঁঠাবলি দেওয়া হয়েছে। পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা শান্তি চৌধুরী বলেন, 'প্রতি বছরের মতো এবারও নিষ্ঠার সঙ্গে শ্যামাপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। এই পুজোতে পাঁঠাবলির প্রথা আছে। পুজোর দিন সকাল থেকে শুরু করে পুজোর পরদিন অবধি বলি চলে।' তিনি যোগ করেন, 'পুজো উপলক্ষ্যে বিশাল মেলা বসে। দূরদূরান্ত থেকে লোক মেলা দেখতে আসেন। পাশের রাজ্য থেকেও অনেকে এই মেলায় আসেন। বিশাল ভিড় হয়। এই ভিড় সামলে সুষ্ঠুভাবে পুজো এবং মেলা পরিচালনা করার জন্য আমরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাই।' এই পুজো শুরুর গল্পও চমকপ্রদ। এই পুজো নাকি প্রায় ৩৫০ বছরের পুরোনো। কথিত আছে, একসময় এই গ্রামে রাজপুতদের বাস ছিল। তাঁরাই একটি কুঁড়েঘরে এই পুজোর প্রচলন করেন। কয়েকটি বাড়ি বাদে একসময় এই পুরো এলাকা কালিন্দী নদীর গ্রাসে চলে গিয়েছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু পুজো বন্ধ হয়নি। এই পুজোয় দেবী চৌধুরানি এবং ভবানী পাঠকের অংশগ্রহণ করার কথাও লোকমুখে প্রচলিতে আছে।

রতুয়া-২ ব্লকের লস্করপুরের কালীপুজোর মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। শ্রীপুর গ্রামের তৎকালীন মুসলিম জমিদার মহসিন হোসেন চৌধুরী, ইউসুফ হোসেন চৌধুরীদের দান করা জমিতে এই কালীপুজোর সূচনা হয়। এইবার পুজোর ২৫৩তম বর্ষ। এই পুজো উপলক্ষ্যে দু'দিনের মেলা বসে। বুধবার মেলার শেষ দিন। এই মেলায় হিন্দু এবং মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষই অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তো বটেই সামসী, গাজোল, আলাল, চাঁচল, মালতীপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর, রতুয়া এলাকার মানুষও এই মেলা দেখতে আসেন। এই মেলা কাঠের আসবাবপত্রের জন্য বিখ্যাত। মেলা দু'দিনের হলেও কাঠের আসবাবের দোকানগুলি প্রায় ২ মাস ধরে থাকে। এই মেলায় কুইজ, নাচ, গান, আবৃত্তি সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। বসে বাউলগানের আসরও। ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে সুপ্রাচীন বট গাছের নীচে কালীর থানে এই কালীপুজো হয়।

আড়াইডাঙ্গার গোবরজনার কালী প্রতিমা। -সংবাদচিত্র

দশদিনের মধ্যে শোচনীয় দশা, ক্ষোভ বেদরাবাদে

উলটে গেল গার্ডপোল

এম আনওয়ারউল হক

বেদরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের মির্জাচক পশ্চিমপাড়ায় উলটে পড়া গার্ডপোল।

কী অভিযোগ

- আট লক্ষ টাকা বরাদ্দে রাস্তায় গার্ডপোল বসানো হয়েছিল
- কাজের দশদিনের মধ্যে সেগুলি ভেঙে পড়ল
- স্থানীয়দের অভিযোগের তির বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে
- সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ঠিকাদার সংস্থার সুপারভাইজার

বৈষ্ণবনগর, ২১ অক্টোবর : কালিয়াচক-৩ ব্লকের বেদরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের মির্জাচক পশ্চিমপাড়ার রাস্তায় কিছুদিন আগেই নতুন গার্ডপোল বসানো হয়েছিল। এতে পথচলতি মানুষ ও যানবাহন চলাচলের জন্য বেশ সুবিধা হয়েছিল। কিন্তু ওই গার্ডপোলই এখন এলাকার মানুষের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, গার্ডপোল বসানোর বয়স হয়েছে মাত্র দশদিন। আর এর মধ্যেই একে একে সব গার্ডপোল রাস্তার ওপর উলটে গিয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গার্ডপোলগুলি ঠিকমতো মাটির গভীরে পোঁতা হয়নি। রাস্তার পাশে ফেলা মাটিও ছিল আলগা ও অপর্যাপ্ত। ফলে, সামান্য বাতাস বা গোরু, বাছুরের ঘেঁষা লাগলেই গার্ডপোলগুলি উলটে পড়ে যাচ্ছে। ওই প্রকল্পের জন্য আট লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে দ্রুত কাজ শেষ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল সময়ের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ দেখিয়ে বিল পাশ করানো। গার্ডপোলগুলির দৈর্ঘ্য কমানো হয়েছে। ফলে সেগুলি মাটির ভেতরে পোঁতার গভীরতা যথেষ্ট হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রফুল্ল মণ্ডল, রাজীব শেখ, অরবিন্দ দাসেরা বললেন, 'আমরা কাজের সময় বুঝেছিলাম গার্ডপোল ঠিকমতো বসানো হচ্ছে না। বিষয়টি পঞ্চায়েত সদস্যকে জানিয়েছিলাম। তিনি এসে ঠিকাদারি সংস্থাকে বলেছিলেন ঠিকই। কিন্তু তারা শোনেনি। এখন গার্ডপোল রাস্তার ওপর পড়ে আছে। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এটা সরকারি টাকার অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে চললে উন্নয়ন শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকবে। আমরা চাই ঘটনার সঠিক তদন্ত হোক।'

বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়রা ব্লক অফিসে লিখিত অভিযোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা চাইছেন ব্লক প্রশাসন ও জেলা ইঞ্জিনিয়াররা সরেজমিনে এসে বিষয়টি তদন্ত করে দেখুক।

বেদরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম সদস্য তনুশ্রী মণ্ডল বলেন, 'আমরা আগেই বুঝেছিলাম এই কাজটা ঠিকমতো হচ্ছে না। গার্ডপোলগুলি খুব ছোট। এছাড়াও সেগুলি মাটির খুব বেশি গভীরে পোঁতা হয়নি। রাস্তার পাশে সামান্য পরিমাণে মাটি ফেলা হয়েছিল। মাটিগুলিও আলগা ছিল। আমরা বারবার ঠিকাদারি সংস্থাকে সতর্ক করেছিলাম। কিন্তু তারা কর্ণপাত করেনি। মাত্র দশদিনের মধ্যেই সব গার্ডপোল পড়ে গেল। এটা দুর্নীতি ছাড়া আর কিছু নয়।'

কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার তরফে সুপারভাইজার আবদুল রাজ্জাক অবশ্য সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, 'গার্ডপোলের কাজ পুরোপুরি শিডিউল অনুযায়ী করা হয়েছে। অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে গার্ডপোলগুলো উপড়ে ফেলেছে। কিছু লোক আমাদের কাছে এই কাজের জন্য কাটমানি দাবি করেছিল। আমরা দিতে রাজি না হওয়ায় এখন তারা এসব মিথ্যা অভিযোগ ছড়াচ্ছে।'

কালিয়াচক-৩ ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'এবিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। তদন্তে যদি কোনও অনিয়ম প্রমাণিত হয় তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্টেশনের কাছে গাছে ঝুলন্ত দেহ

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর : মঙ্গলবার বালুরঘাট রেলস্টেশন সংলগ্ন উঁচু গাছের মোটা ডাল থেকে একটি মৃতদেহ ঝুলতে দেখা যায়। মৃতের নাম অরুণ দাস। তাঁর বাড়ি শিলিগুড়ির বিধাননগর থানা এলাকায়। মৃত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করতে যাতে পুলিশের সমস্যা না হয় তার জন্য নীচেই পড়ে ছিল একটি চিরকুট। তাতে মৃতের নাম, পরিচয় লেখা ছিল। বালুরঘাটে মেয়ের বাড়িতে এসে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পরিবারের দাবি, প্রচুর টাকা ধার নিয়ে জর্জরিত হয়ে পড়েন মৃত অরুণ। সেই কারণেই সম্ভবত আত্মহত্যা করেছেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে হকারের কাজ করতেন। মূলত মুড়ি, চিঁড়ে, খই, নিমকি, খুরমা তৈরি করে সাইকেলে ফেরি করতেন তিনি। কিন্তু ব্যবসায় হঠাৎ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। ফলে ঋণ নিয়ে ব্যবসার কাজে লাগাতে হয়েছিল। সেই ঋণের বোঝা টানতে হিমসিম খাচ্ছিলেন অরুণ। তাই কিছু অর্থসাহায্যের আশায় সস্ত্রীক ১১ দিন আগে বালুরঘাটের ঢাকা কলোনি এলাকায় মেয়ে শম্পা দাসের বাড়িতে তিনি আসেন। আগেও তিনি তাঁর জামাই মিলন দেবনাথের কাছে ব্যবসার কাজে ৫০ হাজার টাকা নিয়েছিলেন বলে পরিবার জানিয়েছে। এবারও কিছু টাকা সাহায্য তিনি চান। জামাই আশ্বাস দিয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু এরমধ্যে অরুণ এমন সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন বলে তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি দাস জানিয়েছেন।

এদিকে, প্রতিবেশীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে হতবাক শিলিগুড়ির বিধাননগরের মানুষ। এমনকি, বড় গাছে চড়ে ঝুলে যাওয়ার ঘটনা শুনেও অবাক অরুণের পরিচিতরা। কারণ দিনেদুপুরে এমন কাণ্ড ঘটলে মানুষের চোখে পড়ত। তাই মনে করা হচ্ছে, রাতের অন্ধকারে এই ঘটনা ঘটেছে।

মৃতের স্ত্রী অঞ্জলি বলেন, 'সোমবার মেয়ের বাড়ি থেকে তিনি প্রাতর্ভ্রমণের নাম করে বেরিয়ে যান। দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি। ঋণের বোঝা ক্রমশ বাড়ছিল। জামাই এর আগেও টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে। কিন্তু তাও শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার জামাই টাকার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেয়। কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধরে রাখতে পারেননি। তাই হয়তো আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন।'

এদিন ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। বালুরঘাট সদর ডিএসপি বিক্রম প্রসাদ জানান, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

দুর্ঘটনায় জখম

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ অক্টোবর : ট্রেনের ধাক্কায় এক মহিলা গুরুতর আহত হলেন। মঙ্গলবার হরিশ্চন্দ্রপুরের বারোদুয়ারি রেলগেটের কাছে ঘটনাটি ঘটে। রমিশার বিবি নামে মানসিক ভারসাম্যহীন ওই মহিলা হরিশ্চন্দ্রপুরের সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মিশরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। দুর্ঘটনার পর তাঁকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে চাঁচল মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।

ছটের প্রস্তুতি

বুনিয়াদপুর, ২১ অক্টোবর : ছটপুজো নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে বুনিয়াদপুর পুরসভা। টাঙন নদীর ধারে বুনিয়াদপুর ৬ নম্বর ওয়ার্ড ল্যাংড়া ঘাট ও বুনিয়াদপুর ডাকবাংলো সংলগ্ন ঘাটে এবারে ছটপুজোর ঘাট তৈরি করা হবে বলে পুর প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে ঘাট পরিষ্কারের কাজে হাত লাগানো হবে। প্রতিটি ঘাটে পর্যাপ্ত আলো, ওয়াশরুম, পানীয় জল, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর সহ প্রশাসনিক নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পোড়া পাটের বান্ডিলের উপর বসে গুদামের মালিক মোহাম্মদ সেলিম। -সংবাদচিত্র

বাজির আগুনে ভস্মীভূত দুই বাড়ি

পাটের গুদাম ক্ষতিগ্রস্ত রতুয়ায়

হরিশ্চন্দ্রপুর ও রতুয়া, ২১ অক্টোবর : সোমবার রাতে এলাকার একদল ছেলে কালীপুজো উপলক্ষ্যে রাস্তার ওপরে বাজি ফাটাচ্ছিল। ওই সময় বাজি থেকে আগুনের ফুলকি ছিটকে পাশে অবিনাশ দাস নামে এক ব্যক্তির বাড়ির টালির ছাদে গিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে যায়। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মুকুন্দপুর গ্রামের ঘটনা।

বাতাসের জেরে আগুন দ্রুত চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। অবিনাশের বাড়ির পাশেই থাকেন তাঁর ভাই চিত্ত দাস। আগুন তাঁর বাড়িতেও ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর তাঁদের চিৎকারে স্থানীয়রা আগুন নেভাতে এগিয়ে এলেও কোনও কাজ হয়নি। গ্রামবাসীরা খবর দেন তুলসীহাটা দমকল অফিসে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে ২ ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু ততক্ষণে বাড়িতে থাকা আসবাবপত্র, খাওয়ার সামগ্রী, কাপড় সহ সবকিছু ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

অবিনাশ বলেন, 'বাড়ির পাশে বাজি পোড়ানো হচ্ছিল। সেখান থেকেই আগুন লেগে আমার এবং ভাইয়ের বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে গেল। আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছি। এখন পরিবার নিয়ে খোলা আকাশের নীচে থাকতে হবে।'

> বাড়ির পাশে বাজি পোড়ানো হচ্ছিল। সেখান থেকেই আগুন লেগে আমার এবং ভাইয়ের বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে গেল। আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছি। এখন পরিবার নিয়ে খোলা আকাশের নীচে থাকতে হবে।
>
> **অবিনাশ দাস**
> *ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি*

মঙ্গলবার সকাল থেকে ওই দুই পরিবার খোলা আকাশের নীচে রয়েছে।

এই বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডলের কথায়, 'এটি খুব দুঃখজনক ঘটনা। ওই দুই পরিবারকে প্রশাসনের তরফে সব সাহায্য করা হবে।'

স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য রবিউল ইসলাম বললেন, 'ঘটনাটি সত্যিই খুব মর্মান্তিক। তবে ওই পরিবার দুটির যাতে কোনও অসুবিধা না হয় আমরা সেদিকটা দেখব।'

অন্যদিকে, মঙ্গলবার দুপুরে রতুয়া-১ ব্লকের বালুপুর হাট সংলগ্ন এলাকায় এক পাট ব্যবসায়ীর গোডাউনে হঠাৎ আগুন লাগে। আগুন লাগার ঘটনাটি স্থানীয়দের নজরে আসতেই তাঁরা সাবমার্সিবল পাম্প চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন।

তবে গোডাউনে থাকা বেশিরভাগ পাট পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এরপর রতুয়া থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে।

গোডাউন মালিক মোহাম্মদ সেলিম বলেন, 'এদিন দুপুরে কেউ বা কারা আমার পাটের গোডাউনে আগুন ধরিয়ে দেয়। স্থানীয়রা তা দেখতে পেয়ে আমাকে খবর দিলে আমি গোডাউনে চলে আসি। স্থানীয়রা কোনও রকমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে ৭০-৭৫ কুইন্টাল পাট পুড়ে গিয়েছে। আনুমানিক ৬-৭ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। ধারদেনা করে পাট মজুত করেছিলাম। এখন কীভাবে সেই ঋণ শোধ করব বুঝতে পারছি না। সরকারি সহযোগিতা পেলে ভালো হত।'

পান্ডুয়ায় ব্রাউন সুগার উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৬ জন

গাজোল, ২১ অক্টোবর : এবার কি তাহলে কালিয়াচক ছেড়ে তুলনামূলকভাবে শান্ত এলাকা বলে পরিচিত গাজোলে ঘাঁটি গাড়তে শুরু করছে মাদক কারবারিরা? পান্ডুয়ার গোসানিবাগে ১ কেজি ৭০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার পুলিশ উদ্ধার করায় এই সন্দেহ উঁকি মারছে। এতদিন মূলত ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে নাকা তল্লাশিতে ব্রাউন সুগার, গাঁজা, কাফ সিরাপের মতো মাদকদ্রব্য উদ্ধার হত। এবার গাজোল থানা এলাকায় ওই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ৬ জন। যদিও ধৃতদের মধ্যে ৪ জনই কালিয়াচক থানা এলাকার বাসিন্দা। বাকি ২ জন গাজোলের।

গাজোল-যোগ

- জাতীয় সড়কে মিললেও এই প্রথম গাজোলে কারও বাড়িতে মাদক মিলল
- যদিও ওই ব্রাউন সুগার কালিয়াচক থেকে আনা হয়েছিল বলে অনুমান
- গ্রেপ্তার ৬ জনের মধ্যে ৪ জনই কালিয়াচক থানা এলাকার
- ফলে মাদক কারবারে কালিয়াচক-গাজোলের যোগের আভাস মিলছে

পান্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোসানিবাগ গ্রামে সোমবার ফুলচাঁদ মণ্ডল নামে স্থানীয় এক বাসিন্দার বাড়ি থেকে পুলিশ ১ কেজি ৭০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। যার বাজারদর প্রায় দেড় কোটি টাকা। এর আগে যতবার ব্রাউন সুগার কারবারিদের ধরা হয়েছে, দেখা গিয়েছে বেশিরভাগ দুষ্কর্ম কালিয়াচক থানা এলাকায় হয়েছে। মূলত ওই এলাকা থেকে পাচার করা হয় ব্রাউন সুগার। গাজোলে জাতীয় সড়কে তল্লাশি চালিয়ে এর আগে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হলেও এই প্রথম এলাকার কোনও বাসিন্দার বাড়ি থেকে মাদক উদ্ধার হল।

স্বাভাবিকভাবে ঘুম উড়েছে পুলিশের। এতে এলাকাতেও উদ্বেগ ছড়িয়েছে। যে ছয়জন গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কালিয়াচক থানার গঙ্গানারায়ণপুরের বাসিন্দা সঞ্জয় মণ্ডল ও প্রশান্ত মণ্ডল, রামনগর গ্রামের পাণ্ডব মণ্ডল এবং পবন মণ্ডল আছেন। এছাড়া গ্রেপ্তার করা হয় গাজোল থানার গোসানিবাগ গ্রামের ফুলচাঁদ মণ্ডল ও দিলীপ মণ্ডলকে।

মঙ্গলবার আদালত তদন্তের প্রয়োজনে ধৃতদের ১২ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, কালিয়াচক থানা এলাকা থেকে মাদকদ্রব্যগুলি পান্ডুয়াতে এনে রাখা হয়েছিল। এরপর বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হত সেগুলি।

শিক্ষায় '১২ মাসে তেরো পার্বণ' মালদায়

লক্ষ্য স্কুলছুটদের ফেরানো

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২১ অক্টোবর : বাঙালির 'বারো মাসে তেরো পার্বণে'র এক পার্বণ কালীপুজো শেষ। পুজো শেষ হলেও প্রতিমা বা মণ্ডপ দর্শন চলছে। এই আবহে '১২ মাসে তেরো পার্বণ' কর্মসূচি গ্রহণ করল মালদার শিক্ষা দপ্তর। লক্ষ্য স্কুলছুটদের স্কুলমুখী করে তোলা। ওই লক্ষ্যেই ভাঙনপ্রবণ, বিড়ি শ্রমিকদের মহল্লা ও যৌনপল্লির মতো এলাকাগুলিতে নভেম্বরে শুরু হচ্ছে বিশেষ অভিযান। শিশু-কিশোরদের শুধু স্কুলে ফিরিয়ে আনা নয়, মেডিটেশন, স্বাস্থ্য শিবির, রক্তদান শিবির, সায়েন্স কংগ্রেসও চলবে এলাকা ধরে ধরে। মালদার স্কুল পরিদর্শক (ডিআই) বাণীব্রত দাস বলছেন, 'কর্মসূচিগুলির মধ্যে রয়েছে মালদার যৌনপল্লি হংসগিরি লেনের পরিচয়হীন শিশুদের আরও বেশি করে স্কুলমুখী করা। শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ওই এলাকার এমনই ১২ জন শিশুকে ইতিমধ্যে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। এবার ওখানে গিয়ে সেখানকার খুদেদের প্রতি সপ্তাহে একদিন করে পড়াবেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এই প্রচেষ্টা চলবে সারাবছর ধরে। ১২ মাসে তেরো পার্বণের প্রথম কর্মসূচি ১০ নভেম্বরের পর শুরু হচ্ছে যৌনপল্লিতে।'

স্কুল পড়ুয়ার সংখ্যা বৃদ্ধিতে নতুন উদ্যোগ নিল মালদার শিক্ষা দপ্তর। ভাঙনপ্রবণ এলাকা থেকে যৌনপল্লি, বিভিন্ন জায়গায় এবার থেকে পৌঁছাবেন শিক্ষকদের পাশাপাশি শিক্ষা আধিকারিকরা। কী কারণে কয়েকটি এলাকায় স্কুলছুট বাড়ছে, তা যেমন খতিয়ে দেখা হবে, তেমনই তাদের স্কুলমুখী করতে উদ্যোগ নেওয়া হবে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, মোথাবাড়ির হামিদপুর চরে সম্প্রতি একটি সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, সেখানে স্কুলছুটের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। কারণ, বিড়ি শ্রমিক পরিবারগুলির মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ কম। মানিকচকের গদাইচরে কার্যত একই ছবি। এই দুই ভাঙনপ্রবণ এলাকায় স্কুলছুটদের স্কুলমুখী করতে শিক্ষকদেরকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাবেন শিক্ষাকর্তারা। পড়ুয়াদের স্কুলে আসতে সমস্যাটা কোথায়, তা খুঁজে বের করা হবে। উল্লেখ্য, গদাইচরে রয়েছে একমাত্র ঘারিয়াটোলা প্রাইমারি স্কুল। হাইস্কুলে পড়তে এখানকার ছেলেমেয়েদের যেতে হয় ঝাড়খণ্ডে।

ঘারিয়াটোলা প্রাইমারি স্কুল, গদাইচর।

> সন্ধ্যার পর মাটির বাঁধ ভেঙে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে জল ঢুকে যায়। রাতে গ্রামের সবাই অনেকটা দূরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নেয়। পাকা বাঁধের দাবি অনেক বছর ধরে করা হচ্ছে। কিন্তু কেউ শুনলই না।
>
> **- তারারানি বিশ্বাস**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

পুরাতন মালদার আদিনা সার্কেলের থুকরাবাড়ি হাইস্কুলের আট পড়ুয়া এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। ওই পড়ুয়াদের প্রস্তুতির জন্য মালদার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে চুক্তি করেছে শিক্ষা দপ্তর। পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাহায্য করবেন রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষকরা। এছাড়াও শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ১৪ নভেম্বর যা হবে মালদা শহরের বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির ও বার্লো বালিকা বিদ্যালয়ে। চাঁচল মহকুমার ক্ষেত্রে এই আসর বসছে সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুলে। পাশাপাশি, প্রত্যেক মাসে একটি করে স্কুলে যোগ, মেডিটেশন ক্যাম্প করা হবে। ডিআইয়ের বক্তব্য, 'পড়ুয়াদের শরীর ও মনের ভারসাম্য আনতে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমন কর্মশালা সামগ্রিক সুস্থতা বৃদ্ধির সঙ্গে ইতিবাচক জীবনধারাকে উৎসাহিত করে। বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত কমিটি তেরো পার্বণ কর্মসূচি পরিচালনা করবেন।' এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বার্লো বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দীপশ্রী মজুমদার বলছেন, 'সারাবছর ধরে এ ধরনের কর্মসূচি পড়ুয়াদের যেমন শারীরিক ও মানসিকভাবে পুষ্ট করবে, তেমনি স্কুলছুটদের স্কুলমুখী করা সম্ভব হবে।'

শিকারের অপেক্ষায়।। আলিপুরদুয়ারের চারমাইলে ছবিটি তুলেছেন অরূপ সরকার।।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য

সামসী, ২১ অক্টোবর : সোমবার এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে চাঁচল-১ ব্লকের অলিহন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের খুড়িয়াল গ্রামে তিনটি পরিবারের বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। চাঁচল-১ ব্লক প্রশাসন ও জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন মিলে মঙ্গলবার ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণসামগ্রী ও আর্থিক সহায়তা করলেন। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত জহুরা বেওয়া বলেন, 'হঠাৎ রান্নাঘর থেকে আগুন লেগে যায়। আমরা কোনওরকমে প্রাণে বেঁচেছি। ভিক্ষা করে খাই, এখন কোথায় থাকব বুঝতে পারছি না। ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হলে খুবই ভালো হয়।' জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বললেন, 'প্রশাসন ও আমরা সবাই মিলে পরিবারগুলির পাশে আছি।' প্রয়োজনে বিডিওকে বলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পাকা ঘরের ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

এদিনের সাহায্য কর্মসূচিতে চাঁচল-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি জাকির হোসেন, অলিহন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি আফসার আলি, চাঁচল-১ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও মইদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

'অশুভ শক্তি'র বিনাশের প্রার্থনায় গাই পাহুর উৎসব

হরষিত সিংহ

মালদা, ২১ অক্টোবর : চল্লিশ বছরের ব্যক্তির সঙ্গে লাঠি লেখছেন সদ্য কলেজ পাশ তরুণ। তাঁদের নিখুঁত লাঠি ঘোরানো অবাক করছে গোল করে ঘিরে থাকা দর্শকদের। আগ্রহী অনেকেই একে একে এসে লাঠি নিয়ে দেখাচ্ছেন কারসাজি। হবিবপুর ব্লকের ঋষিপুরে অনন্তপুর ঘোষপাড়ার যাদব সম্প্রদায় তাদের রীতি মেনে কালীপুজোর পরের দিন এভাবেই লাঠিখেলায় অংগ্রহণ করে থাকেন।

ঘোষপাড়ায় যাদব সম্প্রদায়ের প্রচুর মানুষ বসবাস করেন। প্রতিবছর কালীপুজো উপলক্ষ্যে গাই পাহুর উৎসবের অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকেন তাঁরা। রীতি রয়েছে গবাদিপশুর মাধ্যমে শুয়োরছানা বধ, লাঠিখেলা এই রীতিরই অঙ্গ। কথিত আছে, এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যাদব সম্প্রদায় অশুভ শক্তির বিনাশ করে থাকে। কালীপুজোয় সকলেই একত্রিত হয়ে পালন করেন নিজেদের উৎসব। সম্প্রদায়ের প্রবীণ ব্যক্তি উজ্জ্বল ঘোষের কথায়, 'শ্রীকৃষ্ণ এই গাই পাহুর করেছিলেন অশুভ শক্তির বিনাশের জন্য। তখন থেকেই রীতি চলে আসছে যাদব সম্প্রদায়ের মধ্যে। গাই পাহুরের সঙ্গে আজ লাঠিখেলা বিশেষ জায়গা পেয়েছে।'

হবিবপুরের অনন্তপুর ঘোষপাড়ায় লাঠি খেলায় অংশগ্রহণ স্থানীয়দের। -সংবাদচিত্র

> শ্রীকৃষ্ণ এই গাই পাহুর করেছিলেন অশুভ শক্তির বিনাশের জন্য। তখন থেকেই রীতি চলে আসছে যাদব সম্প্রদায়ের মধ্যে।
>
> **উজ্জ্বল ঘোষ**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

প্রতিবছর অনন্তপুর ঘোষপাড়া গ্রামের পাশে শ্মশানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে যাদব সম্প্রদায়। বর্তমানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আধুনিক বাজনার বন্দোবস্ত করছে তারা। সেই বাজনার তালে 'অশুভ শক্তির বিনাশ' করতে গোরু-মহিষ দিয়ে শুয়োর বধ করা হয়। যদিও বর্তমানে বিষয়টি বিতর্কিত। তবে পূর্বপুরুষের এই রীতি আজও বিরাজমান এই অঞ্চলে। সদ্য কলেজ পাশ যাদব সম্প্রদায়ের এক তরুণ অনীক ঘোষ বলেন, 'জানি না কতদিন ধরে এই রীতি পালন হয়ে আসছে। তবে পূর্বপুরুষদের মুখে শুনেছি এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অশুভ শক্তির বিনাশ করা হয়।'

সেরা পুজোকে পুর সম্মান

বুনিয়াদপুর, ২১ অক্টোবর : বুনিয়াদপুর পুরসভার তরফে সেরা কালীপুজো সম্মান ২০২৫ ঘোষণা করা হয়েছে। পুরসভার ১৪টি ওয়ার্ডের পুজোগুলির মধ্যে সেরা ৩টি পুজোকে এই সম্মান দেওয়া হবে। পুর প্রশাসক কমল সরকার জানিয়েছেন, কালীপুজো, প্যান্ডেল, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, সৌন্দর্য, পরিবেশ, সচেতনতা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সামাজিক বার্তা এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা বিচার করে এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

পুর প্রশাসনের তরফে এজন্য একটি পাঁচজনের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে পুজোর সেরা ৩টি পুজো বাছবেন। মঙ্গলবার থেকে টাঙন নদীতে প্রতিমা নিরঞ্জন শুরু হয়েছে। শুক্রবার পর্যন্ত তা চলবে। শেষ দিন নদীঘাটে বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হবে।

খড়দায় আগুন

সোমবার গভীর রাতে খড়দার ঈশ্বরীপুরে একটি রঙের কারখানায় মজুত রাসায়নিকে আগুন লেগে যায়। দমকলের ২০টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

শ্লীলতাহানি

এক মহিলার শ্লীলতাহানিকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে ভাঙড়ের হাটগাছা এলাকায় উত্তেজনা ছড়াল। পুলিশ ও তৃণমূল নেতাকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ।

শিশু খুন

সোনারপুরে ৪ বছরের শিশুকন্যাকে খুনের ঘটনায় ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। শ্বাসরোধ করে খুন করেছে অভিযুক্ত দাদু। ধৃতকে আদালতে তোলা হলে হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

গয়না চুরি

পূর্ব বর্ধমানের রসুলপুরে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ২৫০ বছরের পুরোনো কালীপুজোয় ১০ লক্ষ টাকার গয়না চুরির অভিযোগ উঠেছে। ধৃত তরুণ ওই বাড়ির বিশেষ অতিথি। তাই মন খারাপ পরিবারের।

আবার এসো মা... বিসর্জনে মানুষের ঢল। মঙ্গলবার নদিয়ায়।-পিটিআই

সংখ্যালঘু ভোট ভাগের নয়া ছক পদ্ম নেতৃত্বের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : শুধু হিন্দু ভোটের ওপর নির্ভর করে রাজ্যের ক্ষমতা দখল সম্ভব নয়। সেটা বুঝেই রাষ্ট্রবাদী মুসলিমদের কাছে টেনে সংখ্যালঘু ভোটের বিভাজন চান শুভেন্দু। সেই সূত্রেই শুভেন্দু মনে করাচ্ছেন রাজ্যের ক্ষমতা দখলের পাশা খেলায় তাঁরই প্রাক্তনী মুকুল রায়কে। যদিও সেইসময় মুকুলের সেই কৌশলকে গ্রহণ করেননি বাংলা জয়ে মোদির সেনাপতি এই অমিত শা-ই। ফলে শুভেন্দুর কৌশলের ভবিষ্যৎ এবং সাফল্য নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ে রয়েছে রাজ্য বিজেপি।

ধর্মীয় মেরুকরণের মাধ্যমে হিন্দু ভোট একজোট করে বাংলা দখলের লক্ষ্য বিজেপির। কিন্তু রামনবমী থেকে দুর্গাপুজো পর্যন্ত রাজ্যে ধর্মীয় মেরকরণের লক্ষ্যে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ চেহারাকে ভোটের বাক্সে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে এমনটা এখনই নিশ্চিত করে বলতে পারছে না বিজেপি, আরএসএস।

রাজ্যে বিজেপির সবচেয়ে বড় নির্বাচনি সাফল্য ২০১৯-এর লোকসভা ভোট ও ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে। রাজ্যের ২৯৪টি আসনে সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটের জনবিন্যাসের বিশেষ চরিত্রের হিসেব কষে মুকুল রায় শা-কে বলেছিলেন, প্রায় ১২০টির মতো মুসলিম প্রভাবিত আসন ও প্রায় ২৮ শতাংশ (বর্তমানে যা প্রায় ৩২ থেকে ৩৪ শতাংশ) মুসলিম ভোটকে একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কখনও হারানো যাবে না। মুসলিমরা বিজেপিকে ভোট দেবে না, এটা নিশ্চিত হলেও প্রকাশ্যে মুসলিমদের প্রতি অকারণ আক্রমণাত্মক না হয়ে কৌশলে শিক্ষিত মুসলিম সমাজের একাংশকে তৃণমূল থেকে সরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু উগ্র হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডা রক্ষা করতে আরএসএস সেদিন মুকুল রায়ের সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেয়। এবার মেরুকরণের ভোটে বাংলা দখলে মরিয়া আরএসএস রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখ শুভেন্দু অধিকারীকে হিন্দুত্বের পোস্টার বয় করে মাঠে নামিয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, মুকুল রায় শার মাধ্যমে আরএসএস -কে বোঝাতে চেয়েছিলেন বাংলা আর উত্তরপ্রদেশ এক নয়। এখানে উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি মানেই ৩২ শতাংশ মুসলিম ভোটকে 'ব্লক ভোট'-এ ঠেলে দিয়ে মমতাকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া। পরিসংখ্যানও বলছে, ২০২১-এ অসংরক্ষিত ২০৬টি আসনের মধ্যে ১৬৮টিতে জয়ী তৃণমূল। এসসিএসটি মোট ৮৪টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৪৫ ও বিজেপি ৩৯। মহিলা ভোটের অঙ্কে তৃণমূল ৩৩ শতাংশ ও বিজেপি ৭। ২০২১-এ ১২০টি মুসলিম প্রভাবিত আসনের মধ্যে তৃণলূল জয়ী ১১৩টি-তে। ৭৭টি আসনের মধ্যে ২২টি আসন জিতেছে ৫ হাজার বা তার কম ভোটের ব্যবধানে। রাষ্ট্রবাদী মুসলিমদের পাশে টানার বার্তা সেই কারণেই।

আরেক খুনে সঞ্জয়-যোগ

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আলমারিতে বছর দশেকের এক নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার নিয়ে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আলিপুর চত্বরে। নাবালিকাটি যে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত সঞ্জয় রায়ের ভাগ্নি ছিল, এবার তার প্রমাণ মিলল।

মঙ্গলবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মৃতার বাবা ভোলা সিংহ ও সৎ মা পূজা রায়কে থানায় নিয়ে গেল পুলিশ। প্রাক্তন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয়ের বড়দি ববিতা রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ভোলার। তাঁদের সন্তান ছিল ওই নাবালিকা। বছরখানেক আগে ববিতা মারা গেলে ভোলা তাঁর শ্যালিকা সঞ্জয়ের ছোড়দি পূজাকে বিয়ে করেন।

সোমবার রাতের ঘটনায় তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। তারা জানিয়েছে, মৃতার দেহের ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে আত্মহত্যার আভাস মিলেছে। আলমারিতে একটি হ্যাঙারে আংশিকভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় তার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তার সৎ মা পূজা পেশায় কলকাতা পুলিশের কর্মী। ভোলা নিরাপত্তা সংস্থায় কাজের সূত্রে প্রায়শই বাইরে থাকেন।

নাবালিকার রহস্যমৃত্যু ঘিরে প্রতিবেশীদের দাবি, ভোলা তাঁর বৃদ্ধা মা সহ কন্যা ও দ্বিতীয় স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিগ্রহ করতেন।

পরিবারটিকে পাড়াছাড়া করতে ইতিমধ্যেই সই সংগ্রহে নেমে পড়েছেন স্থানীয়দের একাংশ। মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ মৃতার বাড়িতে গেলে এলাকাবাসী ভোলা ও পূজাকে ঘিরে ধরেন। পুলিশের সামনেই তাঁদের মারধর করা হয়। প্রতিবেশীদের দাবি, নাবালিকাকে নিজেদের স্বার্থে খুন করেছেন দম্পতি। তাঁদের আক্রমণের মুখে পড়ে পূজা দাবি করেছেন, সৎ মেয়েকে খুন করা হয়নি। একই দাবি করেছেন ভোলাও। তবে আত্মহত্যা না খুন, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সুদীপ্তা প্রার্থী, তৃণমূলে জল্পনা

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : এবার কালীপুজোয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেল তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক স্মিতা বক্সীর বৌমা টিভি সিরিয়ালের অভিনেত্রী সুদীপ্তা বক্সীকে। এরপরই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জোড়াসাঁকো আসনে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে সুদীপ্তার নাম রাজনৈতিক মহলে ভেসে উঠছে। সুদীপ্তার স্বামী সৌম্য বক্সী যুব তৃণমূল নেতা।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সৌম্যকে যথেষ্ট পছন্দও করেন। ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত জোড়াসাঁকো কেন্দ্রে বিধায়ক ছিলেন স্মিতা বক্সী। তার আগে এই কেন্দ্র থেকেই বিধায়ক হয়েছিলেন তাঁর স্বামী সঞ্জয় বক্সী।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল যে একঝাঁক নতুন মুখকে প্রার্থী করবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। টলিউডের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের বিধানসভায় পাঠানো হতে পারে বলে তৃণমূল সূত্রে জল্পনা। গত বিধানসভা নির্বাচনেও টলিউডের একঝাঁক মুখকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। এবারও যে তার ব্যতিক্রম হবে না, তা মনে করছেন দলের শীর্ষনেতারাই।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, সুদীপ্তার সঙ্গে যেভাবে কালীপুজোর রাতে মমতা ও অভিষেক একান্তে কথা বলেছেন, তাতে তাঁর প্রার্থী হওয়ার জল্পনা আরও বেড়েছে।

বাজিতে মাত্রাছাড়া দূষণ

হাঁসফাঁস দশা কলকাতার, পুলিশ নীরব দর্শক

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। কড়া নির্দেশিকার পরেও কালীপুজো ও দীপাবলির চিত্র তেমনটাই প্রমাণ করল। কলকাতা, তৎসংলগ্ন জেলা, আবাসন এলাকাগুলিতে যেভাবে শব্দবাজির তাণ্ডব হয়েছে তাতে প্রশাসন ব্যর্থ বলেই দাবি করছেন পরিবেশবিদ ও আমজনতা। শব্দবাজি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের নির্দেশিকা ও নজরদারির পরেও ঠেকানো যায়নি শব্দদানব ও দূষণ বিভীষিকাকে। কালীপুজোর দিন কয়েক আগে পুলিশি ধরপাকড় ও অভিযান চালানোর পরেও বিধিনিষেধকে বুড়ো আঙুল দেখালেন একাংশ। লালবাজারের অনতি দূরেও দেদার ফাটানো হয়েছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি। পাড়ার মোড়ে মোড়ে কালীপটকা, চকলেট বোমা, তুবড়ির শব্দ ও দূষণ গ্রাস করেছে অবলা প্রাণী ও অসুস্থ মানুষকে। যার জেরে রাজ্যের বাতাসের গুণমান সূচক বা একিউআই তলানিতে ঠেকেছে। যদিও কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা দাবি করেছেন, অন্য শহরগুলির তুলনায় কলকাতার দূষণের মাত্রা অনেকটাই কম ছিল। গত বছরের তুলনায় এবছর কলকাতার পরিস্থিতি অনেক ভালো। তবে রিপোর্ট তা বলছে না। পরিবেশবিদরাও মনে করছেন, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে।

একনজরে

- ভিক্টোরিয়া, পদ্মপুকুর, বেলুড়মঠ, যাদবপুর, হলদিয়ায় একিউআই ২০০-এর বেশি
- ফোর্ট উইলিয়াম, বালিগঞ্জ, রবীন্দ্রসরণি, বিধাননগরে একিউআই ১০০-এর গণ্ডি ছাড়ায়
- নিউমোনিয়া, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিসের মাত্রা বাড়তে পারে বলে মত চিকিৎসকদের

কলকাতা পুলিশের নির্দেশ ছিল, সোমবার রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত সবুজ বাজি ছাড়া অন্য কোনও বাজি পোড়ানো যাবে না। তবে নিয়ম যে শুধু খাতায়কলমে তা কালীপুজোর দু-তিন দিন আগে থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। রাত ১২টার পরেও তুবড়ি, চড়কি, চকলেট ফাটিয়ে জয়োল্লাস চলেছে। রাত ১২টার পর কলকাতার বাতাসের গুণমান সূচক অনুযায়ী বালিগঞ্জ, বিধাননগরের মতো এলাকা দিল্লিকেও টেক্কা দিয়ে ফেলেছিল।

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে জমা পড়েছে ৫০টিরও বেশি অভিযোগ। পুলিশের তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৮৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত বলেন, 'বাধ্য হয়ে আমাকে দীপাবলির রাতে হাওড়া ছাড়তে হয়েছে। একিউআই ৫০০-রও বেশি ছিল। এটা প্রশাসনিক ব্যর্থতা ছাড়া আর কী?'

মঙ্গলবারও সেই চিত্র বদলায়নি। সোমবার রাত ১২টাতেই বাতাসের গুণমান সূচক বা একিউআই ভিক্টোরিয়া, বিধাননগর, বালিগঞ্জ, যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী এলাকায় ছিল ১৫০ থেকে ২৫০-এর মধ্যে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রক বোর্ডের মাপকাঠি অনুযায়ী, বাতাসের একিআই ০-৫০-এর মধ্যে থাকলে তা ভালো। ৫১-১০০ আশঙ্কাজনক, ১০১-২০০-এর মধ্যে মাঝারি, ২০১-৩০০ হলে খারাপ, ৩০১-৪০০ খুব খারাপ, ৪০১-৪৫০ হলে ভয়াবহ। মঙ্গলবার বাতাসের একিউআই ১০০-এর গণ্ডি পেরিয়েছিল। ভিক্টোরিয়া, হাওড়ার ঘুসুরি, পদ্মপুকুর, বেলুড়মঠ, যাদবপুর, হলদিয়া, আসানসোল এলাকায় বাতাসের একিউআই ২০০-এর গণ্ডি ছাড়ায়। এছাড়াও বোটানিকাল গার্ডেন, দাশনগর, ফোর্টউইলিয়াম বালিগঞ্জ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, রবীন্দ্রসরণি, বিধাননগর, ব্যারাকপুর, দুর্গাপুর ১০০-এর গণ্ডি ছাড়ায়। বাতাসে অতিসূক্ষ্ম কণা অর্থাৎ পিএম ২.৫ প্রতি ঘনমিটারে ৬০ মাইক্রোগ্রাম থাকার কথা। সূক্ষ্ম কণা অর্থাৎ পিএম ১০ প্রতি ঘনমিটারে ১০০ মাইক্রোগ্রাম থাকার কথা। সেই মাত্রাও ছাড়ায়।

বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞ সোমনাথ ভট্টাচার্যের মতে, 'দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে শ্বাসনালির সঙ্কোচন ও প্রসারণের সমস্যা বাড়বে। নিউমোনিয়া, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিসের মাত্রা বাড়তে পারে।' ওয়াকিবহাল মহলের মতে, প্রতি বছর আদালতে মামলা হয়। রাজ্য সরকার বেআইনি বাজি কারখানা চিহ্নিত, শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশিকা দিলেও তা লঙ্ঘিত হয়। অথচ কড়া ব্যবস্থার বালাই নেই।

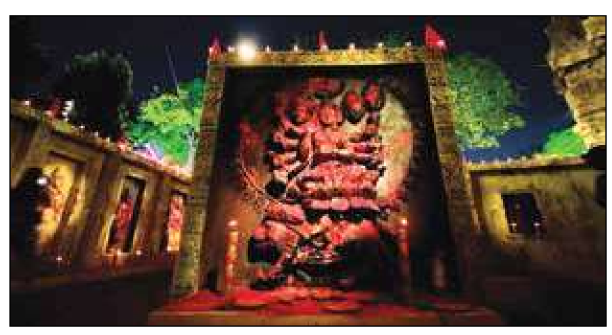

মঙ্গল করো... গড়িয়ায় আদি শ্মশানে মা কালী।

অনলাইনে রুচি নেই, মন্দিরে ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : এবারের কালীপুজোয় অনলাইন পুজোর দাপট যেভাবে বেড়েছে, তাতে ব্যবসায়ীরা আশঙ্কা করেছিলেন খুব একটা বেচাকেনা হবে না। কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, কঙ্কালীতলা, হংসেশ্বরী সহ কালীমন্দিরগুলির সেবায়েত ও পুরোহিতরা অবশ্য জানতেন, চিরাচরিত প্রথা বদলাবে না কোনওদিনই। যতই মোবাইল মারফত পুজো আসার সংখ্যা বাড়ুক না কেন, প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে মন্ত্রপাঠের কোনও বিকল্প হয় না। মন্দির কমিটিগুলির এই ভবিষ্যদ্বাণীই শেষপর্যন্ত সত্যি হল। মঙ্গলবার মন্দিরগুলিতে ঢুঁ মারতেই বোঝা গেল, গত বছরগুলির তুলনায় এবারে রেকর্ড পরিমাণে জনসমাগম হয়েছে। পুরোহিতরা জানালেন, আঁটোসাঁটো পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেও ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছে তাঁদের।

বীরভূমের কঙ্কালীতলা মন্দিরের পুরোহিত অর্ক চৌধুরী বলেন, 'মন্দিরে সরাসরি আসার সুযোগ যাঁরা পান না, সেই সব হাতে গোনা ভক্তরাই অনলাইনে পুজো দেন। তবে ডিজিটালের রমরমার যুগেও সোমবার রাতে প্রায় ১০ থেকে ২০ হাজার ভক্ত সমাগম হয়েছে।' কালীঘাট মন্দিরের তরফে জানানো হয়েছে, অনলাইনে পুজোর প্রসাদ ও প্রণামি ফুল বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে কালী টেম্পল কমিটির কোনও যোগসূত্র নেই। অর্থাৎ সমাজমাধ্যমে যে অনলাইন পুজোর প্রচার চলছে, তা সবটাই 'ভুয়ো' বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পা রাখতেই দেখা গেল, কাতারে কাতারে ভক্তদের ফুল ও প্রসাদ বিক্রি করতে নাজেহাল হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা জানালেন, অনলাইনে ব্যবসা করা একাধিক সংস্থা এলেও তাঁদের কেনাবেচায় খুব একটা প্রভাব পড়েনি। বরং গত বছরের তুলনায় এবারের ভিড় ১০ শতাংশ বেশি। মুর্শিদাবাদ থেকে আসা অনিতা চৌধুরীর কথায়, '২০ বছর ধরে মায়ের পুজো দিতে আসছি। অনলাইনে এই স্বাদ পাব কীভাবে? আশীর্বাদ কি অনলাইনেই আসবে?'

তারাপীঠ সেবায়েত সমিতির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'কিছু সেবায়েত ব্যক্তিগতভাবে অনলাইনে পুজো করান। তবে মন্দির কমিটি এখনও পর্যন্ত কোনও অনলাইন পুজোর স্বীকৃতি দেয়নি। যত দিন যাচ্ছে ভক্তের সংখ্যাও বাড়ছে।' একই সুরে হংসেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত বসন্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সোমবার রাতে প্রায় ৫-৭ হাজার দর্শনার্থীর ভিড়ে মন্দিরের দরজা সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছিল না। অনলাইনের কোনও ব্যবস্থা না থাকলেও দু-শো বছর ধরে মায়ের রাজবেশ দেখতে এখানে মানুষের ঢল একইভাবে নামে।' নৈহাটির বড়মা-র মন্দিরের তথ্য বলছে, প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ মানুষের জমায়েত হয়েছিল সোমবার। অনলাইনে ভক্তি মিললেও মানুষের ভিড়ে যে কোনও ভাঁটা পড়েনি, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে এই পরিসংখ্যান। বাঁকুড়ার শ্রী শ্রী রাজেশ্বরী মহাকালী পূজার অন্যতম পরিচালক দীপ্তিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'অনলাইনে এবারে ১৫০০টির বেশি পুজোর আবেদন এলেও মন্দিরে প্রায় ১০ হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছে। চিন্ময়ী, জীবন্ত, কুমারী তিন রূপে মা এখানে পূজিত হন। পাঁঠাবলিও হয়। অনলাইন ব্যবস্থা কখনোই পুজোর পরিপূরক হতে পারে না।'

হাসপাতালে নিগৃহীত মহিলা চিকিৎসক

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আরজি কর কাণ্ডের স্মৃতি এখনও দগদগে। এরই মধ্যে মহিলা জুনিয়ার চিকিৎসককে নিগ্রহের অভিযোগ উঠল এক ট্রাফিক হোমগার্ডের বিরুদ্ধে। হাওড়ার উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এমনটাই ঘটেছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত হোমগার্ড সহ ২ জনকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছে চিকিৎসক সংগঠন।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এক সিভিক ভলান্টিয়ার। তার পরই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে উলুবেড়িয়ার হাসপাতালেও মহিলা চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনা নিরাপত্তার প্রশ্নই খাড়া করেছে। জানা গিয়েছে, উলুবেড়িয়ার ট্রাফিক গার্ডের এক হোমগার্ড শেখ বাবুলাল (৩৫) তাঁর এক আত্মীয়কে নিয়ে হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে আসেন। তাঁর সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। ওই বিভাগে কর্মরত ছিলেন নিগৃহীত ওই মহিলা জুনিয়ার চিকিৎসক। অভিযোগ, হোমগার্ডের আত্মীয়াকে পরীক্ষার পর অন্য রোগী দেখছিলেন তিনি। ওই সময় অভিযুক্ত হোমগার্ড পুনরায় তাঁর আত্মীয়কে দেখতে বলেন। তবে চিকিৎসক জানান, অভিযুক্তের আত্মীয়কে এবার অন্য চিকিৎসক দেখবেন। এই নিয়ে বচসা শুরু হলে অভিযুক্ত হোমগার্ড দলবল নিয়ে ডাক্তারের ওপর চড়াও হন এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে হাত মুচকে দেন। ঘাড়ে ঘুসি মারেন। প্রাণে মেরে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। কর্মরত নার্স ও আয়ারা তাঁকে রক্ষা করেন। ওই চিকিৎসক উলুবেড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার নিন্দা জানিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'এই ঘটনা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলার অব্যবস্থা প্রমাণ করে। বর্তমানে রাজ্যের হাসপাতালগুলি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য অসুরক্ষিত হয়ে দাঁড়িয়েছে।' এদিনই কলকাতাতেও বাজি পোড়ানোর অছিলায় এক মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে।

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ সবুজ সাথী, দুপুর ১২.৩০ তুলকালাম, বিকেল ৩.৩০ পরিবার, সন্ধে ৭.০০ বন্ধন, রাত ১০.০০ লে হালুয়া লে

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ দেবী, দুপুর ১.১৫ পাগলু-টু, বিকেল ৪.১৫ অন্যায় অবিচার, সন্ধে ৭.৩০ শুধু তোমার জন্য, রাত ১০.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ শতরূপা, দুপুর ১২.০০ গীত সংগীত, ২.৩০ লোফার, বিকেল ৫.০০ অভিমন্যু, রাত ১১.০০ প্রজাপতি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ তোমাকে চাই

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সংসার সংগ্রাম

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মর্যাদা

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.৪৫ দম লগাকে হইসা, বিকেল ৩.৩২ ডিপার্টমেন্ট, ৫.২৭ ব্যাং ব্যাং, সন্ধে ৭.৫৯ এক ভিলেন, রাত ১০.০০ আগলি অওর পাগলি, ১১.৫৯ মন্ত্র

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৫৪ মোহরা, বিকেল ৪.০০ ছোটে সরকার, সন্ধে ৬.৫০ ইশক, রাত ৯.৫০ করিশমা কালী কা

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫০ স্কাই ফোর্স, দুপুর ২.৩৪ দবং-থ্রি, বিকেল ৪.৪৮ বেবি জন, সন্ধে ৭.৫৫ সিংহম এগেইন, রাত ১০.৫৩ স্যামি-টু

স্কাই ফোর্স বেলা ১১.৫০ জি সিনেমা এইচডি

রেস অফ লাইফ সন্ধে ৬.৫৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

জি বলিউড : বেলা ১১.০২ পেয়ার ঝুকতা নেহি, দুপুর ১.৫৭ সত্যম শিবম সুন্দরম, বিকেল ৫.০৬ কিশন কনহাইয়া, রাত ৮.০০ বোল রাধা বোল, ১১.০৮ হফতা ওসুলি

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৩০ ম্যায় প্রেম কি দিওয়ানি হুঁ, দুপুর ১.১৭ লাডলা, ৪.০০ মক্ষী, সন্ধে ৬.২০ বিগ স্নেক কিং, রাত ৮.০০ করণ অর্জুন

তুলকালাম দুপুর ১২.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

কর্মক্ষেত্রে হেনস্তা, গঙ্গায় ঝাঁপ তরুণীর

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : কর্মক্ষেত্রে হেনস্তার শিকার হয়ে হুগলির চন্দননগরে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন এক তরুণী। মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত চন্দননগরের বৌবাজারের বাসিন্দা মানালি ঘোষের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

এদিন সকালে তিনি চন্দননগর সেন্ট জোসেফ স্কুলের সামনে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। নদীর পারে তাঁর মোবাইল ফোন ও একটি চিঠি পাওয়া যায়। গত কয়েকদিন ধরে কর্মক্ষেত্রে তিনি হেনস্তার শিকার হচ্ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। তিনি চন্দননগরের বাগবাজারে জিটি রোডের ধারে একটি সোনার দোকানে কাজ করতেন। এদিন কাজে যাওয়ার জন্য তিনি বাড়ি থেকে বের হন। কিন্তু সেখানে না গিয়ে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তিনি যে দোকানে কাজ করতেন, সেই দোকানের মালিক ও কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

শখের সাইক্লিংয়ে শেষপর্যন্ত গিনেস রেকর্ড

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : কথায় আছে শখ ছাড়া জীবন নুনহীন তরকারির মতো। কিন্তু বড়জোর আপনি শখে কী করতে পারেন? বাগান করতে পারেন, রান্না করতে পারেন, খুব বেশি হলে লক্ষ টাকা জলাঞ্জলি দিয়ে ঘুরে আসতে পারেন। কিন্তু শখ করে কখনও বকখালি থেকে সান্দাকফু অবধি সাইকেল চালানোর কথা ভাববেন? কিংবা সপরিবারে পুরীর সমুদ্রে ঘুরতে গিয়ে ৫-৬ কিলোমিটার সাঁতরানোর ইচ্ছে হবে? পরিচিত কেউ এইসব করলে তাঁকে নির্ঘাত 'পাগল'ই মনে হবে! কিন্তু এই পাগলামিই যদি গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুলে দেয়, তাহলে ক্ষতি কি?

তমলুকের অভিষেক তুঙ্গর গল্পটাও ঠিক তা-ই। আদ্যোপান্ত অধ্যাপক এক মানুষ পড়ানো থেকে সময় বার করে ৩,৭০০ কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা সাইকেল চালিয়ে অতিক্রম করে ফেললেন মাত্র ২০ দিন ১৭ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে।

বাংলার ছেলের এই বিশ্বসেরা হওয়ার গল্প এখন কমবেশি সবাই জানেন। কিন্তু ১০টা-৫টার রুটিন সামলে জীবন থেকে ৭ ঘণ্টা বার করে কীভাবে শখ পূরণ করেছেন অভিষেক, তা জানেন ক'জন! মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির অধ্যাপক অভিষেকের কথায়, 'যেটুকু সময় পাই, সেটুকু দিয়েই নেশা পূরণ করি। একবছর ধরে লাদাখের রাজধানী লে থেকে অরুণাচলপ্রদেশের কিবিথো পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। তীব্র ঠান্ডা-গরম, চড়াই-উতরাই, পাহাড়ি পথ, গিরিপথ পেরিয়ে শেষপর্যন্ত লক্ষ্যপূরণ করতে যে পেরেছি, এটাই শান্তির। ছাত্রছাত্রীরা ভীষণ খুশি। কলেজ আমার সাফল্যকে নিজের করে নিয়েছে।' দুই চাকায় পা দিয়ে ইতিমধ্যেই ইয়োকসোম থেকে গোয়েচালা ও মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু একদিনে যাওয়া-আসার দ্রুততম রেকর্ড সম্পূর্ণ করেছেন অভিষেক। শুধু তাই নয়, সাঁতার, দৌড়োনো সহ একাধিক অ্যাডভেঞ্চারের ক্ষেত্রেও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে একগুচ্ছ পালক।

বাংলার গর্ব অভিষেক তুঙ্গ।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন কী? হাসতে হাসতে তরুণের উত্তর, 'জানি না। জীবন যেদিকে নিয়ে যাবে, সেদিকেই যাব। লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিজেকে চ্যালেঞ্জ দিই পূরণ করার জন্য। ফলাফলের আশা তো করিনি কখনও!' ঠিক এই মনোভাবের কারণেই অভিষেক নিমেষেই 'কোনি' হয়ে গেলেন। তবে 'ফাইট অভিষেক ফাইট' বলার জন্য পরিবার যে সবসময় তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছে, তা একবাক্যে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। আন্টার্কটিকার হিমবাহ হোক কিংবা হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গ, পৃথিবীর দুর্গম অমসৃণ সব ভূখণ্ডে পৌঁছে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন তিনি। জীবনের মন্ত্র একটাই, 'অ্যাডভেঞ্চার করতে হবে। সেটা যে মাধ্যমেই হোক না কেন!'

দুর্গাপুর কাণ্ড
দুই ধৃতের জবানবন্দি

দুর্গাপুর, ২১ অক্টোবর : দুর্গাপুর কাণ্ডে ধৃত শেখ রিয়াজউদ্দিন ও সফিক শেখের গোপন জবানবন্দি নিল আদালত। মঙ্গলবার তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। বিচারক ৫ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।গত রবিবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ৬ জন ধৃতের জামিন নাকচ করে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। ২২ অক্টোবর হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে তার আগেই হঠাৎ করে এই দু'জনকে কেন আদালতে পেশ করা হল তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এদিন ধৃতদের আইনজীবী পূজা কুর্মি জানিয়েছেন, রিয়াজউদ্দিন ও সফিকের গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে বিএনএস-এর ১৮৩ নং ধারা অনুযায়ী।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫২ সংখ্যা, বুধবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২

শিখণ্ডী এসআইআর

বঙ্গ রাজনীতি এখন এসআইআর-ময়। কানু বিনা গীত নাই-এর মতো এসআইআর বিনা রা নেই রাজনীতিতে। নির্বাচন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত নাম এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন)। বাংলায় তর্জমা করলে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী। ভোটার তালিকার পরিমার্জন, পরিবর্ধনে কয়েক বছর পরপর যা করার বিধি আছে নির্বাচন কমিশনের। সেই বিধি কার্যকর করার ক্ষেত্রে এবার হইহই রইরই চলছে ক্ষমতা দখলের কারবারের জগতে।

প্রথমে বিহারে। প্রতিবাদ, আপত্তির পাশাপাশি যা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমাও হয়েছে। কিন্তু একটি স্বাভাবিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে তো ঠেকানো যায়নি। যাবেও না। বাংলায় খুব শীঘ্র প্রক্রিয়াটি চালু করার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি চলছে। তবে কমিশন যত না বলছে, তার চেয়ে অনেক বেশি এসআইআরের ঢক্কানিনাদ করছে বিজেপি। যেন এই প্রশাসনিক প্রক্রিয়াটিতে তাদের একচেটিয়া এক্তিয়ার। সর্বভারতীয় শাসকদল হওয়ার সুবাদে যেন নির্বাচন কমিশনের প্রক্রিয়াকে বিজেপি নিজের কর্মসূচি মনে করছে।

বিজেপির এই অতিসক্রিয়তায় তৃণমূলও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়ার নিউটনীয় সূত্রের মতো। তৃণমূল পণ করেছে, কোনওভাবেই পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হতে দেওয়া যাবে না। এমন ধনুকভাঙা পণ কেন? সেটাও বিজেপির প্রচারের কারণে। বিজেপি লাগাতার বলে চলেছে, এসআইআর হলে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলিম ও রোহিঙ্গাদের নাম বাদ পড়বে ভোটার তালিকা থেকে। তাহলেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে নাকি তাদের কেল্লা ফতে হবে!

একের পর এক ভোটে বঙ্গে দলের পরাজয়ের নেপথ্যে বিজেপির মতে যত দোষ, সব ভোটার তালিকার। তাতে মৃত, ভুয়ো ও ভিনদেশি ভোটাররা নাকি তৃণমূলকে বছরের পর বছর জিতিয়ে চলেছেন। তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ নিঃসন্দেহে অনেকাংশে সত্য। ভোটার তালিকায় জল মেশানো বামফ্রন্ট জমানাতেও ছিল। তৃণমূল বামেদের ছেঁড়া চটিতে পা গলিয়ে একই পথে চলছে মাত্র।

সেই 'বাড়তি' ভোটারই তৃণমূলের প্রাণভোমরা মনে করে, এসআইআর-এর জাদুকাঠিতে তার প্রাণ কেড়ে নেওয়ার জন্য বিজেপি এত উতলা। গত কয়েকটি নির্বাচনে প্রবল মেরুকরণের হাওয়া বা জাতীয়তাবাদের জিগির তুলেও বাংলায় পদ্মের শিকড় বেশি ছড়ায়নি। কিন্তু এসআইআরে প্রবল বাধার জন্য তৃণমূলের অতি সক্রিয়তায় বিজেপির প্রচারে সিলমোহর পড়ে যাচ্ছে যে, সংখ্যালঘু ভোট ছেঁটে ফেললে বাংলায় কিস্তি মাত শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই সুকান্ত মজুমদারের মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খুল্লম খুল্লা মুসলিমদের হুমকি দিচ্ছেন।

সংখ্যালঘু ভোটে তৃণমূলের প্রায় একচেটিয়া দখলদারি দৃশ্যমান। কিন্তু এসআইআর হলে সেই ভোটারদের রাতারাতি তালিকা থেকে গায়েব করে দেওয়া যাবে- এমন নাও হতে পারে। যাঁর নথিপত্র ও প্রমাণ যথাযথ আছে, তিনি যে ধর্মেরই হোন, তাঁকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার আইনি উপায় নেই। যে নথি বাংলার সংখ্যালঘু ভোটারদের অনেকেরই আছে। তবে সেই আইনি উপায়ের ওপর সর্বভারতীয় শাসকদল হওয়ার সুবাদে বিজেপি খবরদারি করলে আলাদা কথা।

সেখানেই নির্বাচন কমিশনের আসল ভূমিকা। পক্ষপাতশূন্যভাবে এসআইআর সংগঠিত করা এখন কমিশনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। না হলে বিজেপির 'নো এসআইআর, নো ইলেকশন' বনাম তৃণমূলের 'ভোট উইদাউট এসআইআর' তর্জাই প্রধান হয়ে উঠবে। তৃণমূলের এসআইআরের নেপথ্যে এনআরসি'র জুজু দেখানোর কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। তবে দীর্ঘ শাসনজনিত তো বটেই, দুর্নীতি, অসততা, স্বজনপোষণের জন্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ক্ষোভ এখন প্রচণ্ড।

সেই অসন্তোষই তৃণমূলের ঘটি উলটে দিতে পারে যদি মানুষ বিকল্প হিসাবে কোনও দলকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে। গণ্ডগোলটা সেখানেই। যত দুর্নীতিই সামনে আসুক, কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সিগুলির বাগাড়ম্বরই সার। যাতে বিজেপি-তৃণমূলের সেটিং তত্ত্ব জল-হাওয়ায় পুষ্ট হচ্ছে। মেরুকরণে তেমন কাজ হয়নি। শেষপর্যন্ত এসআইআর আঁকড়ে বিজেপির এখন হয় এবার, নাহয় নেভার দশা। বাকিটা এসআইআর নয়, জনগণেশের হাতে!

অমৃতধারা

'এই দেহ ত্যাগ করার পূর্বে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলির বেগ এবং কাম ক্রোধের বেগ সহন করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং এই জগতে তিনিই সুখী হন।' এইজন্য এটা বলার তাৎপর্য হচ্ছে প্রকৃত সুখ অন্বেষণকারী ব্যক্তিকে জড়েন্দ্রিয়জাত সুখের পিছনে ধাবিত না হয়ে আত্মানুভূতি লাভ মার্গে মনোনিবেশ করে প্রকৃত চিন্ময় সুখ বা আনন্দ লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে শাস্ত্র উপদেশ প্রদান করেছেন। আমরা জানি যে, আমাদের শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির ছ'টা বেগ আছে। বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, মনের বেগ, উদরের বেগ, জননেন্দ্রিয়ের বেগ এবং জিহ্বার বেগ- এই ছ'প্রকার বেগ আছে। এইসব বেগ ভগবৎ সেবার মাধ্যমে দমন করতে হবে।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আলোচিত

হামাস বরাবরই খুব হিংস্র। কিন্তু এখন আর ওদের পেছনে ইরানের সমর্থন নেই। এবার ওদের শুধরে যেতে হবে। না শোধরালে ওদের নির্মূল করে দেওয়া হবে। আমি যদি বলি, ইজরায়েল দু'মিনিটের মধ্যে চলে যাবে। কিন্তু আমি এখনও বলিনি। হামাসকে একটু সুযোগ দিতে চাই।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল

দীপাবলি উপলক্ষ্যে সোনপথের এক কারখানায় কর্মচারীদের এক বাক্স করে শনপাপড়ি উপহার দেওয়া হয়েছিল। সেই উপহার নিয়ে কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়ায়। তাঁদের অনেকে কারখানার গেটের সামনে শনপাপড়ির বাক্সগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেন।

আজ

১৯৫৪

আজকের দিনে প্রয়াত হন কবি জীবনানন্দ দাশ।

১৯৩৫

অভিনেতা কাদের খানের জন্ম আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

রঘুনন্দন লিখেছেন, 'কার্তিকেতু দ্বিতীয়ায়াম শুক্লায়াং মাতৃপূজনম্'। এই পূজা করা মানে কিন্তু পুজো নয়, বন্দনা করার কথা বলা হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রকার আরও বলছেন, বোনেরা যদি এই রীতি না মানে তাহলে তারা নাকি আর আগামী সাতজন্মে ভাই পাবে না।

সত্যিই কি যমুনা যমকে ভাইফোঁটা দিয়েছিলেন?

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অন্য নাম যমদ্বিতীয়া। আমাদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয় উঠে আসে মূলত বেদ-পুরাণ প্রভৃতির সূত্র ধরে। সত্যি বলতে, ভাইফোঁটার বিষয়টি দেখলে মনে হয়, এটি একটি আঞ্চলিক উৎসব। কিন্তু ভালো করে দেখলে এর মধ্যেও একটা জটিলতা আছে। ভাইফোঁটার ধারণার পিছনে যে মৌলিক বিষয়, সেটা খুব যে আমাদের মননযোগ্য বা খুব রুচিকর-- তা নয়। বাংলা মন্ত্রে রয়েছে 'যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা'।

যম, আমাদের মৃত্যুর অধিপতি, মৃত্যুর রাজা। আমাদের কথন অনুযায়ী, যমুনা নাকি তাঁর বোন, তাই তিনি ফোঁটা দিয়েছিলেন কার্তিক মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে। পেটপুরে খাওয়াদাওয়াও নাকি করিয়েছিলেন। এটা আমাদের লৌকিক ধারণা, বিশ্বাস। বেদে বলা হয়েছে, যম এবং যমী, দুজনেই যমজ ভাইবোন।

বিবস্বান সূর্যর তিনজন পত্নী ছিলেন। মৎস্যপুরাণের মতে, এই তিনজন হলেন সংজ্ঞা, রাজনী বা রাজ্ঞী এবং প্রভা। মৎস্যপুরাণের এই কথার পুনরুল্লেখ পাওয়া যায় বায়ুপুরাণ, লিঙ্গপুরাণেও। এই সংজ্ঞার পিতা বিশ্বকর্মা। সংজ্ঞার পুত্র মনু। বায়ুপুরাণ মতে, সূর্যের পুত্র যম। যমুনা তাঁর কন্যা। ভাগবত পুরাণে দেখা যায়, যখন বসুদেব কৃষ্ণকে যমুনা পেরিয়ে নিয়ে যাবেন, সেই কথা অসম্ভব সুন্দর কথায় বর্ণনা রয়েছে। আমরা দেখতে পাই, যমুনা বসুদেবের জন্য পথ করে দিয়েছিলেন। এখানেও যমের অনুজা ভগিনী অর্থাৎ যমুনার কথা বলা হয়েছে।

বেদ বলছে, যমী হচ্ছে যমের ছোট বোন। কিন্তু যে যমুনাকে আমরা ফোঁটার মন্ত্রে ঠাঁই দিয়েছি, সে কি শুধুমাত্র শব্দের সাম্যের কারণে!

ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানের মধ্যেও কিন্তু অন্যান্য উৎসবের মতো একটা প্রাচীনতা আছে। রঘুনন্দন, যিনি ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ, তাঁর স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লেখ আছে এই ভাইফোঁটার। অর্থাৎ একটা বিধি চালু ছিল পুরাকাল থেকে। রঘুনন্দন যেসব উদাহরণ দিচ্ছেন সেগুলি বেশ প্রাচীন। তিনি উল্লেখ করছেন লিঙ্গপুরাণের কথা। যদিও লিঙ্গপুরাণ খুব প্রাচীন নয়, তবুও ষোড়শ শতকের ঢের আগে লেখা। রঘুনন্দন লিখেছেন, 'কার্তিকেতু দ্বিতীয়ায়াম শুক্লায়াং মাতৃপূজনম্'। এই পূজা করা মানে কিন্তু পুজো নয়, বন্দনা করার কথা বলা হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রকার আরও বলছেন, বোনেরা যদি এই রীতি না মানে তাহলে তারা নাকি আর আগামী সাতজন্মে ভাই পাবে না। এ যে প্রায় অভিশাপের মতো কথা। অর্থাৎ বিষয়টি প্রচলিত। এবং ভাইবোনের মধ্যে সুসম্পর্কের বিষয়টির কথা অন্তঃসলিলার মতো প্রবাহিত হয়েছে। এই ফোঁটার উৎসব কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে, বোনের বাড়িতেই করতে হবে। এর মাধ্যমে দুই পরিবারের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরির ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, রঘুনন্দন মহাভারতের কথাও উল্লেখ করেছেন, 'কার্তিকে শুক্লাপক্ষাস্য দ্বিতীয়াং যুধিষ্ঠীরং...'। বলা হয়েছে, হে যুধিষ্ঠীর, তুমি কি জানো, কার্তিক মাসের দ্বিতীয়াতে যমুনা যমকে প্রচুর পরিমাণে খাইয়েছিলেন! সেইসঙ্গে বলা হয়েছে, যমুনা যমকে নিজের হাতে রেঁধে নিজের বাড়িতে খাইয়েছিলেন। এবং এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই দ্বিতীয়ার দিনে যেন কোনও ভাই নিজের বাড়িতে না খায়, বোনের বাড়িতে অবশ্যই খায়। বোনকেও খাওয়াতে হবে যত্ন করে। বলা হয়েছে, ভাইয়ের আয়ুবৃদ্ধি করে এমন যত্ন নিয়ে সুখাদ্য খাওয়াতে হবে। আর কাকে দিতে হবে? না বোনকে নয়। ভাইকে উপহার দিতে হবে।

বর্তমানে যদিও দু'পক্ষের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার রীতি চালু হয়েছে, কিন্তু মহাভারতের কথা মানলে, ভাইকেই শুধুমাত্র বোনকে উপহার দিতে হবে। সেইসঙ্গে ভাইকে অর্ঘ্য দিয়ে অর্থাৎ ফলমূল-চন্দন দিয়ে বরণ করে নিতে হবে। তবে এই কাজটি মায়ের একই উদরে জন্ম নেওয়া দুজনকেই করতে হবে। এমনকি, সেখানে ভাইফোঁটার অর্ঘ্যমন্ত্রও আছে। ভগবানের উদ্দেশে বলা হয়েছে, হে ভগবান, আমরা ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে যে অর্ঘ্য নিবেদন করলাম তা তুমি গ্রহণ করো। প্রণাম মন্ত্রের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। হে সূর্যপুত্র যম, হে সূর্যপুত্রী যমী- তোমরা আমাদের প্রণাম গ্রহণ করো। আমাদের আশীর্বাদ করো। তোমরা আমাদের বর দান করো।

বাংলা মন্ত্রে রয়েছে, আমি দিলাম ভাইকে ফোঁটা, যেমন যমুনা দেন যমকে ফোঁটা। বোন যদি ছোট হয়, তাহলে না হয় এরকম হল কিন্তু বোন যদি আগে জন্মান অর্থাৎ বড়দি হন, তাহলে কীভাবে কোন মন্ত্র বলতে হবে, তারও উল্লেখ আছে। এও বলা হয়েছে, ভাইফোঁটা উৎসবে এতসব রান্নাবান্না করতে একটু বেলা হয়ে যেতে পারে, তাই সময়টাকে এগিয়ে নিয়ে বলা হয়েছে, ভাইকে কিন্তু পঞ্চম প্রহরের মধ্যে খাইয়ে দিতে হবে।

এবার একটু জটিলতার পথ ধরি। ঋগবেদের দুটি সূক্তে যমের কথা বলা হয়েছে। যম এখানে দেবতা, ঋষি। বলা হয়েছে, এই জগতে যমই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যাঁর মৃত্যু হয়েছিল। যম হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি বহু পথ পেরিয়ে এসেছেন। যিনি তাঁর পথ তৈরি করেছিলেন স্বর্গের দিকে। তারপর থেকেই যমলোক, মৃত্যুলোক তৈরি হয়। যমই প্রথম ব্যক্তি, যিনি পথে দিশারী হয়ে, চারদিক নিরীক্ষণ করে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। যম, যমদূত, যমলোক প্রভৃতি শব্দ এই সূত্রেই তৈরি।

এই সূত্রে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করার মতো, আমাদের যে নাটকের সূত্রপাত, তা নাকি দুটি ঘটনার সূত্রেই। একটি পুরুরবা-ঊর্বশীর কথোপকথন, অন্যটি যম-যমীর কথা। যম-যমীর কথা সূত্রেই আমরা জানতে পারি, তাঁরাই হলেন প্রথম স্ত্রী-পুরুষ, যাঁরা মায়ের একই উদর থেকে একত্রে জন্মেছেন। আদম-ইভের মতো অনেকটা। ঋগবেদের দশম মণ্ডলের দশম সূক্তের চোদ্দোটি শ্লোক বলছে, এক নির্জন দ্বীপে এসে ভাই যমকে কামনা করলেন তিনি। হলেন সহবাস-অভিলাষিণী। যমীর নিলাজ কথায়, 'বিস্তীর্ণ সমুদ্রমধ্যবর্তী এ দ্বীপে এসে, এই নির্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী!'

যম কি যমীর প্রস্তাবে সায় দিলেন? না, তিনি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। তাঁর মনে হল, এ বিশুদ্ধ অজাচার। ছোটবেলায় পড়া অ-য় অজগর। এই অজ হল ছাগল। অথবা নির্বোধ পশু; বোকা পাঁঠা যা করে, যেমনটা করে, মানুষেরও কি সেই কাজ করা সাজে? যমীর কিন্তু এতে কামনার প্রশমন হল না। তিনি যুক্তিজাল বিস্তার করলেন, 'এই বিশ্বসৃষ্টিকারী ত্বষ্টা মাতৃগর্ভেই তাঁদের মিলনের সূচনা করেছেন। গর্ভে তাঁরা একত্র শয়ন করেছেন, অতএব গর্ভের বাইরেও তাতে অপরাধ নেই!

যম-যমীর কথোপকথনে এরপর পাওয়া যায়, 'যদি এক মুহূর্তের জন্য পরমেশ্বর পৃথিবীর সাধারণ অক্ষে ও কেন্দ্রবিন্দুতে সূর্যের গতি হ্রাস করে দেন, সূর্যের আলো যদি দিন ও রাত্রিতে থেমে যায়, তখন পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ একত্র হবে। এদের মতো তখন আমরাও অর্থাৎ দিন ও রাত একত্র হব।'

এরপর আরও বহুকথা আছে। কিন্তু, এতকিছুর পরেও যমী ক্ষান্ত হলেন না। তিনি তখন ক্ষুব্ধ। রেগে চলে গেলেন সেই নির্জন দ্বীপের অন্য প্রান্তে। ফিরেও এলেন কিছুক্ষণ পরেই! কিন্তু এ কি! চমকে উঠলেন যমী। দেখলেন, একটি গাছের তলায় যম শুয়ে। তাঁর শরীরে সাড় নেই। দেহে প্রাণ নেই।

যমী আক্ষেপ করতে করতে কেঁদে ভাসালেন। যমীর বিরহদশা দূর করতে এগিয়ে এলেন দেবতারা। হাজারো সান্ত্বনাতেও যমীকে সামলানো গেল না। শেষমেশ, যমীর শোক অপনোদনের জন্য দেবতারা সময়কে দিন ও রাত, এই দুই ভাগে ভাগ করলেন। যমী বুঝলেন কালের মাহাত্ম্য। তাঁর চোখের জল শুকিয়ে গেল। এই যে বেদের সূক্ত, তা কিন্তু যম-যমীর ভাইফোঁটার কথা বলছে না। বরং এখানে পুরুষ বা স্বামীর বিশেষণ হিসাবে যমকে হাজির করা হয়েছে। অন্যদিকে, মহিলা বা স্ত্রী হিসাবে যমী। পাণিনির এই মত যদি মানতেই হয়, তাহলে যম-যমীর ভাইফোঁটার সিলমোহর বোধহয় দেওয়া যায় না।

জনমন জনমত

আলোর ব্যবস্থা হোক গ্রামের সমস্ত রাস্তায়

আলোর উৎসবকে ঘিরে শহরের প্রতিটি অলিগলি বিভিন্ন আলোয় সেজে উঠলেও, বেশিরভাগ গ্রামের রাস্তা সেই অন্ধকারেই রয়ে গিয়েছে। কেননা বেশিরভাগ গ্রামের রাস্তায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এতে গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী পথচারীরা বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন। পর্যাপ্ত আলো না থাকায় সন্ধ্যার পরেই মেয়েরা আর বাইরে বেরোতে পারে না, এমনকি অনেক সময় মহিলাদেরও অশ্লীল আচরণের সম্মুখীন হতে হয় এবং এই ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

রাজ্য সরকার প্রতি বছর একাধিক ক্লাবকে পুজোর বিরাট অনুদান ও বিদ্যুতের বিল ছাড় দিয়ে থাকে। কিন্তু সেই আলো পুজোর চার-পাঁচদিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাই এই সব ক্ষণিকের 'রোশনাইয়ে' অর্থ ব্যয় না করে সরকার যদি গ্রামীণ এলাকার রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করেন, তাহলে তাতে বেশি উপকার হবে বলে আমার মনে হয়।

এক্ষেত্রে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় পথবাতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাতে পাড়ার সমস্যার যেমন সমাধান হবে, তেমনই গ্রামীণ মানুষজনের জীবনযাত্রার মানও বাড়বে। এ বিষয়ে প্রতিটি পঞ্চায়েতের প্রধান ও জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

টুপাই বর্মন
শীতলকুচি, কোচবিহার।

বাঘা যতীনই ভালো

বাঘা যতীন পার্ক আমাদের কাছে গর্ব। ছোট থেকে শুনে আসছি এই বাঘা যতীন পার্কের কথা। কত অনুষ্ঠানের সাক্ষী আমাদের প্রিয় এই বাঘা যতীন পার্ক। তবে হঠাৎ করে চমকে গিয়েছিলাম যখন আমিও প্রথমবার রাস্তাঘাটে বর্তমান প্রজন্মের মুখে শুনেছি, 'বিজেপিতে আড্ডা মারব চল', 'বিজেপিতে আছি তোরা চলে আয়' ইত্যাদি।

প্রথমে বুঝতে পারতাম না বিজেপিটা কী। পরে যখন বুঝলাম বাঘা যতীন পার্ককে তারা সংক্ষেপে বিজেপি বলছে তখন একটু অবাকই হয়েছিলাম। এখন যখন সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম মেয়র মহাশয় উদ্যোগ নিয়েছেন বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে কথা বলবেন, তাদের বাঘা যতীনের গুরুত্ব বোঝাবেন, বাঘা যতীনের মূর্তি বসবে - সেটা খুব ভালো, প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

শিলিগুড়ির আপামর জনসাধারণের কাছে, সব প্রজন্মের মানুষের কাছে আমার অনুরোধ, এই পার্কটিকে বাঘা যতীন পার্ক বলেই সম্বোধন করা হোক, বিজেপি বলে নয়।

বাঘা যতীন পার্ক বেঁচে থাকুক। বাঘা যতীন পার্ক সুন্দর থাকুক বাঘা যতীনকে স্মরণ করে। বাঘা যতীন পার্ককে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

কিরণ মজুমদার
১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনি, শিলিগুড়ি।

মাত্রাহীন বাজির শব্দে কানে তালা

কালীপুজোর রাতে সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত শুধুমাত্র সবুজ বাজি ফাটানো যেতে পারে বলে যে রায় দিয়েছিল আদালত, সেই রায়কে কার্যত তুড়ি মেরে উড়িয়ে রায়গঞ্জ শহরে প্রচণ্ড শব্দ-সন্ত্রাস চলেছে রাত প্রায় দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত। বাজির বিকট শব্দে মানুষের কানে তালা লেগে যাচ্ছিল, হাজারো প্রবীণ, শিশু ও হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের ভোগান্তি বেড়ে গিয়েছিল। এমনকি বহু সুস্থ মানুষেরও রাতের ঘুম কেড়ে নিল শব্দবাজির তাণ্ডব। রাত যত বেড়েছে, ততই বারুদের ধোঁয়ায় বাতাস দূষিত হয়ে উঠেছে চারপাশ। বাড়ির পোষ্য ও রাস্তার কুকুর-বিড়াল ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করেছে। রাস্তার বেশ কিছু পশু আহত হয়েছে, পাখিরা নীড় ছেড়ে চলে গিয়েছে বহু দূরে। হয়তো পুরোনো নীড়ে ফিরেও আসবে না কোনওদিন।

এভাবে বাজি ফাটানো তো সম্পূর্ণ রূপে নিয়মবহির্ভূত। আসলে শহরের অলিগলিতে ঘনঘন পুলিশি টহলদারির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেটা করা হয়নি। সে কারণে শব্দবাজির দৌরাত্ম্য আরও বেশি হয়েছে। ভবিষ্যতে এহেন শব্দ-সন্ত্রাস রুখতে পুলিশি টহলদারি আরও অনেক বেশি বাড়ানো জরুরি। সেইসঙ্গে সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে সচেতনতামূলক প্রচার প্রয়োজন।

ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ।

মরচে পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থায়

বড় দুঃখের সময় এসেছে আমাদের এই পশ্চিমবাংলায়। স্নাতক স্তরে অনার্সের আসন কোনওভাবেই ভর্তি হচ্ছে না কলেজগুলিতে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও স্নাতকোত্তর স্তরের আসন খালি। এই ছবি শুধু অনামী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, প্রায় পশ্চিমবঙ্গের সব প্রথম শ্রেণির কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই অবস্থা। বলা যায় প্রথম শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তার কৌলীন্য হারিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই অনেক প্রশ্ন এসেছে আমাদের মনে।

শিক্ষার্জন কখনোই অর্থ রোজগারের সঙ্গে যুক্ত না হলেও যাঁরা শিক্ষিত তাঁরা যদি রোজগার করতে না পারেন তাহলে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত বলে ধরা হয় না। সে চাকরি সরকারি বা বেসরকারি কিংবা ব্যবসা যাই হোক না কেন।

২০ বছর আগে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার যে মূল্য ছিল তা বোধহয় কমে গিয়েছে অত্যধিক পরিমাণ ইঞ্জিনিয়ার জোগানের ফলে। বর্তমানে ডাক্তারি পড়ার ভবিষ্যৎও ততটা উজ্জ্বল নয়। ব্যবসা বা আন্ত্রাপ্রেনরশিপের বিষয় সম্পূর্ণভাবে আলাদা। যাঁরা উদ্যোগপতি তাঁরা প্রথাগতভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার অংশ নন। বর্তমান যুগে যাঁরা চাকরি দিতে পারেন তাঁরা সবচেয়ে সফল।

এই বঙ্গে চাকরি ক্ষীণতম অবস্থায় পৌঁছেছে বলেই অনার্স পড়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে সময় নষ্ট করতে চাইছে না নবীন প্রজন্ম। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দাঁড়ালে শুনতে পাওয়া যায় যে গবেষকরা পিএইচডি করেন স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য। তাতে কিছু অর্থ আসে হাতে। সেই অর্থ প্রায় পাঁচ বছর পাওয়া যায়। যদিও কিছু গবেষক এখনও বিশ্বাস রাখেন গবেষণায়। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় কেমন যেন মরচে পড়ে গিয়েছে।

এ থেকে নিস্তার পেতে সেই সব বিষয়কেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখতে হবে যাকে হাতে ধরে অন্ন জোগাড় করার শিক্ষা পাওয়া যাবে। তার আগে কোনও আশার আলো দেখছি না। আমার পরের প্রজন্মের জন্য এসবের চিন্তা আজ থেকেই শুরু হোক এবং সরকার সেসবের নৈতিক দায়িত্ব নিক।

ডঃ বিনয় লাহা, রায়গঞ্জ।

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭২

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। একেবারে পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছ ৫। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে এই খাল ৬। উপযাজক হয়ে কিছু করা ৮। লাঙলের ফলা বা অগ্রভাগ ৯। যে পাতা কাঁচা খাওয়া হয় ১১। ঘরের লাগোয়া ছাদ দেওয়া বারান্দা ১৩। চিরকাল থেকে যাবে ১৪। মালিকের স্ত্রী।

উপর-নীচ : ১। যার সামর্থ্য নেই, অক্ষম ২। কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি ৩। শোকের কান্নার সঙ্গে মনের ভাবপ্রকাশ ৪। বাধা বা বিঘ্ন ৬। পশম সুতো ৭। জনশ্রুতি বা গুজব ৮। উপকার বা সুফল মিলেছে ৯। পুকুরে ভাসে জলজ উদ্ভিদ ১০। একটি অসুখ ১১। বন্দি করার পরওয়ানা ১২। কৃষকের কাজে লাগে ১৩। অস্ত্রে ধার দেওয়া।

সমাধান ■ ৪২৭১

পাশাপাশি : ১। প্রতিযোগ ৩। কালানো ৫। কুসুমকোরক ৬। সম্বল ৭। মণ্ডল ৯। অয়নান্তবৃত্ত ১২। তবক ১৩। কদাকার।

উপর-নীচ : ১। প্রতিভাস ২। গতাসু ৩। কানকো ৪। নোলক ৫। কুল ৭। মত্ত ৮। নস্যাধার ৯ অলাত ১০। নানক ১১। বৃশ্চিক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দূষণের গ্রাসে লাহোর

ইসলামাবাদ, ২১ অক্টোবর : উত্তর ভারতের একাধিক শহরে দীপাবলির আতশবাজির দূষণে পাক সীমান্ত শহরগুলির বাসিন্দারা উদ্বিগ্ন। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট বলছে, আশঙ্কাজনকভাবে খারাপ হয়েছে লাহোরের বাতাসের মান। দ্বিতীয় দূষিত শহর হয়েছে পাক পাঞ্জাবের লাহোর। পাঞ্জাব প্রদেশের পরিবেশ সুরক্ষা দপ্তর বাতাসের মান পড়ে যাওয়ার জন্য ভারত থেকে বয়ে আসা দূষণযুক্ত বায়ু ও স্থানীয় ধোঁয়াকে দায়ী করেছে। বিষাক্ত বাতাসের মোকাবিলায় পাঞ্জাবের মরিয়ম নওয়াজ সরকার জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে অ্যান্টি স্মোক গান ব্যবহার করছে। জল ছিটোনো হচ্ছে রাস্তায়। দূষণ পরিমাপক যন্ত্র বলছে, মঙ্গলবার লাহোরের বাতাসের মান নামে ২৬৬-তে। বিশ্বের দ্বিতীয় দূষিত শহরে পরিণত হয় লাহোর। পাঞ্জাবের মন্ত্রী মরিয়ম আওরঙ্গজেব পরিস্থিতিকে আন্তঃসীমান্ত পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

নেতানিয়াহুকে শুভেচ্ছা মোদির

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দীপাবলির উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। মঙ্গলবার তাঁকে পাল্টা ধন্যবাদ জানিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন মোদি। প্রিয়বন্ধুর সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করে প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমার প্রিয়বন্ধুকে দীপাবলির শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। আপনাকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি আগামী বছরগুলিতে ভারত-ইজরায়েলের কৌশলগত বন্ধুত্ব আরও সুদৃঢ় হবে।'

মোদির এই বার্তার আগের দিন দীপাবলি উপলক্ষ্যে দু-দেশের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতায় জোর দিয়ে নেতানিয়াহুর বার্তাটি ছিল, 'আমার বন্ধু নরেন্দ্র মোদি ও ভারতের জনগণকে দীপাবলির অনেক শুভেচ্ছা। আলোর উৎসব আশা, শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। ভারত ও ইজরায়েল বন্ধুত্ব এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অংশ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।'

ঝলসে মৃত ৪

মুম্বই, ২১ অক্টোবর : দীপাবলির রাতে মর্মান্তিক মৃত্যু নবি মুম্বইতে। সোমবার রাত ১টা নাগাদ ভাসি এলাকার একটি বহুতলে আগুন লেগে যায়। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন। ঘুমন্ত অবস্থায় ঝলসে মারা যান ৪ জন। মৃতদের মধ্যে রয়েছে ৬ বছরের একটি শিশুকন্যাও। আহত অন্তত ১০ জন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৮টি ইঞ্জিন ও বিশাল পুলিশবাহিনী। প্রাথমিক অনুমান, আতশবাজি থেকে প্রথমে ১০ তলার একটি ফ্ল্যাটে আগুন লাগে। সেখান থেকে ওপরের তলায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

বোনাস প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : দীপাবলির আগে বোনাসের দাবিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তরপ্রদেশের আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের ফতেহাবাদ টোল প্লাজা। বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও দীপাবলির বোনাস পাননি টোল প্লাজার কর্মীরা। শেষমেশ প্রতিবাদ জানাতে টোলকর্মীরা টোল প্লাজার সমস্ত গেট খুলে দেন। ফলে হাজার হাজার গাড়ি বিনা টোলেই এক্সপ্রেসওয়ে পার হয়ে যায়। এহেন প্রতিবাদের জেরে কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েক লক্ষ টাকার লোকসান হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি রবিবারের। ফতেহাবাদ টোল প্লাজার কর্মীদের অভিযোগ, তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করলেও বোনাস পাননি। এমনকি মাসের বেতনও ঠিক সময়ে পান না। এই প্রতিবাদে টোল প্লাজার সব গেট খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কর্মীরা। পরে পুলিশ এসে মধ্যস্থতা করে। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বোনাস দেওয়ার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং কর্মীরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে কাজে যোগ দেন।

ধৃত চিকিৎসক

বেঙ্গালুরু, ২১ অক্টোবর : চিকিৎসা করাতে বেঙ্গালুরুতে ত্বক বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়েছিলেন এক তরুণী। অভিযোগ, সেই সময় সংক্রমণের জায়গাগুলি দেখার অছিলায় তাঁর পোশাক খুলতে বলেন চিকিৎসক। এরপর শরীরের নানা জায়গায় আপত্তিজনক ভাবে স্পর্শ করতে থাকেন, চুম্বনের চেষ্টাও করা হয়। তরুণীকে হোটেলে যেতেও বলেন। প্রতিবাদ করলে তাঁকে হুমকি দেন ওই চিকিৎসক। এরপরই থানায় চিকিৎসকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী। গ্রেপ্তার করা হয়েছে চিকিৎসককে।

বিষাক্ত ধোঁয়ার চাদরে দিল্লি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : 'দিলওয়ালো কি শহর' দিল্লি। তবে বর্তমানে এই শহরের প্রতীক হয়ে উঠেছে বিষাক্ত ধোঁয়া আর ধোঁয়াশা। দেওয়ালির পর যেন আঁধার নেমেছে রাজধানীর আকাশে। রকেট আর বাজির শব্দে সোমবার রাত জেগেছিল শহর। মঙ্গলবার সকালে সেখানে বিষাক্ত নীরবতা। সকাল ৮টার হিসেব বলছে, দিল্লির গড় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ৩৫০, যা 'অতি খারাপ' শ্রেণিতে পড়ে। দূষণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সকালবেলায় মনে হচ্ছে রাত শেষ হয়নি। রাজধানী আবারও পরিণত হয়েছে এক বিশাল 'গ্যাসচেম্বার'-এ।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এবার রাজধানীতে পোড়ানো হয়েছে তথাকথিত 'গ্রিন ক্র্যাকার', যেখানে দূষণ ৩০ শতাংশ কম হওয়ার দাবি করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার প্রভাব কোথায়? পরিবেশবিদ বারুরিন কন্দারি, যিনি প্রায় তিন দশক ধরে বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে লড়ছেন, ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলেন, '৩০ শতাংশ কম দূষণ মানে

দীপাবলির পর ধোঁয়ায় ঢাকা চারপাশ। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

কী? কম বিষ? আপনি কি আপনার সন্তানদের কম বিষ খাওয়াতে চান? আমি আমার সন্তানের জন্মের আগে থেকে এই লড়াই শুরু করেছি। আর আজও ওদের শুধু ক্ষতিগ্রস্ত ফুসফুসই দিতে পারলাম।'

২০২৩ সালে দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৪৩৮, ২০২৪, '২৫-এ তা যথাক্রমে ৩৫৯ এবং ৪০০। অর্থাৎ বছর বদলেছে কিন্তু দিল্লির বাতাস রয়ে গিয়েছে একইরকম বিষাক্ত। সুপ্রিম

কোর্টের নির্দেশে বলা হয়েছিল, রাত ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে সীমিত সময় বাজি ফাটানো যাবে। বাস্তব সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলছে। মধ্যরাত পর্যন্ত আকাশ কেঁপেছে আতশবাজিতে। দিল্লি দমকল বিভাগ জানিয়েছে, কেবল দীপাবলির রাতেই ২৬৯টি জরুরি ফোন কল এসেছে বাজি সংক্রান্ত অগ্নিকাণ্ড নিয়ে।

দূষণের উৎসকে বন্ধ না করে আদালতের কাগজেই বন্দি রাখা হয়েছে 'পরিবেশবান্ধব দীপাবলি'-র স্বপ্ন,

কটাক্ষ আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের। কংগ্রেস মুখপাত্র শামা মোহাম্মদ আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, 'বিজেপি দিল্লিকে বাঁচাতে ব্যর্থ। আদালতের নির্দেশ অমান্য করে বাজি ফাটানো হয়েছে রাতভর। এখন দূষণ ৪০০ ছাড়িয়েছে। শিশু ও প্রবীণদের জীবন বিপন্ন।' বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য পাল্টা বলেন,'যত দিন পর্যন্ত কেজরিওয়ালশাসিত পঞ্জাব খড় পোড়ানো বন্ধ না করবে, দিল্লি শ্বাস নিতে পারবে না।'

এখন দিল্লি সরকারের ভরসা কৃত্রিম বৃষ্টি। পরিবেশমন্ত্রী মজিন্দর সিং সিরসা জানিয়েছেন, পাইলটরা ট্রায়াল ফ্লাইট সম্পন্ন করেছেন। আবহাওয়া দপ্তরের অনুমতির অপেক্ষায়। নীতি আয়োগের প্রাক্তন সিইও অমিতাভ কান্ত প্রশ্ন তুলেছেন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে।

তাঁর তির্যক মন্তব্য, 'দিল্লির ৩৮টির মধ্যে ৩৬টি মনিটরিং স্টেশন 'রেড জোনে'। বায়ুর গুণগত মান ৪০০ ছাড়িয়েছে। কিন্তু আদালত বাজি ফাটানোর অধিকারকে বাঁচার ও নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকারের ওপরে রেখেছে।'

সিইও-দের জরুরি তলব কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গে ভোটের হাওয়া এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বইতে শুরু করেনি। তবে বিহারে ভোটপর্বের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের তৎপরতা ঘিরে স্পষ্ট ইঙ্গিত, রাজনৈতিক ক্যালেন্ডারে বড় ঘোষণা আসতে পারে খুব শীঘ্রই।

২২ ও ২৩ অক্টোবর আচমকাই দেশের সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের (সিইও) দিল্লিতে তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার কমিশনের তরফে পাঠানো এক চিঠিতে জানানো হয়েছে, সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে তাঁদের দপ্তরের সিনিয়ার আধিকারিকদেরও উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। চিঠিতে বৈঠকের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা না থাকলেও কমিশনের এই বৈঠক ঘিরে এখন রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা।

সূত্রের খবর, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার এই বৈঠকে নেতৃত্ব দেবেন। রাজ্যভিত্তিক নির্বাচন প্রস্তুতি, এসআইআর অগ্রগতি এবং গ্রাউন্ড লেভেল চিত্র নিয়েই হবে বিস্তারিত আলোচনা। বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এই বৈঠকের

ভোট তৎপরতা বঙ্গে

অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের এখনও বাকি প্রায় সাত মাস। এই প্রেক্ষিতে এসআইআর নিয়ে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। বিজেপি নেতাদের দাবি,

এসআইআর শেষ হলেই পশ্চিমবঙ্গে ভোট ঘোষণা হবে। যদিও শাসক তৃণমূলের অভিযোগ, 'এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উদ্যোগ, কেন্দ্রের নির্দেশে তড়িঘড়ি করা হচ্ছে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেছেন, 'বাংলাতেও এসআইআর হবেই।' তার এই বক্তব্যের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে মনে করছে, কমিশনের এই বৈঠক কার্যত বাংলায় ভোট প্রস্তুতির রূপরেখা চূড়ান্ত করার জন্যই। গত সপ্তাহেই কমিশন রাজ্যের সব জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিং-এর কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। এর মাধ্যমে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা ও ২০২৫ সালের সম্ভাব্য ভোটার তালিকার মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করা হবে, কে বাদ পড়েছেন, কে নতুন যুক্ত হয়েছেন, কোথায় ভোটার পুনরাবৃত্তি বা মৃত ভোটারের নাম রয়ে গিয়েছে সবকিছুই এই প্রক্রিয়ায় ধরা পড়বে।

হর হর মহাদেব... কেদারনাথ মন্দিরের বাইরে ভক্তদের ভিড়। মঙ্গলবার রুদ্রপ্রয়াগে।

'অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহস জোগান রাম'

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : দীপাবলি উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার দেশবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাতে অপারেশন সিঁদুরের পাশাপাশি মাওবাদী দমন অভিযানের সাফল্যের কথা যেমন উঠে এসেছে, তেমনই জিএসটি সংস্কারের জেরে জিনিসপত্রের মূল্যহ্রাসের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের পর এটাই দ্বিতীয় দীপাবলি। প্রভু রাম আমাদের সঠিক পথে চলার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস দিয়েছেন। মাসখানেক আগে অপারেশন সিঁদুরের সময় আমরা তার জলজ্যান্ত প্রমাণ দেখেছিলাম। অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারত শুধু ন্যায়ের পথে ছিল তাই

নয়, অন্যায়ের প্রতিশোধও নিয়েছিল।'

এবারের দীপাবলিতে ভারতের একাধিক মাও অধ্যুষিত এলাকায় যেভাবে প্রথমবার প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে, তার প্রসঙ্গও উঠে আসে মোদির চিঠিতে। তিনি লিখেছেন, 'এই দীপাবলি স্পেশাল কারণ, এই প্রথমবার দেশের

দীপাবলিতে মোদির চিঠি দেশবাসীকে

বহু জেলায় বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রদীপ জ্বালানো হবে। এই জেলাগুলি হল সেই সমস্ত জেলা যেখান মাওবাদী সন্ত্রাস সমূলে উপড়ে ফেলা হয়েছে। তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সাম্প্রতিক সময়ে অনেকেই হিংসার

পথ ছেড়ে উন্নয়নের মূলস্রোতে যোগ দিয়েছেন, আমাদের দেশের সংবিধানের ওপর আস্থা রেখেছেন। এই দেশের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।'

জিএসটি সংস্কার প্রসঙ্গে মোদি লিখেছেন, 'নবরাত্রির প্রথম দিন জিএসটি হ্রাস করা হয়েছে। জিএসটি সাশ্রয় উৎসবে নাগরিকদের হাজার হাজার কোটি টাকার সাশ্রয় হচ্ছে। বিশ্বজোড়া সংকটে ভারত স্থায়িত্ব এবং সংবেদনশীলতার প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে। আমরা তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার দৌড়ে রয়েছি। এই বিকশিত এবং আত্মনির্ভর ভারতের যাত্রাপথে আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হল নাগরিকরা যেন দেশের প্রতি নিজেদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত না হন।'

জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি

টোকিও, ২১ অক্টোবর : ইতিহাসে প্রথমবার। মহিলা প্রধানমন্ত্রী পেল জাপান। মঙ্গলবার দ্বীপদেশের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে ভোটাভুটিতে জয় পেয়েছেন লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেত্রী সানায়ে তাকাইচি। ৬৪ বছর বয়সি সানায়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইসিবার উত্তরসূরি হলেন। এদিনের ভোটাভুটিতে সানায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন প্রধান বিরোধী দলের নেতা ইয়োশিহিকো নোদা। ১৪৯টি ভোট পান তিনি। সানায়েকে সমর্থন করেন ২৩৭ জন সাংসদ। যা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ভোটের চেয়ে ৪টি বেশি। উচ্চকক্ষে ১২৫টি ভোট

সানায়ে তাকাইচি

জন্ম : ৭ মার্চ, ১৯৬১
শিক্ষা : কোবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক
রাজনৈতিক দল : লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি
কর্মজীবন : টিভি উপস্থাপক হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৯৩ সালে প্রথমবার পার্লামেন্টে নির্বাচনে জয়ী হন। ২০১৯ থেকে লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শীর্ষ নেতাদের একজন

পেয়েছেন তিনি।

জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সহ বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতারা। এক্স পোস্টে মোদি লিখেছেন, 'জাপানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সানায়ে তাকাইচিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে আমি ভীষণভাবে আগ্রহী। আমাদের দু-দেশের বন্ধুত্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় শান্তি ও স্থিতাবস্থা রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' জাপানের রাজনীতিতে সানায়ের পক্ষে মহিলাদের আস্থা অর্জন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হচ্ছে। নিজে মহিলা হলেও অতীতে বহুবার পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। জাপানের পার্লামেন্টে মহিলাদের কল্যাণের জন্য আনা বিলের বিরোধিতাও করেছেন। সানায়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর একাধিক জাপানি মহিলা প্রকাশ্যে উদ্বেগ জানিয়েছেন।

মহিলা তাস নীতীশের, পিকের তোপে পদ্ম

পাটনা, ২১ অক্টোবর : দীপাবলির রোশনাই এখনও অটুট। ছটপুজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। এরই মধ্যে ভোট উৎসবের আলোকছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে বিহারের রাজনীতির অঙ্গন। ৬ নভেম্বর প্রথম দফায় ১৮টি জেলার ১২১টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে। সোমবার ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষদিন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, শাসক-বিরোধী মিলিয়ে মোট ১৩১৪ জন প্রার্থী প্রথম দফায় লড়াই করবেন।

মঙ্গলবার মুজফফরপুরের মীনাপুরে প্রচারে নেমে মহিলা তাস খেলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। ক্ষমতায় থাকাকালীন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব মহিলাদের জন্য কিছুই করেননি বলে অভিযোগ করেন তিনি। নীতীশ বলেন, 'আমাদের সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়নে একাধিক কাজ করেছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনায় ১ কোটিরও বেশি মহিলাকে মাথাপিছু ১০ হাজার টাকা

দেওয়া হয়েছে। আগে যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন তাঁরা মহিলাদের জন্য কখনও কিছু করেছিলেন? সাত বছর মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে থাকার পর যখন দেখলেন কিছুতেই পদত্যাগ এড়ানো যাবে না, তখন নিজের স্ত্রীকে চেয়ারে বসিয়েছিলেন।' বিহারে আরজেডি জমানার জঙ্গলরাজের প্রসঙ্গও তোলেন নীতীশ। এর জবাবে আরজেডি ও কংগ্রেস একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেন। তাতে দেখা গিয়েছে, জেডিইউয়ের মহিলা নেত্রীকে গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছেন নীতীশ। কিন্তু তাঁকে তখন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন জেডিইউ নেতা সঞ্জয় ঝা। তাতে চটে যান নীতীশ। পরে ঝা-কে অদ্ভুত লোক বলে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে জন সুরাজ পার্টির প্রার্থীদের ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলেছেন প্রশান্ত কিশোর বা পিকে। তিনি বলেছেন, জন সুরাজ পার্টির তিনজন প্রার্থীকে চাপ দিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়েছে। তিনি

বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের কাছে তুলবেন বলে জানান। বিজেপিকে বিঁধে পিকের তোপ, 'যারাই জিতুক সরকার গড়বে বিজেপি। গত কয়েকবছর ধরে এই ভাবমূর্তি তৈরি করেছে তারা। যারা জন সুরাজকে ভোটকাটুয়া বলছিল, সেই এনডিএ এখন ভয় পাচ্ছে। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। প্রার্থীদের প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়া হচ্ছে।'

এদিকে বহু কেন্দ্রে শেষমেশ আসনরফা না হওয়া ভাবিয়ে তুলেছে বিরোধী মহাজোটকে। এরই মধ্যে আরজেডি এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একগুঁয়েমির অভিযোগ তুলে বিহারের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক জেএমএম। তারা প্রথমে ৬টি আসনে প্রার্থী দেবে বলে জানিয়েছিল।

অন্যদিকে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর ডাকাতির একটি মামলায় সাসারামের আরজেডি প্রার্থী সত্যেন্দ্র শাকে গ্রেপ্তার করেছে ঝাড়খণ্ড পুলিশ।

এইচ-১বি ভিসা ফি পড়ুয়া, প্রযুক্তিবিদদের স্বস্তি দিল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২১ অক্টোবর : এ যেন দু-পা এগিয়ে গিয়েও এক পা পিছিয়ে যাওয়া। এইচ-১বি ভিসা নিয়ে অভূতপূর্ব কড়াকড়ি করেও পিছু হটতে বাধ্য হল ট্রাম্প সরকার। মঙ্গলবার মার্কিন নাগরিকত্ব এবং অভিবাসন পরিষেবা দপ্তর এক নির্দেশিকায় বিদেশি পড়ুয়া ও প্রযুক্তিবিদদের জন্য একাধিক ছাড়ের কথা ঘোষণা করেছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এইচ-১বি ভিসার জন্য যে একলক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা) জমা করার কথা বলা হয়েছে, তা বর্তমান ভিসাধারীদের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। এফ-১ স্টুডেন্ট ভিসা বা এল-১ প্রফেশনাল ভিসা নিয়ে যেসব অভিবাসী ছাত্র-ছাত্রী আমেরিকায় রয়েছেন, তাঁদের ভিসার স্টেটাস বদলে এইচ-১বি করার ক্ষেত্রেও একলক্ষ ডলার জমা রাখতে হবে না। শুধু তাই নয়, এই সুবিধা এইচ-১বি ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে।

গত ২০ সেপ্টেম্বর এইচ-১বি ভিসা ফি-র পরিমাণ বাড়িয়ে একলক্ষ ডলার করার সিদ্ধান্ত

নিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মূলত তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ ভারতীয়দের নিয়োগ ঠেকাতে মার্কিন সরকার এই নীতি নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এইচ-১বি ভিসা ফি বৃদ্ধির জেরে দক্ষ বিদেশি পেশাদারদের নিয়োগ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে বেসরকারি সংস্থাগুলি। সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে আমেরিকাভিত্তিক একাধিক বহুজাতিক সংস্থা। তারপর ট্রাম্প সরকারের এইচ-১বি ভিসায় আংশিক ছাড়-এর সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের বলরুম

ওয়াশিংটন, ২১ অক্টোবর : হোয়াইট হাউসে তৈরি হচ্ছে এক নতুন ঝাঁ-চকচকে বলরুম। এই বলরুম তৈরি করতে খরচ হবে প্রায় ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১,৭৩০ কোটি টাকা। সোমবার এই ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইতিমধ্যে হোয়াইট হাউসের একাংশ ভেঙে নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় সফর, নৈশভোজ ও বড় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বহুদিন ধরেই বলরুম তৈরির পরিকল্পনা করছিলেন ট্রাম্প। নিজের সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লেখেন, 'হোয়াইট হাউসের ইতিহাসে প্রথমবারের বলরুম নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, যা মূল ভবন থেকে আলাদা এবং সম্পূর্ণ আধুনিক।'

ট্রাম্পের দাবি, ১৫০ বছর ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্টদের স্বপ্ন ছিল এমন এক বলরুম তৈরি করা।

প্রায় ৯০,০০০ বর্গফুটের এই হলঘরে ৬৫০ জন অতিথি বসতে পারবেন। হোয়াইট হাউসের ঐতিহাসিক নকশা বজায় রেখেই গড়া হবে এই বিশাল বলরুম, যার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস।

ছেলের মৃত্যু বিতর্কে প্রাক্তন পুলিশকর্তা

চণ্ডীগড়, ২১ অক্টোবর : পঞ্জাব পুলিশের প্রাক্তন অধিকর্তা মহম্মদ মুস্তাফার ছেলে আকিল আখতারের রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি করল একটি ভিডিও। প্রাথমিকভাবে পরিবার মৃত্যুর কারণ হিসেবে মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ খাওয়ার দাবি করলেও এক পড়শির অভিযোগ, আকিলের নিজের করা ১৬ মিনিটের একটি ভিডিও তাঁর মৃত্যু নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে।

ভিডিওতে আকিল বাবার সঙ্গে নিজের স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক থাকার অভিযোগ করেছেন। তাঁর এও অভিযোগ, বাবা মহম্মদ মুস্তাফা, মা রাজিয়া সুলতানা (প্রাক্তন মন্ত্রী), বোন, নিজের স্ত্রী তাঁকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসাতে হত্যার ষড়যন্ত্রও করছেন।

আকিলের জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, ভিডিওবার্তায় সেটাই বলেছেন।

পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় প্রাক্তন ডিজিপি, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের কন্যা ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

বছর ৩৫-এর আকিলকে পঞ্চকুলার বাড়ি থেকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সেটা অগাস্টের ঘটনা। পরিবারের দাবি ছিল, মাত্রাছাড়া ওষুধ মৃত্যুর কারণ। পুলিশও প্রাথমিক তদন্তে তাই মনে করে। কিন্তু আকিলের ভিডিও, পড়শি শামসুদ্দিনের অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় আকিলের পোস্ট তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

মমতাকে তোপ বিপ্লব দেবের

আগরতলা, ২১ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বিশ্বাসঘাতক' তকমা দিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা বিপ্লবকুমার দেব।

মঙ্গলবার ইন্দ্রনগর কালীবাড়িতে পুজো দেওয়ার পর তিনি বলেন, 'আজকের বাংলায় মানবিকতার স্থান নেই। খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ—সবই নিত্যদিনের ঘটনা, অথচ মুখ্যমন্ত্রী নির্বিকার। মনে হয় তাঁর হৃদয়টাই অপারেশন করে তুলে নেওয়া হয়েছে।'

বিপ্লব অভিযোগ করেন, মমতা নিজের নামের অর্থকেই কলঙ্কিত করেছেন। তাঁর কথায়, 'মমতা মানে দয়া, মায়া ও স্নেহানুভূতি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে এখন সেই মাতৃত্ববোধের লেশমাত্র নেই। তিনি বাংলার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, যেমন মিরজাফর করেছিলেন সিরাজ-উদদৌলার সঙ্গে।'

নমাজের স্থানে গোমূত্রে স্নান

পুনে, ২১ অক্টোবর : মহারাষ্ট্রের ঐতিহাসিক শনিবারওয়াড়া দুর্গ চত্বরে মহিলাদের নমাজ পড়ার ভিডিও ভাইরাল হতেই শোরগোল শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থলে গোমূত্র দিয়ে 'শুদ্ধিকরণ' ও 'শিববন্দনা' অনুষ্ঠানও করেছেন হিন্দুত্ববাদীরা। ঘটনার প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেন বিজেপি সাংসদ মেধা কুলকার্নি। তিনি হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, 'শনিবারওয়াড়ায় নমাজ পড়া যাবে না। হিন্দুসমাজ এখন শুধু জেগে নেই, সজাগও আছে।'

১৭৩২ সালে নির্মিত শনিবারওয়াড়া ছিল মারাঠা সাম্রাজ্যের পেশওয়াদের আসন। ভিডিওতে দেখা যায়, হিজাব পরা কয়েকজন মহিলা সেখানে নমাজ পড়ছেন। পুলিশের পক্ষ

দুর্গ শুদ্ধিকরণে ব্যস্ত বিজেপি নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবার।

থেকে তিন অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী নীতীশ রানে ঘটনাটিকে 'হিন্দু সমাজের অনুভূতিতে আঘাত'

বলে দাবি করে বলেন, 'হিন্দুরা হাজি আলিতে হনুমান চালিশা পাঠ করলেও মুসলমানদেরও কষ্ট হবে। প্রত্যেকের নিজের ধর্মস্থানে প্রার্থনা করা উচিত।'

নয়া নেতৃত্বে লড়াইয়ে মাওবাদীরা

হায়দরাবাদ, ২১ অক্টোবর : 'অপারেশন কাগার'-এর প্রেক্ষিতে একের পর এক আত্মসমর্পণের পর আবারও নতুন মুখ সামনে আনল নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মাওবাদী)। তেলেঙ্গানার গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক তিপ্পিরি তিরুপতি ওরফে দেবুজিই এখন 'অভয়' ছদ্মনামে দলের জনসংযোগ রক্ষাকারী প্রধান মুখ হিসাবে কাজ করছেন।

চলতি মাসের ১৬ অক্টোবর দলের তরফে 'অভয়'-এর নামে দুটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। একটিতে আত্মসমর্পণকারী নেতা মাল্লোজুলা বেণুগোপাল রাও ওরফে সোনু এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের 'বিশ্বাসঘাতক' বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অন্যটিতে ২৪ অক্টোবর

সারা দেশে বনধের আহ্বান জানানো হয়েছে।

গোয়েন্দাদের মতে, 'অভয়' নামটি আগে ব্যবহার করতেন সোনু নিজেই। এখন সেই নাম ব্যবহার করছেন দেবুজি, যিনি আগে মাওবাদীদের সশস্ত্র শাখা সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের প্রধান ছিলেন।

বিবৃতিতে সোনু ও অন্যান্য আত্মসমর্পণকারী নেতাকে 'পেটি বুর্জোয়া', 'দক্ষিণপন্থী', 'বিপথগামী', 'বিশ্বাসঘাতক', 'দেশদ্রোহী' ইত্যাদি বলে তিরস্কার করা হয়েছে। এরইসঙ্গে বলা হয়েছে, 'দল কোনও অবস্থাতেই সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে সরে আসবে না।' বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, সোনু ২০১১ সাল থেকে 'বিপ্লববিরোধী মনোভাব' দেখাচ্ছিলেন। দল

অবস্থানে অনড়

বহুবার তাঁকে সমালোচনার মাধ্যমে 'সংশোধনের' চেষ্টা করলেও তিনি 'প্রাণের ভয়'-এর কাছে হার মেনেছেন। ঘটনাচক্রে ওই ২০১১ সালেই নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হন তাঁর ভাই মাল্লোজুলা কোটেশ্বর রাও ওরফে

কিষেনজি।

দলীয় বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সোনু বা রূপেশ আত্মসমর্পণ করলেও দল আত্মসমর্পণ করবে না। অস্ত্র নামিয়ে রাখা চলমান বিপ্লবকে দুর্বল করে। শুধু তা-ই নয়, জনগণের অস্ত্র শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।' ভারত রাষ্ট্রের কাছে 'আত্মসমর্পণকারী বিচ্যুত কর্মী'দের জনতার আদালতে শাস্তি দেওয়ার ঘোষণাও করা হয় অন্য একটি বিবৃতিতে।

গোয়েন্দা সূত্র মতে, দেবুজিই এখন দলের একমাত্র উচ্চপর্যায়ের নেতা, যিনি পারেন এমন তীক্ষ্ণ বিবৃতি দিতে। তাঁর এই প্রকাশ্য বার্তাই ইঙ্গিত দিচ্ছে—সোনুদের আত্মসমর্পণের পরও মাওবাদীরা তাদের রাজনৈতিক 'সশস্ত্র সংগ্রাম' থামাতে রাজি নয়।

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি

কুণাল নন্দী

কৃষিকে কেন্দ্র করেই আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল। এই পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র কৃষিশিল্পের মাধ্যমেই গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিকাঠামো শক্ত করা যেতে পারে।

বর্তমানে কর্মসংস্থানের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি এতে করে গ্রামীণ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও বেকার তরুণ-তরুণীরা অতি সহজেই স্বল্প ব্যয়ে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বনির্ভর হতে পারে, কারণ কৃষির বাজারে এর চাহিদা প্রচুর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার কী? কেঁচো সার হচ্ছে, খামারজাত ও গৃহস্থ বাড়ির ফেলে দেওয়া জৈব আবর্জনা, অব্যবহৃত শাকসবজি, ফল-মূল খোসা ইত্যাদির অংশবিশেষ কেঁচোর সাহায্যে জমিতে প্রয়োগের উপযোগী জৈবসারে রূপান্তরিত হওয়াকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ভার্মি কম্পোস্ট বলা হয়।

আমরা চিরাচরিত প্রথায় যে কোনও কম্পোস্ট সার জমিতে প্রয়োগ করে গাছের মূল সার হিসেবে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ পাই আট গুণ এবং পটাশ আড়াই গুণ বেশি পাই। এছাড়াও বাড়তি হিসেবে ভার্মিতে ক্যালসিয়াম সহ অনেকগুলি অণুখাদ্য পাই যেমন-ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, কপার, আয়রন, অতিরিক্তভাবে হরমোন, অ্যান্টিবায়োটিক পাই যাতে করে গাছের সর্বপ্রকার বৃদ্ধি সহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অনেকাংশে বাড়িতে তোলে। এছাড়াও ভার্মি সারে প্রচুর পরিমাণে কেঁচোর ডিম থাকে যা মাটিতে উপযুক্ত পরিবেশে ফুটে বাচ্চা কেঁচোতে পরিণত হয়ে মাটিতে বাতাস ও জল সঞ্চালনে সাহায্য করে।

এবার কীভাবে আমরা ভার্মি তৈরি করব- এটি তৈরির জন্য ছায়ামুক্ত নির্দিষ্ট উঁচু জমি নির্বাচন করে সিমেন্টের তৈরি চৌবাচ্চা নির্মাণ করতে হবে, চৌবাচ্চাটির মাপ হবে ৫ ফুট দৈর্ঘ্য, প্রস্থ তিন ফুট এবং গভীরতা ২ ১/২ -৩ ফুট মাটির নীচে ১ ফুট থেকে শুরু করতে হবে। প্রয়োজনে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী

করা যেতে পারে। এবার চৌবাচ্চা তৈরি হয়ে গেলে তার নীচে ২-৩ ইঞ্চি ইটের টুকরো বিছিয়ে তার উপর ১ ইঞ্চি পরিমাণ বালুর

> বর্তমানে কর্মসংস্থানের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি, এতে করে গ্রামীণ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও বেকার তরুণ-তরুণীরা অতি সহজেই স্বল্প ব্যয়ে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বনির্ভর হতে পারেন, কারণ কৃষির বাজারে এর চাহিদা প্রচুর।

আস্তরণ দিয়ে দিতে হবে।

এবার সবচেয়ে উপযোগী হিসেবে ধঞ্চে পাতা, সবাবুল গাছের পাতা, ডালজাতীয় শস্যের পাতা, সজনে পাতা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু, টমেটো অন্যান্য সবজির অংশ, কচুরিপানা, তুঁত গাছের পাতা, রান্নাঘরের সবজির অবশিষ্টাংশ কলাগাছ ও বিভিন্ন প্রকার ঘাস-এই জাতীয় জিনিসগুলি একটি ছায়াযুক্ত জায়গায় সংগ্রহ করুন। এবার এর সঙ্গে এক ঝুড়ি ভালো মাটি

ও এক ঝুড়ি গোবর মিশিয়ে ওই চৌবাচ্চার ভেতরে ফেলুন। এবার হালকা পরিমাণে জল ছিটিয়ে দিন এবং একটি চটের বস্তা জলে ভিজিয়ে হালকাভাবে ঢেকে দিন। এবার প্রত্যেকদিন ওই চটের উপর

হালকাভাবে জল ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ১৪-১৫ দিন পর চট সরিয়ে ওই আবর্জনার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেখে নিন ভেতরে গরমভাব আছে কিনা। গরম ভাব কেটে গেলে কেঁচো ছাড়ার উপযুক্ত হবে।

সাধারণত কয়েকটি বিশেষ প্রজাতির কেঁচো এই ভার্মি তৈরির বিশেষ উপযোগী। সেগুলি হল- ইসেনিয়া, পেরিওনিক্র, ইউড্রিলাস ইউজেনি এই প্রজাতিগুলি খুব দ্রুত সার তৈরি করতে পারে। প্রতি বর্গফুটের জন্য ২৫-৩০টি কেঁচোই যথেষ্ট। কীভাবে এবার সার তৈরি হবে-কেঁচো যে জৈবপদার্থ খায় তা পাকস্থলিতে ভেঙে যায় এবং পরে অন্ত্রে গিয়ে বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে জারিত হয়। কেঁচো তার খাবারের ১০ শতাংশ নিজের শরীরের চাহিদা মিটিয়ে বাকি ৯০ শতাংশ বর্জ্যপদার্থ হিসেবে ত্যাগ করে। এই বর্জ্য পদার্থই আসলে ভার্মি কম্পোস্ট। এক কেজি কেঁচো গড়ে প্রতিদিন ৫ কেজি পরিমাণ ভার্মি তৈরি করে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে, বিশেষ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সেগুলো হল-

ক) রসুন, পেঁয়াজ, আদা, মশলাজাতীয় ফসলের অংশ, পার্থেনিয়াম, নিম, লেবু জাতীয় ফসলের অংশ ব্যবহার করা যাবে না।

খ) চৌবাচ্চার ধারে লাল পিঁপড়ের আক্রমণ হতে পারে, এর জন্য ৭ দিন পর পর ২০ লিটার জলে ১০০ গ্রাম লবণ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লংকার গুঁড়ো ও সামান্য সাবাণ গুঁড়ো মিশিয়ে চৌবাচ্চার চারিদিকে দিতে হবে।

গ) চৌবাচ্চার উপর খড় দিয়ে আচ্ছাদন করে রোদ ও বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

এভাবে ৪০-৪৫ দিনের মধ্যেই কেঁচো ভার্মি কম্পোস্টে পরিণত করবে এবং লক্ষ করতে হবে চৌবাচ্চার উপরের দিকে কালো বাদামি দানা দানা আকারে হয়ে এসেছে এবং হাত গলিয়ে ঝুরঝুরে বোঝা যাবে এবং সমস্ত কেঁচো আস্তে আস্তে নীচের দিকে চলে যাবে। এবার চালনি করে এগুলি ভার্মি হিসাবে সংগ্রহ করতে হবে।

এই প্রক্রিয়াতে ভার্মি তৈরিতে প্রতি কেজি খরচ পড়বে ০.৭৫ পয়সা থেকে ১ টাকা। পাশাপাশি এর বর্তমান বাজারমূল্য ন্যূনতম প্রতি কেজি ৫-৬ টাকা। এই কাজ করতে প্রয়োজন কৃষি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভালো পরামর্শ পেতে পারেন।

সবুজ সার ধইঞ্চে মাটি ও কৃষির ভবিষ্যৎ

পৃথিবীতে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে কৃষিকাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার আরম্ভ হয়। কৃষিকাজ শুরুর সময় থেকেই কৃষিতে বিভিন্ন দিক থেকে নানাপ্রকার বাধা আসতে শুরু করে। এই মাটিকে কেন্দ্র করেই কৃষি আর সভ্যতাকে আমরা উন্নত জায়গায় নিয়ে যাবার লক্ষ্যে মাটিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার শুরু করি। প্রয়োজনের তাগিদে যেমন রাস্তাঘাট, বাজার-বন্দর, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ এবং আরও অনেক কিছু তৈরিতে একদিকে যেমন কৃষিক্ষেত্র দিনদিন কমছে, তেমনি মাটির উপরও চলছে অত্যাচার। আবার অন্যদিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে এক ইঞ্চি মাটির স্তর তৈরি হতে সময় লাগে প্রায় এক হাজার বছর। আমাদের দেশ ও রাজ্যের জনসংখ্যার নিরিখে একদিকে যেমন জমি কমেছে, অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে- এটি একটি জটিল সমস্যা। দেশের প্রতিটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা দেশ, রাজ্য তথা কৃষি দপ্তরের উপর এটা একটা চ্যালেঞ্জ।

উন্নত প্রযুক্তির চাষের প্রথম শর্তই হল মাটি, অর্থাৎ সঠিক চাষের ক্ষেত্রে সঠিক গুণমান সম্পন্ন উর্বতাযুক্ত মাটি। আজকাল উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে ঠিকই তবে এই উর্বরতা নির্ধারিত চাষের ক্ষেত্রে কতটা সঠিক তার নিরিখে নয়, সেটা হচ্ছে আধুনিক রাসায়নিক সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ এই সমস্ত ব্যবহারের উপর ভিত্তি করেই। যার ফলে মাটি দিনদিন অনুর্বরতার দিকেই চলে যাচ্ছে এবং মাটির স্বাস্থ্য দিনদিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা মাটির উর্বরতা বলতে বুঝি মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণ। এক্ষেত্রে জৈব কার্বন হল মাটির প্রাণ যা কিনা গ্রহণ করে বেঁচে থাকে অসংখ্য উপকারী জীবাণু বা অণুজীব। এই জীবাণু বা অণুজীব গাছ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না, যতক্ষণ না পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ মাটির ওইগুলির সঙ্গে মিশে তাদেরকে ভেঙে সহজ পুষ্টিতে এনে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

আজকাল আর আগের তুলনায় পর্যাপ্ত জৈব সারের উপযুক্ত জোগান নেই, গোরুর সংখ্যা কমে যাওয়ায় গোবরের অভাবও অনেক, ফলে জৈবসারের ঘাটতি দিনদিন বেড়েই চলেছে, আর এইক্ষেত্রে বিকল্প হিসাবে জৈব ঘাটতি মেটাতে একমাত্র সহায়ক ধইঞ্চে যা কিনা সবুজ সার হিসেবে পরিচিতি। এর ব্যবহার মাটির গঠন ও নমনীয়তা বৃদ্ধি করে, জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়, পুষ্টি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বাতাস চলাচল অনেক সহজ হয়, উপকারী জীবাণুগুলি সক্রিয় হয়, সারের অপচয় কমিয়ে আনে মাটির গভীরে থাকা পুষ্টিকে উপরে এনে গাছের গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়িয়ে তোলে, এমনকি মাটির অম্লত্ব কমাতেও সাহায্য করে, রোগপোকার আক্রমণ কম হয় এবং আগাছার উপদ্রবও কম হয়।

এত কিছু গুণ থাকার ফলে এই চাষ ও ব্যবহারকে কৃষকদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। ধইঞ্চে প্রাকবর্ষার চাষের সবচেয়ে উপযুক্ত। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের মধ্যে জমি চাষ করে সরাসরি বিঘা প্রতি ৩ কেজি বীজ ছিটিয়ে দিলেই চলবে, বীজ বোনার ৩০-৪৫ দিনের মধ্যে গাছ নরম থাকতে লাঙল অথবা পাওয়ার টিলার দিয়ে চষে মাটির সঙ্গ মিশিয়ে দিতে হবে, সেই সময়কালে জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকার কথা, রস থাকলে অতি সহজেই ১০-১৫ দিনের মধ্যে তা পচে তার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। এক বিঘা জমিতে এই চাষের ফলে ৮-১৩ কেজি নাইট্রোজেন অর্থাৎ যা কিনা প্রায় ১৮-২৮ কেজি ইউরিয়া সারের সমান। এইসব কারণে আগামী দিনে জমিকে বন্ধ্যাত্বের হাত থেকে বাঁচাতে এই চাষের দিকে ঝুঁকে তা রোধ করা জরুরি। ২ বা ৩ ফসলি জমিতে বছরে অন্তত একবার এই চাষ করে জমিকে সুস্থ ও সবল রাখতে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

আধুনিক প্রযুক্তি
পাটজাত পণ্যে কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তি

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থায় পাট চাষ দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির অভাবে এই সম্ভাবনাময় খাতটি কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল। বর্তমানে আইসিএআর-নিনফেট ও কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র দক্ষিণ দিনাজপুর-এর যৌথ উদ্যোগে 'বিকাশীয় কৃষি সংকল্প অভিযান' কর্মসূচির মাধ্যমে আবারও পাট চাষে নতুন প্রাণসঞ্চার ঘটছে। সম্প্রতি চলমান এই কর্মসূচিতে কৃষকদের আধুনিক পাট রেটিং প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যার ফলে তারা অধিক মানসম্পন্ন ফাইবার উৎপাদনে সক্ষম হচ্ছেন।

প্রচলিত রেটিং পদ্ধতিতে যেখানে ২২-২৫ দিন সময় লাগে, সেখানে 'নিনফেট-সাথি' বা 'ক্রিজাফ সোনা' নামক রেটিং অ্যাকসিলারেটর ব্যবহারে মাত্র ১২-১৫ দিনেই রেটিং সম্পন্ন করা সম্ভব। এতে সময় ও শ্রম দুটোই বাঁচে এবং ফাইবারের মানও উন্নত হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, এই প্রযুক্তির ফলে প্রতি বিঘা জমিতে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব, যা কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

তদুপরি, রেটিং প্রক্রিয়ায় প্রচলিত ভুল পদ্ধতি যেমন-কাদা বা কলাপাড়ের স্তূপি ব্যবহার এড়িয়ে, কর্কশিট ব্লক বা জলভর্তি পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এতে ফাইবারে দাগ পড়ে না এবং মানহিনতার ঝুঁকি কমে যায়।

এই প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি, পাটজাত হস্তশিল্প সামগ্রী উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালাও পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণে মহিলারা পাট দিয়ে ব্যাগ, ম্যাট, কার্পেট, গয়না ইত্যাদি তৈরি শেখার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করার সুযোগ পাচ্ছেন। এটি নারী ক্ষমতায়ন ও পারিবারিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় অনন্য অবদান রাখছে। মাঝিয়ান কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট ডঃ শিবানন্দ সিনহা জানিয়েছেন, 'আমরা প্রথমে সচেতনতা শিবির শুরু করেছি। এরপর ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ শিবির করব। আমাদের মূল লক্ষ্য পাটের রেটিং অর্থাৎ পাট পচানোর আধুনিক পদ্ধতি বিষয়ে কৃষকদের জানানো। এছাড়াও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন খরচ কমানোর কৌশল এই বিষয়েও সচেতনতা শুরু করা হয়েছে। পাটজাত পণ্যের নতুন নতুন ব্যবহার এইসবও শেখানো হবে কৃষক এবং মহিলাদের।' সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত সুজিত দাস, সুদীপ চ্যাটার্জি, হরিচরণ সরকাররা জানিয়েছেন, আমরা এই শিবির থেকে অনেক কিছু জানলাম। এরপর প্রশিক্ষণ শিবির হলে তা অবশ্যই শিখব। সার্বিকভাবে বলা যায়, আধুনিক রেটিং প্রযুক্তি ও পাটজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে পাট চাষ শুধু কৃষকের আয়ের পথ সুগম করছে না, বরং এটি একটি টেকসই কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তুলছে। এই পথ অনুসরণ করে ভবিষ্যতে পাট খাত হতে পারে কৃষি উন্নয়নের অন্যতম মডেল।

ফসলের খেতে বন্ধুপোকা কমায় উদ্বেগ

মানব সভ্যতা এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে চলেছে, পাশাপাশি স্বাভাবিক কারণেই খাদ্যের চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে আর এই চাহিদা মেটাতে নিত্যনতুন কৃষি প্রযুক্তি ও উপকরণের ব্যবহার বেড়েছে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে দেখা গেল যে মাটির উৎপাদিকা শক্তিতে টান পড়ল এবং রোগ ও পোকার আক্রমণ বেড়ে গেল। কৃষকেরা তাদের ফসল রক্ষার জন্য যথেচ্ছভাবে কীটনাশক ব্যবহার শুরু করল-এর ফলে ফসলের মধ্যে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের উপস্থিতি লক্ষ করা গেল, তার প্রভাব আমাদের শরীরেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে শুরু করল, পাশাপাশি পরিবেশেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। আমাদের পরিবেশে উপকারী কীটপতঙ্গ-মৌমাছি, ব্যাং, কেঁচো, মাছ, পাখি, সাপ ইত্যাদি কীটনাশকের প্রভাবে বিপন্ন হতে শুরু করল। এইভাবে চলতে থাকলে অচিরেই অনিবার্যভাবে আমাদেরও অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে।

এই সমস্ত বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করে কৃষিবিজ্ঞানীরা নতুন চিন্তাভাবনা করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ শুরু করলেন। তারা পর্যবেক্ষণ করলেন যে ফসল আবাদ করলে রোগপোকা লাগবেই আর রোগপোকা লাগলেই যে ফসল সব নষ্ট হয়ে যাবে তা ঠিক নয়, আবার ফসল রক্ষা করাটাও জরুরি। তারা আরও কিছু বিষয়ে দেখলেন যে প্রকৃতিতে একটা ভারসাম্য প্রাকৃতিকভাবেই ঠিক করা আছে। ফসলের খেতের মধ্যে বহু

প্রকার পোকা আছে আমরা সব পোকাকে দেখতে পাই না, সাধারণত যে পোকাগুলি আমাদের ক্ষতি করে আমরা তাদেরকেই চিহ্নিত করে রাখি বা চিনি, আর অন্য পোকাগুলি ক্ষতি করে না বলে তাদের আমরা চিহ্নিত করতে পারি না বা চিনি না।

প্রকৃতিতে বেশকিছু কীটপতঙ্গ বা প্রাণী আছে যারা প্রতিনিয়ত ফসলের ক্ষতিকারক শত্রু পোকাদের আক্রমণ করে তাদের সরাসরি মেরে ফেলে বা তাদের দেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। এরা প্রায় সকলেই মাংসাশী পোকা। এই ধরনের পোকাগুলিকে আমরা বন্ধু পোকা বলি। বন্ধুপোকাগুলি হল পরভোজী ও বিভিন্ন মিত্র জীবাণু। এরা প্রতিনিয়ত নিঃশব্দে আমাদের ফসলকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে। অথচ আমরা আশঙ্কার ভিত্তিতে নির্বিচারে কীটনাশক প্রয়োগ করে এই বন্ধুপোকাকে অজান্তেই ধ্বংস করে ফেলছি। ফলে খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে গিয়ে শত্রুপোকার আক্রমণ বাড়ছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাই এই বন্ধু পোকার সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। কৃষিবিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে দেখছেন যে ফসলের খেতে শত্রু পোকা ও বন্ধুপোকার অনুপাত যথাক্রমে ১৫ : ৩৫।

আমরা জানি অর্থনৈতিক ক্ষতিকারক সীমা হচ্ছে ওষুধ প্রয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই তা নির্ধারণের জন্য জমি পরিদর্শন এবং পোকা ও রোগের পর্যবেক্ষণ একান্তই প্রয়োজন। তাই সেগুলি সুসংহত রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণের নানা পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন-ক) পরিচর্যামূলক নিয়ন্ত্রণ খ) যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ গ) জৈবিক নিয়ন্ত্রণ ঘ) রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ। এইগুলির মধ্যে পরিবেশ রক্ষা করে বাঁচবার সবচেয়ে ভালো উপায় হল জৈবিক নিয়ন্ত্রণ, বন্ধুপোকার ক্ষতি না ফসল রক্ষার জন্য ফসলের খেতে জৈব কীটনাশক যেমন অ্যাজাডাইরেকটিন, ট্রাইকোডারমা, সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করা। এগুলি ব্যবহারের ফলে অনিষ্টকারী পোকা ও বন্ধুপোকার মধ্যে একটা প্রাকৃতিক ভারসাম্য থাকবে এছাড়াও ইনসেক্ট গ্রোথ রেগুলেটর, ফেরমেন ফাঁদ, আঠা ফাঁদ ইত্যাদির ব্যবহার বাড়াতে হবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে ফসল রক্ষার পাশাপাশি বন্ধুপোকার বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামীদিনে অস্তিত্বের সংকটময় সময় থেকে আমাদের বাঁচতে হবে।

পরিচিত আগাছার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণ

একবীজপত্রী আগাছা

কাশ

বহুবর্ষজীবী একবীজপত্রী ঘাস। অনুর্বর শুষ্ক বেলে মাটিতে এদের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। পতিত জমিতেও দেখা যায়। ১-৪ মিটার খাড়াই লম্বা হতে পারে এবং শিকড় মাটিতে জাঁকিয়ে বসে থাকে। মাটির ২-৩ মিটার নীচে শিকড় চলে যেতে পারে। গাছের দুবছর বয়সে ফুল আসে। শরৎকালে পুজোর আগে সাদা কাশ ফুলের সমারোহ সবাইকে খুশি করে। বীজ ও রাইজোমের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে।

নিয়ন্ত্রণ

- মে-জুন মাসের গরমে ট্র্যাক্টর চালিত লাঙ্গল দেওয়া ও গাছ তুলে ফেলা।
- শুকানোর পর শিকড় ও রাইজোম জড়ো করে পুড়িয়ে দেওয়া।
- অনাবাদি জমিতে ঘন করে জোয়ার ও বাজরা লাগালে কাজের হয়।
- সবসময় মাটি আচ্ছাদনকারী ফসল রাখলে নিয়ন্ত্রিত হয়।
- গাছের সক্রিয় বৃদ্ধি দশায় একাধিকবার গ্লাইফসেট স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়।

জংলা জই

একবর্ষজীবী একবীজপত্রী ঘাস। চারা অবস্থায় গম বা জই গাছের মতো দেখায়। জংলা জই পাতা যেখানে কাণ্ডের গাছে মেশে সেখানে পাতার গায়ে লিগিউল নামক অংশ থাকে। গমের চেয়ে জংলা জইয়ের লিগিউল বড়। এছাড়া জংলা জইয়ের শীষের নীচের অংশে কালো শুঁয়া এবং দানা বাদামি/কালো রংয়ের হয়।

এই আগাছাটি গম, যব, জইখেত ছাড়া শীতকালের অন্য ফসলেও সমস্যা সৃষ্টি করে। গম, যব পাকার আগে জংলা জইয়ের দানা পেকে মার্চের শেষে মাটিতে ঝরে পড়ে এবং সামনের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ফুটে নতুন চারা বার হয়। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। গোখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

নিয়ন্ত্রণ

- আগাছা মুক্ত গম, যব বীজ ব্যবহার।
- গম, যব বোনার আগে সেচ দিয়ে জংলা জই চারা বার হয়। তখন চাষ দিয়ে জমি তৈরি করলে আগাছা নষ্ট হবে।
- গম, যব চাষ না করে অন্য ফসল চাষ করলে সহজে আগাছা চিনে তুলে ফেলা যাবে।
- গম, যবখেতে জংলা জইয়ের শীষ আসার সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেললে কাজের হবে।
- আগাছা জন্মানোর পূর্বে ট্রাইঅ্যালেট অথবা আগাছা জন্মানোর পরে মেটোক্সজুরন/ট্রলকক্সিডিম/ডাইক্লোফপ-বিউটাইল/ক্লোডিনাফপ প্রোপারজিল প্রয়োগ করা হয়।

শুভায়নের নিরাপত্তায় গলদ, উঠছে অনেক প্রশ্ন

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর : বারবার নিরাপত্তার গলদ ধরা পড়লেও হেলদোল নেই প্রশাসনের। বালুরঘাটের শুভায়ন হোমের ক্ষেত্রে অন্তত এমনই অভিযোগ উঠছে।

গেট খোলা রেখে নিরাপত্তারক্ষীরা জল পান করতে চলে যাওয়ায় হোম থেকে পালিয়ে যায় দুই আবাসিক। পরে অবশ্য তারা ধরা পড়ে যায়। কিন্তু এই ঘটনার পরও তেমন কোনও পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি প্রশাসনকে। স্বাভাবিকভাবেই হোমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এমনকি এই ঘটনায় বালুরঘাট থানায় কোনও অভিযোগ পর্যন্ত দায়ের করা হয়নি। হোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। গত অগাস্ট মাসেই প্রাচীর টপকে তিন আবাসিকের পালানোর ঘটনায়, দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপত্তা সংস্থার কর্মীদের বদলে ফেলা হয়েছিল। তবে এবারের ঘটনায় ওই এজেন্সিকেই বদলে ফেলা হবে কি না তা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে চিন্তা শুরু হয়েছে। যদিও কালীপুজোর মরশুম থাকায় এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তবে গেটের পাহারায় থাকা ওই সংস্থার নিরাপত্তারক্ষীদের শুধুমাত্র শোকজ করেই দায় সেরেছে জেলা প্রশাসন। দক্ষিণ দিনাজপুর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন মন্দিরা রায় বলেন, 'চরম গাফিলতি হয়েছে। হোম থেকে কীভাবে শিশুরা বেরিয়ে যাচ্ছে, তার তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা দরকার। এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের কঠোর হতে হবে।' পুজোর ছুটি কাটলে হোম ম্যানেজমেন্ট কমিটির বৈঠক ডেকে, হোমের নিরাপত্তার ফাঁকফোকর নিয়ে আলোচনা ও পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক।

> ওই ঘটনার পর নিরাপত্তারক্ষীদের শোকজ করা হয়েছে। অফিস খুললেই এই নিয়ে বৈঠক করা হবে। প্রয়োজনে সংস্থার বদল করা হতে পারে। নিরাপত্তা নিয়ে কোনও উদাসীনতা মানা হবে না।
>
> **নীলাদ্রি মজুমদার**
> *জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক*

গত অগাস্ট মাসে প্রাচীর ও কাঁটাতার টপকে পালিয়েছিল ৩ আবাসিক। যদিও তাদের পরে মালদার মানিকচক ঘাট থেকে মালদা পুলিশের সাহায্যে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল বালুরঘাট থানার পুলিশ। কিন্তু ১৭ অক্টোবর ফের দুই আবাসিক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ওই দুই আবাসিক। খবর পেয়ে হোমের নিরাপত্তারক্ষী ও বালুরঘাট থানার পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে একজনকে হিলি মোড় থেকে ধরে। অন্যজনকে হোমের পাশের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়। পরে দুজনকেই আবার ওই সরকারি হোমে পাঠানো হয়।

বালুরঘাটের শুভায়ন হোম থেকে বিচারাধীন ও অন্যান্য আবাসিক পালানোর ঘটনা নতুন নয়। প্রতিবারই আবাসিক পালানোর ঘটনার পর প্রশাসনের তরফে হোমে নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা বলা হয়। অগাস্ট মাসের ওই কাণ্ডের পর হোমের নিরাপত্তারক্ষীদের বদল করা হয়েছিল। কিন্তু গত ১৭ অক্টোবরে ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। হোম কর্তৃপক্ষ বা হোমের নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকা সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। তবে গেটে পাহারায় থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের শোকজ করা হয়েছে।

বালুরঘাটের মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড়। ছবি : মাজিদুর সরদার

পুজোর পরেও উৎসব

আলো ঝলমল করছে পথঘাট। মণ্ডপে মণ্ডপে মায়ের আরাধনা। আর তার মাঝেই আলোর উৎসবে মেতে উঠেছে খুদেরা। ফুলঝুরি-রংমশালের আলোয় আনন্দের শেষ নেই ওদের। প্যান্ডেল হপিং আর সেলফি তুলতে ব্যস্ত তরুণ-তরুণীরাও। কালীপুজোয় মালদা শহরের অলিগলি ঘুরে এমন সব টুকরো ছবি দেখলেন **হরষিত সিংহ**

প্যান্ডেল হপিং

মাথার ওপর চড়া রোদ। সূর্য যেন গায়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছে। তবে তার মধ্যেই শাড়ি পরে বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিমা দর্শনে বেরিয়েছেন চন্দ্রাণী। পল্লিশ্রীর মণ্ডপে বান্ধবী তৃণা, সুরভীদের সঙ্গে কালীপুজোর মুহূর্তটা মোবাইলের ক্যামেরাবন্দি করতে ব্যস্ত। জহুরাতলার চন্দ্রাণী রায়ের কথায়, 'সকাল সকাল প্যান্ডেল হপিংয়ে বেরিয়ে পড়েছি। রাতে যা বাজি ফাটছে, বেরোব কী করে! তাই সকালেই চলে এসেছি।'

মশাল দৌড়

কালীপুজোয় মকদুমপুর ক্লাবের আকর্ষণ মশাল দৌড়। মশাল দৌড়ের মাধ্যমেই এই পুজোর সূচনা হয়। এবছর পুজোর থিম ডুগডুগি গুহা। পুজো কমিটির সম্পাদক দুর্জয় সাহার কথায়, 'পাঁচদিন ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে।' তমালিকা ঘোষ নামে এক তরুণী বলেন, 'আমাদের শহরে ভালো পুজো হয় বেশ কয়েকটি। মণ্ডপগুলো বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। সেগুলোই দেখতে বেরিয়েছি।'

বিগ বাজেট

মালদা শহরের বিগ বাজেটের কালীপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম পল্লিশ্রী ৮৬। এবছর পুজোর থিম 'রাজস্থানের সংস্কৃতি'। পুজোমণ্ডপে রাজস্থানের সংস্কৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এবছর পুজোর বাজেট প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। পুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে বলে জানালেন পুজো কমিটির সম্পাদক সরোজ নাথ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

কালীপুজো হয়ে গেলেও শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির কোথাও তিনদিন কোথাও ৭ দিনব্যাপী চলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ বছরও পুজো উদ্যোক্তারা স্থানীয়-বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই পুজোর কয়েকদিন কাটবে দর্শনার্থীদের। শহরের বাসিন্দাদের। প্রতিমা, মণ্ডপ দেখার পাশাপাশি সাধারণ মানুষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখার জন্য ভিড় করে থাকেন পুজোমণ্ডপগুলিতে। কোথাও ২৩ আবার কোথাও ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সেজেছে শহর

আলোর তোরণে সেজে উঠেছে মালদা শহরে অলিগলি। কালীপুজোয় ঝলঝলিয়া থেকে শুরু করে মকদুমপুর, পল্লিশ্রী মাঠ সংলগ্ন জাতীয় সড়ক আলোয় সেজে উঠেছে। সন্ধ্যা হলেই আলোর ঝলকানি নজর কাড়ছে

আকর্ষণ থিমে

মালদা শহরে ঝলঝলিয়ায় একাধিক বড় থিমের পুজো হয়। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুবক বৃন্দ ও তিন মূর্তি ক্লাবের পুজো। এবার যুবক বৃন্দ ক্লাবের পুজোর থিম 'ত্রিনয়ন'। মাটির প্রদীপ সহ মাটির নানা সামগ্রী দিয়ে মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। গোটা মণ্ডপ টেরাকোটা শিল্পে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এদিকে, তিন মূর্তি ক্লাবের থিম 'শিশু বেলা'। শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন মডেল রয়েছে মণ্ডপে। কাউন্সিলার তথা পুজোর উদ্যোক্তা গৌতম দাস বলেন, 'ঝলঝলিয়া এলাকায় কালীপুজোর সুনাম রয়েছে। এবছরও দর্শনার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় থিম তুলে ধরা হয়েছে। আশা করছি, এই থিম সকলের ভালো লাগবে।'

দাম বৃদ্ধি ও খাজনার জোড়া চাপে জেরবার

বিপাকে বুনিয়াদপুরের ছটব্রতীরা

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ২১ অক্টোবর : ছটপুজোর সামগ্রী কিনতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে বুনিয়াদপুরের ছটব্রতীদের। প্রয়োজনীয় ডালা, কুলো আর অন্যান্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পেয়ে গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। আগের বছর যেখানে মাঝারি ও বড় ডালার দাম ছিল যথাক্রমে ৭০ এবং ১০০ টাকা। এই বছর সেই ডালা কিনতে হচ্ছে ১৫০ থেকে ২০০ টাকায়। পুজো সামগ্রীর এই দাম দেখে মঙ্গলবার বুনিয়াদপুরের সরাইহাটে আসা ব্রতীদের চক্ষু চড়কগাছ! কিন্তু ভোগান্তির এখানেই শেষ নয়।

পুজো সামগ্রী কেনার পর ক্রেতাদের ১০ টাকা করে অতিরিক্ত মাশুল গুনতে হচ্ছে। এই অতিরিক্ত টাকা বা 'খাজনা' জমা দিতে হচ্ছে হাট কমিটির কাছে। খাজনা না দিলে পুজোর সামগ্রী ক্রেতাদের হাট থেকে বাড়িতে নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এই দাম বৃদ্ধি এবং খাজনা আদায় নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে জন্মেছে ক্ষোভ।

অভিযোগের সুরে পাথরঘাটার উত্তম পাল বলেন, 'সরাইহাটে ডালা, কুলো কিনতে এসেছি। গতবারের তুলনায় এবারের দাম প্রায় দ্বিগুণ। তার উপরে কেনার পর খাজনা দিতে হচ্ছে।' তিনি যোগ করেন, 'দৌলতপুর ও দেউতলা হাটে কিন্তু এইভাবে খাজনা দিতে হয় না। আমরা তো জিনিস কিনছি, আলাদা করে খাজনা কেন দেব?' সাফাই দিতে গিয়ে হাট কমিটির তরফে অরুণ সরকার বলেন, 'বহু বছর ধরে মালদা জেলার বিভিন্ন বড় হাটে ক্রেতাদের কাছ থেকে খাজনা নেওয়া হয়। তাই আমরাও ক্রেতাদের থেকে খাজনা নিই।'

এদিন সকাল থেকেই ভিড় উপচে পড়েছিল সরাই হাটে। ডালা ও কুলোর দামের পাশাপাশি নারকেল এবং অন্যান্য সামগ্রীর দামও প্রায় আকাশ ছুঁইছুঁই। কুলোর দাম আগের বছর ছিল ৭০ থেকে ৮০ টাকা। এই বছর কুলোর দর ১৫০ টাকার ওপরে। আগের বছর এক পিস নারকেলের দাম ছিল ৫০ টাকা। এই বছর সেই দাম সেঞ্চুরিতে পৌঁছে গিয়েছে। ব্যবসায়ী সুকুমার দাস বলেন, 'আমাদের হাটে বসার জন্য জায়গার ভাড়া দিতে হয়। এছাড়াও বাঁশ ও কাঁচামালের দাম বেড়েছে,

সরাইহাটে ছটের ডালা কেনার ভিড়।

নাভিশ্বাস

- গত বছর মাঝারি ও বড় ডালার দাম ছিল যথাক্রমে ৭০ এবং ১০০ টাকা, এই বছর সেই ডালা কিনতে হচ্ছে ১৫০ থেকে ২০০ টাকায়
- নারকেলের দাম গত বছর ছিল ৫০ টাকা, এবার বেড়ে হয়েছে ১০০ টাকা
- কুলোর দাম আগের বছর ছিল ৭০ থেকে ৮০ টাকা, এই বছর কুলোর দর ১৫০ টাকার ওপরে
- কেনাকাটার পর ক্রেতাদের হাট কমিটিকে ১০ টাকা করে খাজনা দিতে হচ্ছে

তাই ডালা, কুলোর দাম বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। অধিকাংশ শ্রমিক ভিনরাজ্যে চলে যাওয়ায় শ্রমিকের অভাব। ফলে অধিক মূল্য দিয়ে শ্রমিকদের কাজে লাগাতে হয়। এই কারণেই দাম বৃদ্ধি করতে আমরা বাধ্য হয়েছি।'

এদিন হাটে এসেছিলেন দেউড়িয়া গ্রামের ঊর্মিলা চৌধুরী। তিনি বলেন, 'আগের বারের তুলনায় এই বছর সবকিছুর ডাবল দাম।' খাজনা নিয়ে প্রশ্ন করায় মুখে বিরক্তির স্পষ্ট ছাপ নিয়ে তিনি বলেন, 'কী আর করব! বাধ্য হয়ে ছোট ডালা এবং কুলো কেনার পর অতিরিক্ত ১০ টাকা খাজনা দিয়ে ঘরে ফিরছি।' পুর প্রশাসক কমল সরকার বলেন, 'খাজনা নিয়ে এখনও কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি। অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মালদায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে আনারস বিক্রি। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

পুলিশ শহিদ স্মৃতি দিবস

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর : বালুরঘাটে পালিত হল পুলিশ শহিদ স্মৃতি দিবস। মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ লাইনে এই শহিদ স্মৃতি দিবস পালিত হয়। ১৯৫৯ সালে এই দিনে চিনা সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে শহিদ হয়েছিলেন ১০ জন ভারতীয় পুলিশকর্মী। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে ১৯৬০ সাল থেকে প্রতিবছর সরকারিভাবে এই দিনটি পালন করা হয়। ২০১২ সাল থেকে জাতীয় স্তরে শুরু হয় এই দিনটির উদযাপন। শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। উপস্থিত ছিলেন অন্য পুলিশকর্তারাও।

দীপালি উৎসব ফিকে রায়গঞ্জে

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ২১ অক্টোবর : সামনে দর্শকরা নিশ্চুপ হয়ে শুনছেন। বিতর্ক প্রতিযোগিতার মঞ্চে এক প্রতিযোগী জ্বালাময়ী বক্তব্য পেশ করছেন। আর এর মধ্যেই প্রতিযোগীর নির্দিষ্ট কোনও কথায় বা বাক্যে দর্শকদের মধ্যে হাততালির রোল। 'আহা! সাধু, সাধু।' বলে প্রতিযোগীর প্রশংসা করছেন দর্শকবৃন্দ। বছরকয়েক (১২-১৪ বছর) আগেও দীপালি উৎসব উপলক্ষ্যে শহর ও সংলগ্ন এলাকার পুজো কমিটির আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় এই দৃশ্য ধরা পড়ত।

এখন বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রায় উঠেই গিয়েছে। একই দৃশ্য তাৎক্ষণিক বক্তৃতার ক্ষেত্রেও। চিরকুট থেকে বিষয় জানার পর পাঁচ মিনিট ভাবার সময় নিয়ে সেই বিষয়ে বক্তব্য পেশ। বাড়তি পাওনা দর্শকদের হাততালি। শহরের দেবীনগর কালীবাড়ি, বয়েজ ক্লাব, দেহশ্রী ব্যায়ামাগার, নবোদিত সংঘ, শহর সংলগ্ন উদয়ন স্পোর্টিং ক্লাব ইত্যাদি জায়গায় দীপালি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর। এবছর শুধুমাত্র নৃত্য আর সংগীত পরিবেশনে অংশ নিতে দেখা গিয়েছে। টিকে রয়েছে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। মূলত এই দুই-তিনটি ইভেন্টেই ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করছে।

এছরের আয়োজন নিয়ে কথা হচ্ছিল শ্রীপর্ণা দত্তের সঙ্গে। তিনি বিগত দিনে রায়গঞ্জের দীপালি উৎসবে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন। এদিন তিনি বললেন, 'আবৃত্তির প্রতিযোগী কমেছে এমনটা বলা যাবে না। তবে গুণগত মান যে কমেছে একথা বলতে দ্বিধা নেই। আয়োজকরা আগে থেকেই যোগাযোগ করেন সেক্ষেত্রে প্রতিযোগীর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।'

আরেক বিচারক শুভব্রত লাহিড়িও। তাঁর কথায়, 'একসময় আমি নিজে এই সমস্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি। পরবর্তীতে বিচারক থেকেছি। এখনও অনেক জায়গায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করি। কিন্তু ছেলেমেয়েদের মধ্যে আর আগের মতো আগ্রহ দেখতে পাই না।'

এখন শহরের দীপালি উৎসবে

> প্রতিযোগিতার গুণগত মান কমেছে একথা বলতে দ্বিধা নেই। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে গান, নাচ, আবৃত্তি শেখানো হয় সেখানে যদি আয়োজকরা আগে থেকেই যোগাযোগ করেন সেক্ষেত্রে প্রতিযোগীর সংখ্যা বাড়তে পারে।
>
> **শ্রীপর্ণা দত্ত** *বিচারক*

শ্রোতাদেরও আর সেভাবে দেখা মেলে না। শুধুমাত্র যারা অংশগ্রহণ করে তাদের অভিভাবকরাই মূলত শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকেন। শিক্ষক কৌশিক চক্রবর্তী বলেন, 'ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার চাপ বেড়েছে। অভিভাবকরা চান না যে, তাঁদের সন্তান সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিতে অংশ নিক। অভিভাবকরা এটা বুঝতে পারছেন না যে এই ধরনের কার্যাবলিগুলো মানসিক উন্নয়নের জন্য ভীষণ উপযোগী।'

ভোররাতে পালকিতে নিরঞ্জন কুলিক নদীতে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২১ অক্টোবর : গতবছর পর্যন্ত রায়গঞ্জের দেবীনগর কালীবাড়ির প্রতিমা ঘাড়ে করে নিরঞ্জনের জন্য নিয়ে যেতেন ভক্তরা। শেষবারের জন্য মায়ের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিতে হুড়োহুড়ি লেগে যেত। ভিড়ের চাপে যাঁরা সেই সুযোগ পেতেন না, মন খারাপ হয়ে যেত তাঁদের। এবারই প্রথম পালকি করে দেবীনগর কালীবাড়ির মাতৃপ্রতিমা নিরঞ্জন হল। পালকি কাঁধে নেওয়ার জন্য ভক্তদের মধ্যে হইচই শুরু হয়েছিল বটে, তবে শেষমেশ নির্বিঘ্নেই কুলিক নদীতে নিরঞ্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে প্রণাম করতে পারায় ভক্তদের আক্ষেপও অনেকাংশে মিটেছে।

সোমবার দীপান্বিতা অমাবস্যার রাতে উত্তর দিনাজপুর জেলার আপামর সাধারণ মানুষ আলোর উৎসবে মেতে উঠেছিলেন। দেবীনগর কালীবাড়ির পুজো জেলার প্রাচীনতম কালীপুজোর মধ্যে অন্যতম। প্রত্যেক বছর সেখানে প্রচুর ভক্তসমাগম হয়। এই পুজোর বিশেষত্ব, দেবী কখনও সূর্যের মুখ দেখেন না। খোলা আকাশের নীচে মায়ের পুজো হয়। রীতি মেনে সোমবার ভোর থেকে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। সূর্যাস্তের পর মায়ের মূর্তি নিয়ে আসা হয় মন্দিরে। এরপর চলে সাজিয়ে তোলার প্রক্রিয়া। ভোররাতে পুজো শেষ হলে, সমস্ত গয়না খুলে রেখে পালকি করে দেবীকে নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নিয়ে যান ভক্তবৃন্দ। মঙ্গলবার সূর্যোদয়ের আগে প্রতিমা

পালকি করে প্রতিমা নিরঞ্জন। -সংবাদচিত্র

নিরঞ্জন সম্পন্ন হয়েছে।

প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরে চলে আসা ওই পুজোয় এবারই প্রথম পালকি করে মা কালীর প্রতিমা কুমোরটুলি থেকে মণ্ডপে নিয়ে আসা হল ও পুজো শেষে পালকি করে কুলিক নদীতে নিরঞ্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হল। নিরঞ্জন যাত্রায় অংশ নেন কয়েকশো ভক্ত। ভক্তদের কথা ভেবেই দেবীনগর কালীবাড়ি ট্রাস্টি বোর্ডের তরফে পালকিতে নিরঞ্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌরশংকর মিত্র জানিয়েছেন, আগামী বছরেও সুসজ্জিত শোভাযাত্রার মাধ্যমে পালকি করেই নিরঞ্জন করা হবে।

> ঐতিহ্য ও রীতি বজায় রেখে দেবীনগর কালীবাড়িতে পুজো হয়। তবে এবার ব্যতিক্রমী দৃশ্য চোখে পড়েছে। পালকি করে নদীতে নিয়ে যাওয়ায় সুষ্ঠুভাবে নিরঞ্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। দীর্ঘ ৬৫ বছরের পর বিরল দৃশ্য দেখলাম।
>
> **উত্তম মিত্র** ভক্ত

নিরঞ্জনে অংশ নেন কৌশিক দত্ত নামে এক ভক্ত। তিনি পালকি কাঁধে নিয়ে কুলকি নদী পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আরেক ভক্ত উত্তম মিত্র পালকি কাঁধে না নিলেও নিরঞ্জনযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কথায়, 'ঐতিহ্য ও রীতি বজায় রেখে দেবীনগর কালীবাড়িতে পুজো হয়। তবে এবার ব্যতিক্রমী দৃশ্য চোখে পড়েছে। পালকি করে নদীতে নিয়ে যাওয়ায় সুষ্ঠুভাবে নিরঞ্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। দীর্ঘ ৬৫ বছরের পর বিরল দৃশ্য দেখলাম।' মন্দিরের এক পূজারি সুজিত গোস্বামী জানালেন, আগে মন্দিরের পাশের পুকুরে নিরঞ্জন হত। তবে গত কয়েক বছর ধরে কুলিক নদীতেই মাকে বিসর্জন দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদে উদ্বেগে পরিবার

নিখোঁজ দুই ফুল ব্যবসায়ী

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ২১ অক্টোবর : দিনকয়েক আগে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর মহকুমার অন্তর্গত হরিহরপাড়া এলাকার তাজপুর দাসপাড়ার দুই ফুল ব্যবসায়ী বাড়তি রোজগারের আশায় শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। এরপর রহস্যজনকভাবে তাঁরা নিখোঁজ হয়ে যান। প্রথম ক'দিন পরিবারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ থাকলেও আচমকা তাঁদের ফোন বন্ধ হয়ে যায়। এনিয়ে উদ্বিগ্ন তাঁদের পরিবার। নিখোঁজ দুই ফুল ব্যবসায়ী শ্যামল ও সনাতন দাসের পরিবার স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে। এই ঘটনায় মঙ্গলবার এলাকায় প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুই অসহায় পরিবারের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন এলাকার বিধায়ক নিয়ামত শেখ।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, তাজপুর দাসপাড়া এলাকার ওই দুই বাসিন্দা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন উৎসবের আগে দূরদূরান্তে গিয়ে মরশুমি ফুল থেকে শুরু করে ছোটদের নানান ধরনের খেলনার ব্যবসা করে আসছেন। পরিবারে বৃদ্ধ বাবা-মা নিয়ে তাঁদের সংসার। তেমনই, সপ্তাহ দুয়েক আগে বাড়তি উপার্জনের আশায় শ্যামল আর সনাতন দাস মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ হয়ে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। এই পর্যন্ত সব ঠিক থাকলেও, এরপরই ঘটে বিপত্তি। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, প্রথম কয়েকদিন দিব্যি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে ফুল বিক্রি সহ ছোটদের খেলনার পসরা নিয়ে বসেছিলেন তাঁরা। এমনকি পরিবারের লোকের সঙ্গে তাঁদের মোবাইল ফোনে নিয়মিত যোগাযোগও ছিল। ব্যবসায়ী শ্যামল দাসের বাবা সদানন্দ দাস বলেন, 'ছেলে ফি বছর এই উৎসবের মরশুমে ফুলের ব্যবসার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মেলায় গিয়ে বিক্রিবাটা করে। সেইমতো এবারও গ্রামের কয়েকজন মিলে উত্তরবঙ্গে পাড়ি দিয়েছিল। সেখানে পৌঁছানোর পর প্রতি রাতে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগও করত। কিন্তু, হঠাৎ করেই ওর সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' বিষয়টি জানতে পেরে হরিহরপাড়া এলাকার বিধায়ক নিয়ামত শেখ ওই দুই পরিবারের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এদিন তিনি বলেন, 'চারিদিকে উৎসব চলছে। প্রান্তিক ব্যবসায়ীরা এই সময় কিছু বাড়তি রোজগারের আশায় নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে দূরদূরান্তে পড়ে রয়েছে। হঠাৎ কী করে গ্রামের এই দুই তরুণ নিখোঁজ হয়ে গেল, সেটা বুঝতে পারছি না।' অন্যদিকে, কার্যত ভেঙে পড়েছেন সনাতনের বাবা, যাদব দাস। তিনি বলেন, 'চারিদিকে সকলে উৎসব আনন্দে মেতে রয়েছে। অথচ, এই আনন্দের দিনে ছেলেকে খুঁজে পাচ্ছি না। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাতে পারছি না। ওদের কী বলে সান্ত্বনা দেব, তাও জানি না।'

কী ঘটেছে

- হরিহরপাড়া এলাকার তাজপুর দাসপাড়ার দুই ফুল ব্যবসায়ী বাড়তি রোজগারের আশায় শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন
- তবে রহস্যজনকভাবে তাঁরা নিখোঁজ হয়ে যান
- আচমকা তাঁদের ফোন বন্ধ হয়ে যায়

বাজি পোড়ানোয় মারধর

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২১ অক্টোবর : সোমবার রাত প্রায় একটা। রেল গুমটি এলাকায় পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের প্রতিবেশী কয়েকজন কিশোর-কিশোরী তখন বাজি ফাটাচ্ছিল। সেই সময় হাফ প্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি ও মাথায় ফেট্টি বেঁধে হাতে লাঠি নিয়ে সেখানে হাজির হলেন খোদ পুলিশ সুপার! বাজি ফাটানোর 'অপরাধে' প্রতিবেশী মহিলা ও শিশুদের বেধড়ক পেটালেন তিনি। বুধবার এরকমই একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনেছেন আক্রান্তরা (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। রাতেই পাঁচজন শিশু সহ মোট সাতজনের এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়।

কখনও দিল্লি পুলিশের দিনহাটায় অভিযানের কথা গোপন রাখা, আবার কখনও ডিএসপি পদমর্যাদার আধিকারিককে কাজে না লাগানোর অভিযোগে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর তিরস্কারের মুখে পড়েছিলেন এই পুলিশ সুপার। এবার প্রতিবেশীদের পিটিয়ে ফের বিতর্কে জড়ালেন দ্যুতিমান।

মঙ্গলবার হাতে, পায়ে কালশিটে দাগ নিয়ে আক্রান্তরা রেলগুমটি এলাকায় পুলিশ সুপারের বাংলোর সামনে জমায়েত করেন। পুলিশ সুপারের পদত্যাগের দাবি তুলে বিকেলে বাংলোর সামনে পথ অবরোধ করা হয়। কয়েক মিনিট অবরোধ চলার পরই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনার নেতৃত্বে পুলিশের বিশালবাহিনী গিয়ে লাঠিচার্জ করে অবরোধ তুলে দেয়। তিনজন মহিলা সহ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সোমবার রাতের মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পুলিশ সুপার। তাঁর পালটা দাবি, বাংলোর পাশে সন্ধ্যা থেকেই একটানা বাজি ফাটানো হচ্ছিল। এমনকি বাংলোর ভেতরে বাজি ছুড়ে ফেলা হয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে পুলিশ একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনে। যেখানে দেখা যায় প্রতিবেশীরা রাত সাড়ে বারোটার পরেও বাজি ফাটাচ্ছিলেন। গভীর রাতে বাজি ফাটানোয় তাঁদের সচেতনতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এদিন পুলিশ সুপার বলেছেন, 'রাত প্রায় একটা পর্যন্ত বাজি ফাটানো হয়েছে। আমার পোষ্য কুকুরগুলো চিৎকার করে করে পাগল হয়ে যাচ্ছিল। নিরাপত্তারক্ষীদের দিয়ে বারবার বাজি ফাটাতে বারণ করা হলেও তারা কোনও কথা শোনেনি। মারধরের কোনও ঘটনা ঘটেনি। তাদের বাজি ফাটাতে বারণ করা হয়েছিল।'

এদিন তাঁর বাংলোয় ছুড়ে দেওয়া বাজি সাংবাদিকদের দেখান পুলিশ সুপার। সেখানে একটি পোড়া চরকি দেখা যায়। আরও দুটি বাজি সেখানে দেখা গিয়েছে। যদিও তার সলতেতে আগুন ধরানোর চিহ্ন ছিল না। অর্থাৎ সেই বাজি দুটি পোড়ানো হয়নি। পুলিশ সুপারের স্ত্রী রোশনি দাস ভট্টাচার্যের কথায়, 'একটানা বাজি ফাটিয়েই চলেছিল ওরা। অনেক বয়স্ক মানুষ রয়েছেন। পোষ্যরা রয়েছে। গভীর রাতে এভাবে বাজি ফাটানো উচিত নয়। শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে প্রত্যেকেরই সরব হওয়া উচিত।'

বিতর্কে পুলিশ সুপার

পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ তুলে ঘটনাস্থলে থাকা প্রতিবেশী মহিলা তথা পেশায় আইনজীবী মল্লিকা কার্জি বলেন, 'পুলিশ সুপার নিজে রাতে এসে আমাদের মারধর করেছেন। আমাদের বাড়ির সিসিটিভিতে সব ধরা পড়েছে। ওঁর বাংলোয় বাজি ছুড়ে ফেলা হয়েছে বলে উনি যে অভিযোগ তুলেছেন তা মিথ্যে। পুলিশ সুপারের বাংলোতে প্রচুর সিসিটিভি থাকার কথা। তাহলে উনি সেটা প্রকাশ্যে আনুন। তাহলেই স্পষ্ট হবে বাজি ছোড়া হয়েছে কি না।' তাঁর সংযোজন, 'কোনও মহিলা পুলিশ ছিলেন না। অথচ পুলিশ সুপার নিজে আমাকে মারধর করেছেন। ছোট বাচ্চাদের মারতে ওঁর একটুও হাত কাঁপেনি। আমরা বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব।'

মল্লিকাদেবীর স্বামী পেশায় শিক্ষক পার্থ রায় অভিযোগ করে বলেছেন, 'আমার দুই ছেলে, মেয়ে ও তাদের বন্ধুরা বাড়ির সামনে বাজি পোড়াচ্ছিল। আমরা সামনেই ছিলাম। হঠাৎ মাথায় গুন্ডাদের মতো ফেট্টি বেঁধে স্যান্ডো গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট পরে পুলিশ সুপার নিজে এসে বেধড়ক মারধর করতে শুরু করেন। একটি স্কুটি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যান। বাজি পোড়ানোতে যদি সমস্যা হয় উনি আমাদের একবার জানালেই আমরা ছোটদের বারণ করতাম। কিন্তু উনি কিছু না জানিয়েই নিজে এসে মারধর শুরু করলেন। তার সঙ্গে আরও অনেকেই ছিলেন। একজন বাদে কেউই পুলিশের পোশাকে ছিলেন না।'

মোথাবাড়িতে পাগলিকালী পুজোয় ভক্তের ঢল। মঙ্গলবার। ছবি : সেনাউল হক

ছেলেধরা

প্রথম পাতার পর

বেধড়ক মার দিয়েছেন গ্রামবাসী, তদন্তে প্রাথমিকভাবে এমনটাই জেনেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চণ্ডীপুর এলাকার ওই দুই তরুণ এদিন সকালে মোটরবাইকে করে পাশের গ্রাম রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়েছিলেন তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সেখানে যাওয়ার পথে তাঁরা দেখেন উত্তর সালদহের একটি পুকুরে মাছ ধরা চলছে। মাছ ধরা দেখতে তাঁরা রাস্তায় বাইক রেখে পুকুরের কাছাকাছি যান। ফিরে এসে দেখেন বাইকে চাবি নেই। সেসময়ই কিছুটা দূরে খেলতে থাকা কয়েকটি ছেলেকে চাবির পরিবর্তে চকোলেটের আশ্বাস দেন। একই সময়ে রাস্তা দিয়ে যাওয়া গ্রামের কয়েকজনের কানে যায় চকোলেটের কথা। অচেনা দুই তরুণের মুখে চকোলেটের কথা শুনে ছেলেধরা সন্দেহ হয় তাঁদের। আটকে রাখা হয় দুই তরুণকে। ধরা পড়েছে ছেলেধরা, মুহূর্তে খবর রটে যায় গ্রামে।।

আশপাশের কয়েকটি গ্রামের লোকজন ভিড় জমান এবং ওই দুই তরুণকে ঘোরট গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেই চলে জেরা এবং মারধর। যা জানতে পেরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। গ্রামবাসীদের শান্ত করার পাশাপাশি ওই দুই তরুণকে উদ্ধার করে পুলিশ।

হরিশ্চন্দ্রপুরের আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে নিছক সন্দেহের বশে একটি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আমরা ওই দুই তরুণকে উদ্ধার করে এনেছি। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ডাবলু রজকের বক্তব্য, 'পুলিশের তৎপরতায় ওই দুই তরুণের প্রাণরক্ষা হয়েছে। গুজবের জেরে অনেক কিছু হতে পারত। পরপর দুটি শিশু অপহরণের জেরে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন। তার জন্যই এমন ঘটনা ঘটছে। নিজেদের হাতে আইন তুলে না নিয়ে কিছু সন্দেহজনক মনে হলে সকলে যাতে পুলিশকে জানান, সেই বার্তা দেব আমরা।'

অভিযোগ

পতিরাম, ২১ অক্টোবর : পায়ে গুলি লাগার ৬ দিন পর পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন আক্রান্ত মহিলার মা।

প্রসঙ্গত, বুধবার রাতে মাদারগঞ্জ হাটখোলা এলাকায় বাড়ির সামনে স্বামীর সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন শম্পা বেসরা নামে এক বধূ। সেই সময় হঠাৎ একটি গুলি এসে শম্পার পায়ে লাগে বলে অভিযোগ পরিবারের। এই নিয়ে মঙ্গলবার শম্পার মা পতিরাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

পৃথিবীর পাঠশালা

ক্যানসার মারবে হার্পিস ভাইরাস

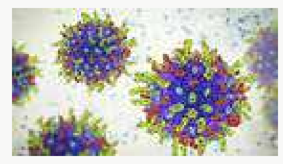

মেলানোমা, যা ত্বকের অন্যতম মারাত্মক ক্যানসার, তাকে নিশানা করতে বিজ্ঞানীরা এবার হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাসকে জিনগতভাবে পরিবর্তন করেছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে ট্যালিমোজিন লাহেরপারভেচ (টি-ভেক)। এই ভাইরাসটি বেছে বেছে শুধুমাত্র টিউমারের কোষগুলিকে আক্রমণ করে এবং ধ্বংস করে। এর পাশাপাশি এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আরও শক্তিশালী করে তোলে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গিয়েছে, এই টি-ভেক থেরাপি এমন রোগীদের টিউমারকেও সঙ্কুচিত করেছে, যাঁদের ক্ষেত্রে প্রথাগত চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছিল। জীবনদায়ী চিকিৎসা হিসেবে এটি বর্তমানে বেশ কয়েকটি দেশে বৃহত্তর অনুমোদনের জন্য পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যে ভাইরাস একসময় কেবল ঠোঁটে ঘা তৈরি করত, সেই ভাইরাসই হয়তো অদূরভবিষ্যতে জীবনদায়ী ক্যানসারের ওষুধ হয়ে উঠবে- বায়োমেডিকেল বিজ্ঞানে এটি এক অসাধারণ মোড়।

জীবনের সঙ্গী ভলভো

ইর্ভ গর্ডন, নিউ ইয়র্কের অবসরপ্রাপ্ত এক বিজ্ঞান শিক্ষক, তাঁর ১৯৬৬ সালের ভলভো পি ১৮০০ গাড়িটিকে নিয়ে ইতিহাস গড়েছেন। একাই একই গাড়িতে তিনি চালিয়েছেন ৩২ লক্ষ মাইলেরও বেশি- যা একক মালিকের ক্ষেত্রে এক বিশ্ব রেকর্ড! দশকের পর দশক ধরে তিনি বছরে প্রায় ১ লক্ষ মাইল গাড়ি চালিয়েছেন, ঘুরেছেন উত্তর আমেরিকা আর ইউরোপের নানা প্রান্তে। গাড়িটি যখন ৩০ লক্ষ মাইল অতিক্রম করে, তখন রসিক ইর্ভ ভলভো কোম্পানিকে মজা করে বলেছিলেন, গাড়িটি মাইল প্রতি ১ ডলার দামে বিক্রি করে দেবেন-অর্থাৎ ৩০ লক্ষ ডলারে! যদিও গাড়ি কোম্পানিটি সেই প্রস্তাব বিনয়ের সঙ্গে ফিরিয়ে দেয়। ইর্ভ ২০১৮ সালে মারা যান, কিন্তু তাঁর সেই ভলভো গাড়িটি আজও অসামান্য ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ব্যক্তিগত নিষ্ঠার এক প্রতীক হয়ে রয়েছে। এটি সত্যি দেখাল, একটি গাড়ি শুধু যান নয়, তা জীবনের সঙ্গীও হতে পারে।

দুবাইয়ের স্মার্ট পাম গাছ

দুবাইয়ের ভবিষ্যতের উপযোগী জন-পরিকাঠামো এখন আরও স্মার্ট হয়েছে সোলার স্মার্ট পাম-এর কল্যাণে। এগুলি হল কৃত্রিম গাছ, যা বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই, ডিভাইস চার্জিং, আবহাওয়ার তথ্য এবং ছায়া সরবরাহ করে। এই হাই টেক স্থাপনাগুলি সম্পূর্ণ সৌর প্যানেল দ্বারা চালিত এবং পার্ক ও সৈকতজুড়ে দ্রুত বসানো হচ্ছে। প্রতিটি স্মার্ট পাম বিনামূল্যে হাইস্পিড ইন্টারনেট, ইউএসবি চার্জিং পোর্ট, তথ্য দেখানোর স্ক্রিন এবং পরিবেশ পর্যবেক্ষণের সরঞ্জাম দেয়। এগুলিকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে দেখতে অনেকটা আসল পাম গাছের মতো লাগে এবং শহরের নান্দনিকতার সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশে যায়। এটি শহুরে নকশায় প্রযুক্তিকে যুক্ত করার এক চমৎকার উদাহরণ, যা স্থায়িত্ব, উপযোগিতা আর উদ্ভাবনকে একটি নজরকাড়া সমাধানের মধ্যে নিয়ে এসেছে।

জল-সমস্যার সৌর সমাধান

জলকে নোনতা থেকে মিষ্টি করার প্রক্রিয়া সবসময়ই খুব ব্যয়বহুল এবং প্রচুর শক্তির অপচয়কারী ছিল, অবশ্য এতদিন পর্যন্ত। কিন্তু আমেরিকার এমআইটি'র বিজ্ঞানীরা এবার একটি সৌরশক্তিচালিত ডিস্যালিনেটর তৈরি করেছেন, যা বিদ্যুৎ ছাড়াই সমুদ্রের জলকে পরিস্রুত পানীয় জলে পরিণত করে। এটি কাজ করে কেবল সূর্যের আলো এবং প্যাসিভ থার্মাল সাইকেলের মাধ্যমে। যন্ত্রটি প্রকৃতিতে জলের চক্রকে নকল করে তৈরি। এতে কোনও চলন্ত অংশ নেই, অথচ এর দক্ষতা আকাশছোঁয়া এবং কার্বন ফুটপ্রিন্ট শূন্য। ফলে এটি দূরবর্তী উপকূলীয় অঞ্চল বা দুর্যোগ-কবলিত এলাকার জন্য একেবারে আদর্শ। বিশ্বজুড়ে যখন জলের অভাব বাড়ছে, তখন এই উদ্ভাবনটি একটি টেকসই সমাধান নিয়ে এল।

বিষাক্ত বাতাসে

প্রথম পাতার পর

ফলে একের উচ্ছ্বাসের খেসারত দিতে হয়েছে অন্য মানুষ এমনকি প্রাণীদেরও।

শুধু শিলিগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গের কমবেশি সব শহরের বাতাসের এখন বিপজ্জনক অবস্থা। অক্সিজেনের বদলে বিষাক্ত বাতাস ঢুকছে মানুষ ও প্রাণীর শরীরে। মঙ্গলবার দুপুরে মালদার আঞ্চলিক পরিবেশ দপ্তরের বোর্ডে একিউআইয়ের মাত্রা দেখায় ১৫৮। সোমবার গভীর রাতে যা ছিল ২১২-তে। শব্দ দূষণের মাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল ১৫০-র কাছাকাছি।

পরিবেশ উচ্ছন্নে গেলেও চুপ পরিবেশ দপ্তরের কর্তারা। তাঁদের সাফাই, 'ডিসপ্লে বোর্ডে সব দেওয়া রয়েছে।' শব্দবাজির তাণ্ডব পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যর্থতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। মালদা শহরের প্রবীণ বাসিন্দা তপন হালদারের হৃদযন্ত্রে সমস্যা আছে। তিনি বলেন, 'সোমবার রাতে যে হারে বাজি ফেটেছে, তাতে ভয়ে ছিলাম। কিন্তু কী করছিল পুলিশ? তাহলে সবুজ বাজির বাজার বসিয়ে লাভ কী?'

অথচ পরিস্থিতি কতটা ভয়ংকর, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের সুপার কল্যাণ খান। তাঁর কথায়, 'যাঁদের আগে সমস্যা ছিল না, তাঁরা নতুন করে সমস্যায় পড়তে পারেন। শিশু এবং বয়স্করা সবথেকে আশঙ্কাজনক বয়সসীমায় রয়েছেন। হার্ট এবং ফুসফুসের সমস্যা ছাড়াও বাজির অতিরিক্ত শব্দে কানের পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

মেডিকেল সুপারের বক্তব্য, বাজি ফাটলে যে ধোঁয়া তৈরি হয়, তাতে ভাসমান বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান বিভিন্ন ধরনের পালমোনারি এবং রেসপিরেটরি সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জলপাইগুড়িতে রাতভর বাজির তাণ্ডবের কারণে মঙ্গলবার ভোর ৫টাতেও একিউআই ১৮২-তে উঠে গিয়েছিল। তুলনামূলকভাবে অন্য দূষণের উৎস কম থাকলেও কোচবিহার থেকে বালুরঘাট পর্যন্ত এই বিষাক্ত বাতাস থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

কোচবিহারে সোমবার রাত ১২টায় একিউআইয়ের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ১৮৪। আলিপুরদুয়ারে একই সময়ে একই মাত্রায় ছিল একিউআই। রায়গঞ্জে ওই সময় একিউআই ওঠে ১৬৭ পর্যন্ত। বালুরঘাটে রাত ২টোয় সর্বোচ্চ বায়ু দূষণ। একিউআইয়ের হিসাবে ১৬৭। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কালীপুজোর রাতে শব্দবাজি পোড়ানোর সময়সীমা ছিল রাত আটটা থেকে দশটা। কিন্তু রাত যত গড়িয়েছে, তত রোজ বেড়েছে শব্দবাজির তাণ্ডব। বিকট শব্দে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। বাতাসে দূষণ ছড়িয়েছে অতিমাত্রায়।

রায়গঞ্জের পরিবেশকর্মী গৌতম তান্তিয়ার কথায়, শব্দবাজি ভালো পরিমাণে ফেটেছে। মালদার শিক্ষক অভিযান সেনগুপ্ত বলেন, মালদা শহরের বাতাসে অনেকদিন থেকে দূষণের মাত্রা স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি। শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জিতে ইনহেলারের ব্যবহার বেড়েছে। বালুরঘাটের পরিবেশপ্রেমী বিশ্বজিৎ বসাক বলেন, পাখি, গৃহপালিত ও পথপশুদের ওপরেও প্রভাব পড়েছে।

শিলিগুড়ি শহরে যেখানে শুক্র, শনিবার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ১৩০ থেকে ১৪০-এর আশপাশে ঘোরাঘুরি করেছিল, সেখানে কালীপুজোর দিনে ২০০ পার হয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালেও ভোর পাঁচটায় যা ১৮০-র কাছাকাছি ছিল। আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার জানান, শব্দবাজি ফাটায় পথকুকুরদের ভীত দেখা গিয়েছে। পাখিদেরও সমস্যা হয়েছে। পরিস্থিতি এমন যে, জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের সিনিয়ার চিকিৎসক সুদীপন মিত্রের পরামর্শ, 'খুব প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বের না হওয়াই ভালো।' কোচবিহারের পরিবেশপ্রেমী সংস্থা পর্যাবরণ সংরক্ষণের আহ্বায়ক বিনয় দাসের বক্তব্য, 'পরিবেশের কথা মাথায় রেখে বাজি থেকে দূরে থাকাই ভালো।'

পাগলি কালীপুজোয় ঝাড়খণ্ডের ভক্তরাও

সেনাউল হক

মোথাবাড়ি, ২১ অক্টোবর : গঙ্গা-ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল ফের হয়ে উঠল সম্প্রীতির মিলনক্ষেত্র। তিনশো বছরের ঐতিহ্য ধরে রেখে পাগলি কালীপুজোকে কেন্দ্র করে ফের মেতে উঠলেন হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। উন্মাদনায় গা ভাসাল পঞ্চনন্দপুর ও খাসখল। রীতি মেনে কালীপুজোর একদিন পর মঙ্গলবার হয়েছে পাগলি কালীর পুজো। দেবীর কাছে মঙ্গলকামনায় ভিড় জমালেন লক্ষাধিক মানুষ। যথারীতি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলল বলি ও পায়রা ওড়ানো। যা অন্য মাত্রা দিল উৎসবকে। এই পুজোয় ঝাড়খণ্ড থেকে হাজার হাজার ভক্ত আসেন।

রাজ কর্মচারী কালু ঘোষ ও অমর মিশ্র স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন দেবীর পুজোর। ভাগীরথী দিয়ে লাল কাপড়ে মোড়া একটি কলস ভেসে যেতে দেখেছিলেন স্থানীয়রা। তাঁরা নদী থেকে কলসটি পাড়ে নিয়ে আসেন। সমস্ত ঘটনা কানে যায় তৎকালীন চণ্ডীপুরের ইমামনগরের রাজা ইমামের। মুসলিম হলেও ভক্তদের অনুরোধ ফেলতে পারেননি ইমাম। তাঁর অনুমতিতেই শুরু হয় গ্রামে পাগলি কালীর পুজো। অনুমতির সঙ্গে শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন রাজা। শর্ত ছিল, মন্দিরে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না এবং হাড়িকাঠ ছাড়া বলি দিতে হবে। তিনশো বছর পরেও রীতির বদল ঘটেনি। দুই সম্প্রদায়ের মানুষ আজও বিশ্বাস করেন, পাগলি কালীর আশীর্বাদে দুঃখ-দুর্দশা দূর হয়, সংসারে নেমে আসে মঙ্গল। এই বিশ্বাসেই মঙ্গলবার লক্ষাধিক মানুষ মন্দির চত্বরে ভিড় জমান। ভাগীরথীর একপাশে ইংরেজবাজারের খাসখোল, অন্যপাশে কালিয়াচক দুই নম্বর ব্লকের বাঙ্গিটোলা। এদিন এই দুই এলাকা তো বটেই, মালদার বিভিন্ন এলাকার মানুষও ভিড় জমান।মহামিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল গঙ্গা-ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল। পুজো কমিটির সদস্য প্রকাশ প্রামাণিক বললেন, 'মানুষের বিশ্বাস পাগলি কালী জাগ্রত দেবী। এখানে পুজো দিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। তাই হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসেন।' উদ্যোক্তাদের তরফে সুদর্শন পান্ডে বললেন, 'এই দিনটার জন্য বছরভর অপেক্ষা থাকে আমাদের।' বাঙ্গীটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহিদুর রহমানের দাবি, 'দুই সম্প্রদায়ের এমন মিলনক্ষেত্র আর কোথাও নেই।'

বিএসএফের উদ্যোগে দৌড়

বহরমপুর, ২১ অক্টোবর : সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর একাধিক ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ শহরে 'ফিট ইন্ডিয়া' কর্মসূচি পালিত হয়। হাজারদুয়ারি থেকে রৌশনবাগ পর্যন্ত ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান ৬.০ কর্মসূচিতে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সেক্টর সদর দপ্তর বহরমপুর সহ ১১, ৭৩ ও ১৪৬ ব্যাটালিয়নের জওয়ান ও আধিকারিক সহ প্রচুর সংখ্যক সাধারণ মানুষ অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন অনিল টিগ্গা (কমান্ডান্ট), অনন্তরাম শর্মা প্রমুখ। অনিল বলেন, 'জওয়ানদের মতোই দেশের সাধারণ মানুষেরও শারীরিকভাবে ফিট থাকা অত্যন্ত জরুরি।'

বাজি পোড়ানো

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও ইন্দিরা স্মৃতি সংঘের অন্যতম কর্মকর্তা চন্দন সিংহ সরাসরি বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেন, 'বিজেপি নেতাদের উসকানিতে একটি ছোট ঘটনাকে বড় করা হয়েছে। আমাদের ক্লাবের সদস্যদের লক্ষ করে পটকা ছুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের মারধর করা হয়েছে। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করব আমরা।' অন্যদিকে, অভিযোগ অস্বীকার করেছেন লক্ষ্মী মন্দির পুজো কমিটির সদস্য তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিজেপির প্রিয়াংকা মণ্ডল পান্ডের স্বামী ছোটন পান্ডে। তিনি বলেন, 'ঘটনায় বিজেপির কোনও কার্যকর্তা জড়িত নয়। ঘটনাটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। কোনও ইস্যু না পেয়ে অহেতুক রাজনৈতিক রূপ দিতে চাইছে। ঘটনা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।' মালদা থানার এক আধিকারিক বলেন, 'পরিস্থিতি সামাল দিতে রাতেই বিশাল পুলিশবাহিনী নামানো হয় এবং বর্তমানে এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনও পক্ষই লিখিত অভিযোগ জমা করেনি।

পুজো শেষে পিরের মন্দিরে

আলিপুরদুয়ার, ২১ অক্টোবর : একাধারে শতবর্ষ প্রাচীন মন্দির। সেখানে নিষ্ঠাভরে চলছে কালীপুজো। অপরদিকে, মন্দিরের ঠিক পাশেই আরেক মন্দিরে পিরের মূর্তি। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম উত্তর পাটকাপাড়ায় সোমবার কালী মন্দিরের পুজোয় দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। সন্ধ্যা থেকেই পুজো দেওয়ার জন্য লম্বা লাইন যেমন দেখা দিয়েছে, তেমনই রাত থেকে সকাল পর্যন্ত পিরের পুজো দিতেও ভিড় নজরে এসেছে।

প্রতি বছরের মতো এবারও সোমবার রাত থেকে পাটকাপাড়ায় বড় কালীবাড়ি মন্দিরে পুজোর আয়োজন হয়। পুজো শেষ হতে সকাল সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল। এদিকে, মন্দিরে পুজো দিয়েই পুণ্যার্থীদের অনেকে পাশের পিরের পুজো দিতে যান। সেখানেও ফুল, জল দিয়ে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করা হয়। গ্রামবাসীদের মতে, কালীপুজোয় তাঁদের যেমন আস্থা রয়েছে তেমনই রয়েছে পিরের মন্দিরেও।

ভোগ না পেয়ে বিক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, অন্নভোগের বদলে খিচুড়ি রান্না করে ভোগ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চাপে পড়ে মন্দিরের কমিটির লোকজন ওই এলাকা ছেড়ে চলে যান। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনার খবর পেয়ে বালুরঘাট থানার বিশাল পুলিশবাহিনী মন্দিরে পৌঁছায়। তারপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে দীর্ঘক্ষণ মন্দিরেই মোতায়েন ছিলেন পুলিশকর্মী ও আধিকারিকরা। কিন্তু এমন অব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন শহরবাসী।

মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে এক ভক্ত প্রশান্ত দাস বলেন, 'কুপন কেটে সকলে ভোগ নিতে এসেছে। তারপরে কীভাবে ভোগ কম পড়ে যায়? পরে খিচুড়ি রান্না করে হাঁড়িতে দেওয়া হচ্ছে। সেটা তো আর ভোগ নয়। অনেকেই সেই ভোগ না নিয়ে চলে গিয়েছেন। অনেকেই ভোগের কুপন ছিঁড়ে ফেলেছেন। ভোগ নেওয়ার সময় দেওয়া হয়েছিল সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে। তখন হয়তো অনেক মহিলা বাড়ির রান্না ছেড়ে এসেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও ভোগ পাননি। এটা বোঝা উচিত।'

পুজো সমিতির সম্পাদক অমিত মহন্ত জানিয়েছেন, 'অনেক ভক্ত দেরিতে এসেছেন বা আমাদের ভোগ দিতে দেরি হয়েছে। প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জনের সঙ্গে এমনটা হয়েছে খবর পেয়েছি। কিছু মানুষের ধৈর্য কম। তাঁদের জন্যই এমনটা হয়েছে। আসলে সারারাত পরিশ্রমের পর সকলেই ক্লান্ত হয়ে যায়। তার ফলে ভোগ বিতরণ কিছুটা ধীরগতিতে চলে। ভোগ বিতরণের সময় সাড়ে দশটা হলেও সাড়ে বারোটা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। দেরি হলেও পরে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। কেউ বাকি থাকলে আমাদের কাছে এলে আমরা ভোগ দিয়ে দেব।'

প্রথা মেনে মালতীপুরে সাতকালীর দৌড়

মুরতুজ আলম

সামসী, ২১ অক্টোবর : সেই রাজ আমলে শুরু হয়েছিল কালী দৌড় প্রতিযোগিতা। তখন থেকে আজ পর্যন্ত মালতীপুরে কালীপুজোর পরের দিন এই প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী কালী দৌড় প্রতিযোগিতা মঙ্গলবার সম্পন্ন হয়েছে। এবছর সাতটি কালী প্রতিমা নিয়ে সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটির সদস্যরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে হ্যান্টা কালী, হাট কালী ও শ্যামা কালী, বুড়ি কালী, চুনকা কালী, বাজারপাড়া কালী ও আম কালী।

রীতি মেনে প্রথমে কালী প্রতিমাগুলিকে মাথায় নিয়ে সম্পূর্ণ মালতীপুর গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। তারপর প্রতিমাগুলি দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়। এই দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে বিভিন্ন কালী প্রতিমাকে একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানো হয়। শেষে প্রতিমাগুলিকে নির্দিষ্ট পুকুরে নিরঞ্জন দেওয়া হয়। এই দৌড় প্রতিযোগিতায় আজও ঐতিহ্য মেনে পাটকাঠির হুকাহুকি (মশাল) জ্বালানো হয়।

মালতীপুরের এক প্রবীণ বাসিন্দা আদিত্যনারায়ণ দাস বলেন, 'মা কালীর প্রতিমা নিয়ে অভিনব এই কালী দৌড়ের ইতিহাস প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরোনো। এই রীতি মেনেই আজও মাকে বিসর্জন দেওয়া হয়।' তিনি জানান, এই রীতির পেছনে লুকিয়ে রয়েছে এক ইতিহাস। এক সময় মালতীপুরে একটিমাত্র পুকুর ছিল। মালতীপুর কালীবাড়ি লাগোয়া পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হত একাধিক কালী প্রতিমা। এই বিসর্জন প্রক্রিয়া যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় তাই তৎকালীন চাঁচলের রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী এই কালী দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করেছিলেন। কালীপুজোর পরের দিন সন্ধ্যার সময় মালতীপুর বাজারে একটি কালী দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন তিনি। এই প্রতিযোগিতার নিয়ম ছিল প্রতিমাকে মাথায় নিয়ে পাঁচবার মালতীপুর গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে হবে। দৌড় শেষে যে কালী প্রতিমা অক্ষুণ্ণ থাকবে, সেই প্রতিমাকে প্রথম বিসর্জন দেওয়া হবে কালীদিঘিতে।

এদিন এই দৌড় প্রতিযোগিতা ঘিরে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল। এবছর এই প্রতিযোগিতা দেখতে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন, বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু, এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য রেহেনা পারভিন, চাঁচল-২ ব্লকের বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী, চাঁচল-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদল সাহা, মালতীপুর পঞ্চায়েতের প্রধান ছোটেলাল নুনিয়া প্রমুখ।

এই অভিনব প্রতিযোগিতার সাক্ষী থাকতে দূরদূরান্তের প্রচুর মানুষ মালতীপুরে ভিড় জমান। এমনকি হিন্দুদের পাশাপাশি এলাকার মুসলিমরাও এই দৌড় প্রতিযোগিতা দেখতে হাজির হয়েছিলেন। মালতীপুরের এই কালী দৌড় প্রতিযোগিতা ঘিরে তৈরি হয় সম্প্রীতির আবহ। এবছরও সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মিলিয়ে কয়েক হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল।

মালতীপুরের বাসিন্দা শাইখুল আলম সিদ্দিকীর কথায়, 'হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে এই কালী দৌড় দেখার আলাদা উত্তেজনা থাকে। রাজ আমল থেকে এই প্রতিযোগিতা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা বহন করে চলেছে। কালী দৌড় মালতীপুরে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।'

নিরঞ্জনের রীতি

- কালী প্রতিমা মাথায় নিয়ে পাঁচবার মালতীপুর গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে হয়
- দৌড় শেষে প্রতিমাগুলিকে মন্দির প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়
- যে কালী প্রতিমা অক্ষুণ্ণ থাকে সেটিকে আগে বিসর্জন দেওয়া হয়

আলোর উৎসবে

প্রদীপ জ্বালানোর প্রস্তুতিতে ইশান্ত শর্মা।

বান্ধবী মাহিকা শর্মার সঙ্গে হার্দিক পান্ডিয়া।

স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে দীপাবলি পালন করলেন লিটন দাস।

বোন কোমলের সঙ্গে প্রদীপ দিয়ে বাড়ি সাজাতে চলেছেন অভিষেক শর্মা।

স্ত্রী সোনম ও পুত্র ধ্রুবকে নিয়ে সুনীল ছেত্রী।

সামনে আজ মানের আল নাসের

নজর কাড়তে চায় এফসি গোয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো না আসার হতাশা গোয়ার সর্বত্র। তবে এফসি গোয়ার অবশ্য আপাতত পাখির চোখ আল নাসের ম্যাচ।

গ্রুপ 'ডি'-র সেরা দল নিশ্চিতভাবেই সৌদির এই ক্লাব। তাদের বিপক্ষে ঘরের মাঠে অন্তত ড্র করতে পারলেও তা বড় সাফল্য বলে ধরা হবে। আর তাই মানোলো মার্কুয়েজ রোকা বলেই দিচ্ছেন, 'আল নাসেরের মতো দলের বিপক্ষে খেলা কখনোই আর পাঁচটা সাধারণ ম্যাচের মতো হতে পারে না। তবু আমরা জয়ের মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামব। না পারলে অন্তত ড্র তো করতেই হবে।' সেরা দল বিপক্ষে ঘরের মাঠে ভালো কিছু করতে তৈরি এফসি গোয়া। আগের দুই ম্যাচেও হার। প্রথমে ঘরের মাঠে আল জাওরার কাছে ২-০ গোলের পর দুসানবেতে গিয়ে এফসি ইস্তিকললের বিপক্ষেও একই ফলে হার মানেন সন্দেশ ঝিংগান-জাভিয়ের সিভেরিওরা। এবার ম্যাচ এশিয়ার অন্যতম হাই প্রোফাইল দলের বিপক্ষে। যাদের দলে শুধু বিশ্বের প্রথম দুই সেরার একজনেরই উপস্থিতি নেই। তবে আছেন সাদিও মানে, জোয়াও ফেলিক্স, অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল, ইনিগো মার্টিনেজরা। দলের কোচ পর্তুগিজ জোরগে জেসুস। শুধুমাত্র রোনাল্ডো ছাড়া দলের সঙ্গে বাকি সব তারকাই এসেছেন গোয়ায়। ফলে রোনাল্ডোকে না দেখতে পেলেও চোখ ভরে বিশ্বের আরও তাবড় তারকাদের দেখার সুযোগ থাকছে গোয়ার কাছে। একইসঙ্গে উদান্তা সিং, দেজান দ্রাজিকরাও চাইবেন এইসব তারকাদের সামনে নিজেদের সেরাটা মেলে ধরে নজর কাড়তে।

গতকাল রাতে আল নাসের দল অবশ্য গোয়ায় নামার আগে বিমান বিভ্রাটে পড়ে। আবহাওয়া খারাপ থাকায় মাঝ আকাশে অন্তত বার পাঁচেক চক্কর কাটতে হয় তাদের। মাঠে সাদিও মানেদের জন্য এরকম কোনও বিপজ্জনক পরিস্থিতি মানোলোর ছেলেরা তৈরি করতে পারেন কি না, সেদিকেই এখন তাকিয়ে সারা ভারত। কারণ টুর্নামেন্ট থেকে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে আর নামতে না দেওয়ার কথা ঘোষণা করার পর এএফসি-র এই টুর্নামেন্টে গোয়াই এখন ভারতের পতাকা বাহক। যেখানে গ্রুপ শীর্ষে থাকা দলের বিপক্ষে এক পয়েন্টও এদেশের ফুটবলের সম্মান কিছুটা ফেরাতে পারে।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ে আজ

এফসি গোয়া বনাম আল নাসের

সময় : সন্ধ্যা ৭.১৫ মিনিট
স্থান : বাম্বোলিম
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

গোয়ায় পৌঁছে গেলেন আল নাসেরের সাদিও মানে।

এক ঘণ্টা ব্যাটিং অনুশীলনে ডুবে অভিমন্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : উৎসবের মরশুম প্রায় শেষ। কিন্তু উৎসবের রেশ এখনও ভালোরকম রয়েছে কলকাতায়।

তার মধ্যেই আজ আগামীর লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করে দিল বাংলা দল। সকালের ইডেন গার্ডেন্সে মহম্মদ সামি, আকাশ দীপদের অনুপস্থিতিতে শুরু হল গুজরাট ম্যাচের অনুশীলন। শনিবার ইডেনে শুরু হতে চলেছে গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচ। সেই ম্যাচে নতুনভাবে শুরু করতে চাইছে টিম বাংলা। লক্ষ্যপূরণে আজ কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার নজরদারিতে ইডেনের অনুশীলন উইকেটে এক ঘণ্টা ব্যাটিং চর্চা সারলেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম ইনিংসে রান পাননি। দ্বিতীয় ইনিংসে দলের জয়ে ব্যাট হাতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফিরেছিলেন পরিচিত ছন্দে।

সেই ছন্দকে আরও ধারালো করে তোলার জন্য সকালের ইডেনে অভিমন্যুকে দেখা গেল সিরিয়াস ব্যাটিং চর্চায়। কালীপুজো ও দীপাবলির কারণে শেষ দুইদিন অনুশীলন বন্ধ ছিল বাংলার। বুধবারও দলের অনুশীলনে ছুটি দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবারের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছেন মহম্মদ সামি ও আকাশ দীপ। ফলে বৃহস্পতিবারের অনুশীলনে পুরো দলকেই পাবে বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'উত্তরাখণ্ড ম্যাচের শুরুটা হয়তো আমাদের ভালো হয়নি। তবে সময়ের সঙ্গে ম্যাচের দখল নিয়েছিলাম আমরা। শেষ ম্যাচের ভুলগুলি দ্রুত শুধরে নিতে হবে আমাদের।'

এদিকে, বাংলা দলের ফিজিও আদিত্য দাস আজ আচমকাই পদত্যাগ করেছেন। সিএবি সভাপতির কাছে তাঁর ইস্তফাপত্র পাঠিয়েও দিয়েছেন তিনি। নতুন ফিজিওর খোঁজও শুরু হয়ে গিয়েছে বঙ্গ ক্রিকেটে।

ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক ঋষভ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : ২৭ জুলাইয়ের পর ৩০ অক্টোবর। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর। ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে চলেছেন ঋষভ পন্থ। ভারতীয় 'এ' দলকে নেতৃত্বও দেবেন তিনি। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলে ঋষভকে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া থেকে স্পষ্ট, ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজের দলেও ফিরতে চলেছেন পন্থ। টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটারের ডেপুটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বি সাই সুদর্শনকে।

ম্যাঞ্চেস্টারে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের চতুর্থ টেস্টে চোট পেয়েছিলেন ঋষভ। ক্রিস ওকসের বলে পায়ের পাতার হাড় ভেঙেছিল তাঁর। মাঝের সময়ে ক্রিকেট থেকে দূরে ছিলেন। চোট সারিয়ে এখন ঋষভ ফিট। দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় 'এ' দলে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনা।

দিওয়ালির রাতে মা ও বোনের সঙ্গে ঋষভ পন্থ।

দলে নেই সামি

যদিও ঋষভ ফিরলেও ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে মহম্মদ সামির কথা ভাবাই হয়নি। জাতীয় নির্বাচক কমিটি সূত্রের খবর, মঙ্গলবার দল নির্বাচনের সময় সামির নাম নিয়ে আলোচনাও হয়নি। বাংলার হয়ে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির প্রথম ম্যাচেই সাত উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন সামি। অথচ, তাঁর নাম দল নির্বাচনের সময় বিবেচনাই হয়নি।

সামির নাম নিয়ে আলোচনা না হলেও দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় 'এ' দলে বাংলা থেকে সুযোগ পেয়েছেন আকাশ দীপ ও অভিমন্যু ঈশ্বরণ। তাঁদের দ্বিতীয় ম্যাচের দলে রাখা হয়েছে। ৬ নভেম্বর থেকে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে শুরু হতে চলা এই ম্যাচের দলে থাকায় বাংলার হয়ে গুজরাটের বিরুদ্ধে রনজি খেলতে সমস্যা হবে না অভিমন্যু-আকাশদের। ঋষভকে ভারতীয় 'এ' দলের অধিনায়ক করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ক্রিকেট সমাজ। মনে করা হচ্ছে, ১৪ নভেম্বর ইডেনে ঋষভের আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন এখন সময়ের অপেক্ষা।

প্রথম ম্যাচে ভারত 'এ' দল ঃ ঋষভ পন্থ (অধিনায়ক), বি সাই সুদর্শন (সহ অধিনায়ক), আয়ুষ মাত্রে, নারায়ণ জগদীশান, দেবদত্ত পাডিক্কাল, রজত পাতিদার, হর্ষ দুবে, তনুষ কোটিয়ান, মানব সুথার, অংশুল কম্বোজ, যশ ঠাকুর, আয়ুষ বাদোনি ও সারাংশ জৈন।

দ্বিতীয় ম্যাচে ভারত 'এ' দল ঃ ঋষভ পন্থ (অধিনায়ক), বি সাই সুদর্শন (সহ অধিনায়ক), লোকেশ রাহুল, ধ্রুব জুরেল, দেবদত্ত পাডিক্কাল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, হর্ষ দুবে, তনুষ কোটিয়ান, মানব সুথার, খলিল আহমেদ, গুরনুর ব্রার, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণা ও মহম্মদ সিরাজ।

গিলের ভয়েস কল সন্দীপকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : ডুরান্ড কাপে তাঁকে বাড়তি অনুশীলন করানোয় কাঁধে হালকা চোট পান, এমনই অভিযোগ প্রভসুখান সিং গিল করেছেন বলে শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার নিজেই সন্দীপ নন্দীকে ভয়েস কলে জানান, এই ধরনের কিছু তিনি বলেননি। তিনি না বললেও সন্দীপের অভিযোগকে পাত্তা দিচ্ছেন না ইমামির অন্যতম কর্ণধার আদিত্য আগরওয়াল। তিনি জানিয়ে দেন, সমস্যা থাকলে সন্দীপের আগেই বলা উচিত ছিল। যা অবস্থা তাতে এখনই এই বিতর্কের অবসান হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই মনে হচ্ছে।

গোয়ায় প্রস্তুতি শুরু ইস্টবেঙ্গলের

বাম্বোলিমের সম্প্রচার সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী এআইএফএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ডের ব্যর্থতা ভুলে সুপার কাপে মনোযোগী ইস্টবেঙ্গল শিবির।

সোমবার দীপাবলির দিনই গোয়া পৌঁছায় অস্কার ব্রুজোঁ এবং তাঁর দল। সেখানে যাওয়ার পর সন্দীপ নন্দীর সঙ্গে বাদানুবাদ এবং গোলকিপিং কোচের ফিরে আসা নিয়ে দলের অন্দরে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হওয়াই এখন চিন্তার কারণ টিম ম্যানেজমেন্টের। সেখান থেকে খেলায় ফোকাস ফেরাতে এদিন থেকেই পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুতি শুরু করে দিল লাল-হলুদ শিবির। সোমবার পৌঁছানোর পর বিকেলে সমুদ্রসৈকতে হালকা গা-ঘামানো ছাড়া আর কিছু করাননি অস্কার। দল উঠেছে নর্থ গোয়ার বাগা সৈকতের কাছের এক হোটেলে। এদিন সেখান থেকে ডাবোলিমের বিমানবন্দরের কাছাকাছি একটি মাঠ তাদের দেওয়া হয় অনুশীলনের জন্য। সেখানেই সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন লালচুংনুঙ্গা-সাউল ক্রেসপোরা। তবে অস্কার-সন্দীপ ঝামেলায় খানিকটা হলেও মানসিকভাবে চাপে ফুটবলাররা। তবে এই নিয়ে অস্কার এখনই প্রকাশ্যে কিছু বলতে নারাজ। তিনি ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন, তাঁর যা বলার ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনেই বলবেন। তবে সন্দীপ যেভাবে তাঁকে একতরফা বলে গিয়েছেন, তাতে বিরক্ত এই স্প্যানিশ কোচ। তাঁকে অনুশীলন করাতে দেওয়া হত না বলে যে অভিযোগ সদ্য প্রাক্তন গোলকিপিং কোচ করেছেন, তা আদৌ সত্যি নয় বলে দলের অন্দরেরই অনেকের বক্তব্য। অস্কার নাকি সন্দীপকে ৪০-৪৫ মিনিট আগে এসে গোলকিপারদের অনুশীলন করাতে বলতেন। যা শুনতেন না এই বাঙালি কোচ। তবু এখনই এসব নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়িতে যেতে নারাজ বলেই দ্রুত তাঁর সঙ্গে সোনালি করমর্দন সেরে ফেলেছে ম্যানেজমেন্ট। কোচ সহ সবারই এখন ফোকাস সুপার কাপে।

সুপার কাপ খেলতে গোয়ায় সাউল ক্রেসপো ও হিরোশি ইবুসুকি।

এদিকে, সমর্থকদের ক্ষোভের কারণে বাম্বোলিমের জিএমসি স্টেডিয়ামের সম্প্রসারণ সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। মূলত স্পোর্টস ১৮-এর সুপার কাপের ম্যাচ দেখানোর কথা। কিন্তু শুরুতেই সমস্যা তৈরি হয় বাম্বোলিমের ম্যাচ নিয়ে। জানা যায়, ওই ম্যাচ দেখাতে পারবে না সম্প্রচারকারী সংস্থা। যা নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়। বিশেষ করে যে সব ক্লাবের ম্যাচ জিএমসি-তে, তাদের সমর্থকরা ক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এই মাঠেই প্রথম দুই ম্যাচ খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। তবে সমর্থকদের ক্ষোভ আঁচ করেই শেষপর্যন্ত নড়েচড়ে বসেন এআইএফএফ কর্তারা। যা খবর তাতে আশা করা হচ্ছে, সমস্যা হয়তো মিটে যেতেও পারে।

সুপার ওভারে জয় হোপদের

মিরপুর, ২১ অক্টোবর : সুপার ওভারে ১ রানে জিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে সমতা ফেরাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নির্ধারিত ৫০ ওভারে প্রথমে বাংলাদেশ ৭ উইকেটে ২১৩ রান করে। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিয়মিত উইকেট হারিয়েও ২১৩/৯ স্কোরে পৌঁছায়। নেপথ্যে অধিনায়ক শাই হোপের অপরাজিত ৫৩ রান। খেলা সুপার ওভারে গড়ালে ক্যারিবিয়ানরা ১ উইকেটে ১০ রান তোলে। এরপর বাংলাদেশ ১ উইকেট ৯ রানে আটকে যায়।

মহারাজের ৭ উইকেট

রাওয়ালপিন্ডি, ২১ অক্টোবর : ৩১৬/৫ থেকে ৩৩৩ রানে প্রথম ইনিংসে অল আউট পাকিস্তান। ১৭ রানে শেষ ৫ উইকেট তুলে নিয়ে কেশব মহারাজ দ্বিতীয় টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে লড়াইয়ে ফেরালেন। দ্বিতীয় দিনের শুরুটা গতকালের দুই অপরাজিত পাক ব্যাটার সাউদ শাকিল (৬৬) ও সলমন আলি আঘা (৪৫) সাবধানে করেছিলেন। তারপরও বাঁহাতি স্পিনে ১০২ রানে ৭ উইকেট শিকারের মাধ্যমে মহারাজ পাকিস্তানের ইনিংসকে লম্বা করার সুযোগ দেননি। একইসঙ্গে রাওয়ালপিন্ডিতে অতিথি দেশের প্রথম স্পিনার হিসেবে ৭ উইকেট নেওয়ার নজির গড়ে ফেলেছেন তিনি। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৪ রানে দুই ওপেনার রায়ান রিকেলটন (১৪) ও আইডেন মার্করামকে (৩২) হারিয়ে সমস্যায় পড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকেই পালটা প্রতিরোধে ট্রিস্টান স্টাবস (অপরাজিত ৬৮) ও টনি ডি জর্জি (৫৫) প্রোটিয়াদের ১৬৭ রানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তবে শেষবেলায় জর্জি ও ডিওয়াল্ড ব্রেভিসকে (০) হারিয়ে প্রথম ইনিংস ১৮৫/৪ স্কোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

নতুন ওডিআই অধিনায়ক হওয়ার পরদিন শাহিন শা আফ্রিদির ঝুলিতে ১ উইকেট।

বেটিং অ্যাপের প্রচারে না, ছাঁটাই রিজওয়ান

লাহোর, ২১ অক্টোবর : ১৫ নভেম্বর, ২০২৩- বাবর আজমকে সরিয়ে পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়ক হন শান মাসুদ। ৪ মার্চ, ২০২৫- মহম্মদ রিজওয়ানের বদলে টি২০-র নেতৃত্বে আসেন সলমন আলি আঘা। ২০ অক্টোবর, ২০২৫-রিজওয়ানের জায়গায় ওডিআই দলের অধিনায়ক হলেন শাহিন শা আফ্রিদি। ফলে গত দুই বছর ধরে পাকিস্তান ক্রিকেটে নেতৃত্ব বদলের হাস্যকর মিউজিক্যাল চেয়ার অব্যাহত। এরমধ্যেই রিজওয়ানকে ছাঁটাইয়ের কারণ সামনে এসেছে। যা ক্রিকেটবোদ্ধাদের চোখ কপালে তোলার জন্য যথেষ্ট।

গত কয়েকদিন ধরেই শোনা গিয়েছিল, ওডিআইয়ের নেতৃত্ব হারাতে পারেন উইকেটকিপার-ব্যাটার রিজওয়ান। সোমবার রাতের দিকে কোচ মাইক হেসনের সঙ্গে আলোচনার পর তাতে সিলমোহর দেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান মহসিন নকভি। তারপরই পিসিবি-র একটি সূত্র বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছে, বেটিং অ্যাপের প্রচার করতে চাননি রিজওয়ান। যার জন্যই তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে শাহিনকে অধিনায়ক করা হয়। পিসিবি-র সূত্রটি বলেছে, 'রিজওয়ানের অধিনায়কত্ব হারানোর পিছনে কোনও ক্রিকেটীয় কারণ নেই। রিজওয়ান বেটিং অ্যাপের প্রচার করতে চায়নি। বেটিং সংস্থার সঙ্গে পিসিবি-র চুক্তির বিরুদ্ধে ছিল রিজওয়ান। সেইজন্যই ওকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

চলতি বছরের শুরুতে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের হয়ে খেলার সময়ও রিজওয়ান দলের জার্সি পরতে অস্বীকার করেছিলেন। কারণ তাতে এক বেটিং ফার্মের লোগো দেওয়া ছিল। রিজওয়ানকে ওডিআই নেতৃত্ব থেকে সরানোর পিছনে অন্য একটি কারণ খুঁজে পেয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক রশিদ লতিফ। পিসিবি-র সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ লতিফ বলেছেন, 'রিজওয়ান ইজরায়েলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্যালেস্টাইনের সপক্ষে জনসমক্ষে মন্তব্য করেছিল। এটাই কি ওর নেতৃত্ব হারানোর কারণ? রিজওয়ানকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত হেসনের। উনি ড্রেসিংরুমে ধর্মীয় সংস্কৃতি পছন্দ করেন না। আমরা কেউই পছন্দ করি না। কিন্তু সেটা হেসন সরাসরি রিজওয়ানকে ডেকে বলতে পারতেন। ওকে এভাবে নেতৃত্ব থেকে সরানোর যুক্তি বোধগম্য হচ্ছে না।'

পরপর তিন নেটে ব্যাট করলেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা ও শুভমান গিল। অ্যাডিলেডে মঙ্গলবার।

ক্রিকেট খেলুক রোকো : অশ্বীন

নেটে চনমনে হিটম্যান, এক ঘণ্টা অনুশীলন কোহলির

অ্যাডিলেড, ২১ অক্টোবর : প্রত্যাবর্তন সুখের হয়নি। পারথের একদিনের ম্যাচে ব্যর্থতার পর তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়েও জল্পনা আরও জোরদার হয়েছে।

সঙ্গে চলছে সমালোচনাও। এমন অবস্থার মধ্যে মঙ্গলবার অ্যাডিলেডে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে 'রোকো' জুটিকে দারুণ মেজাজে দেখা গিয়েছে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক হিটম্যান আজ দুপুরের অ্যাডিলেড ওভালের মাঠে সবার আগে অনুশীলনে হাজির হয়েছিলেন। কিছু পরে বাকি সতীর্থদের সঙ্গে মাঠে হাজির হন বিরাট। দুইজনকেই পাশাপাশি নেটে দীর্ঘসময় ব্যাটিং সাধনা করতে দেখা গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বাইশ গজের বাড়তি বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পাশে নিজেদের ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি নিয়েও আজ কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনা করেছেন 'রোকো' জুটি। পারথের প্রথম একদিনের ম্যাচে অধিনায়ক শুভমান গিলও রান পাননি। 'রোকো'-র ঠিক পাশের নেটে গিলও আজ দীর্ঘসময় ব্যাটিং অনুশীলন করেছেন।

কথায় বলে, মেজাজটাই আসল রাজা। আর মেজাজের দিক থেকে অ্যাডিলেডে আজ কোহলিকে দেখে মনে হয়েছে, তিনি সত্যিই কিং। ভারতীয় দলের নেটে আজ চুটিয়ে ব্যাটিং অনুশীলন সেরেছেন। এক ঘণ্টা ব্যাটিং করেছেন। বাড়তি বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পাশে নানারকম শট খেলতেও দেখা গিয়েছে বিরাটকে। রোহিতও আজকের অনুশীলনে বারবার নজর কেড়েছেন। তাঁর ব্যাটিং দেখে মনে হয়েছে, অতীতের ছন্দ দ্রুত ফিরে পেতে চাইছেন হিটম্যান। প্রশ্ন হল, ২২৪ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নেমে দ্রুত কি ছন্দ ফিরে পাওয়া যায়? তাও আবার দেশ থেকে বহুদূরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে?

প্রশ্নের জবাবে বিতর্ক চলবে। চলারই কথা। বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে টিম ইন্ডিয়া হেরে গেলে সিরিজও খোয়াতে হবে। এমন অবস্থায় 'রোকো' জুটি কীভাবে অ্যাডিলেডের একদিনের ম্যাচে নিজেদের মেলে ধরবেন, ব্যাটে রান পাবেন কি না, চলছে জল্পনা। তার মধ্যে আজ রোহিত-বিরাটের একসময়ের সতীর্থ, টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহাতারকাকে দিয়েছেন পরামর্শ। 'রোকো' জুটিকে আরও বেশি অনুশীলনের পাশে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পরামর্শও দিয়েছেন অশ্বীন। অশ্বীনের মনে হচ্ছে, কোনও ক্রিকেটারের বয়স হয়ে গেলে তাঁকে আরও বেশি পরিশ্রম, অনুশীলন করতে হয়। প্রাক্তন ভারতীয় অফস্পিনারের কথায়, 'ফর্মে থাকতে হলে পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। আমার বিশ্বাস, সময়ের সঙ্গে পরিশ্রমের ধরনও বদলে যায়। তাই রোহিত, কোহলিকে সময়ের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য এখন দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হবে। শুধু তাই নয়, ওদের ঘরোয়া ক্রিকেটও খেলা উচিত। কারণ, 'রোকো' যদি ২০২৭ সালের বিশ্বকাপে খেলার কথা ভাবে, তাহলে খুব বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ তার আগে ওরা পাবে না।'

দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য শ্রেয়স আইয়ারকে পরামর্শ গৌতম গম্ভীরের। মঙ্গলবার।

অশ্বীনের মতো চাঁছাছোলা ভাষায় 'রোকো'-কে নিয়ে মন্তব্যের পথে হাঁটেননি রবি শাস্ত্রী। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রোহিত-বিরাটদের মিশন ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপ খেলা নিয়েও নিশ্চিত নন। আবার একইসঙ্গে তাঁদের নিয়ে কোনও মন্তব্যও করতে চাননি শাস্ত্রী। আইসিসি-র এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ আজ বলেছেন, 'ওদের আগামীর পরিকল্পনা ঠিক কী, জানা নেই আমার। তবে এতদিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে দুর্দান্ত খেলে দেওয়া সহজ নয়। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এমনিতেই খেলা সবসময় চ্যালেঞ্জিং। তাই আমার মনে হয়, ওদের মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগবে।' বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেডে সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে 'রোকো' জুটি রান করতে পারেন বলেই মনে করছেন শাস্ত্রী। কিন্তু রোহিতদের নিয়ে আগাম পূর্বাভাসের পথে যেতে রাজি নন তিনি। প্রাক্তন ভারতীয় কোচের মতো প্রাক্তন অজি অধিনায়ক রিকি পন্টিংও মনে করছেন, 'রোকো'-কে নিয়ে এখনই পূর্বাভাস করা কঠিন। পন্টিংয়ের কথায়, 'কোহলিকে ব্যক্তিগতভাবে বহুদিন চিনি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ও বরাবরই ছোট লক্ষ্য সামনে রেখে সামনে তাকায়। রোহিতও অনেকটা তাই। ওরা ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলবে কি না, এখনই বলা কঠিন। কিন্তু দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচেই হয়তো ওরা রানে ফিরবে।'

চাপে স্টান্স বদল নকভির

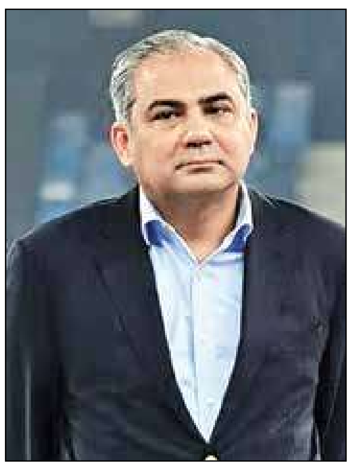

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ট্রফি জিতেছিলেন সূর্যকুমার যাদবরা।

২৮ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর প্রায় এক মাস কাটতে চলল। কিন্তু টিম ইন্ডিয়া এখনও খেতাব জয়ের স্মারক হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পায়নি। দুবাইয়ে ফাইনালের রাতে এশীয় ক্রিকেট সংস্থার (এসিসি) চেয়ারম্যান তথা পাকিস্তানের মন্ত্রী মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে চায়নি টিম ইন্ডিয়া। জানা

এশিয়া কাপ ট্রফি বিতর্ক

গিয়েছে, সেই ট্রফি এখনও দুবাইয়েই রয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সম্প্রতি সেই ট্রফি মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দপ্তরে পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছিল এশীয় ক্রিকেট সংস্থার কাছে। মঙ্গলবার রাতের দিকে চাপ পড়ে হঠাৎই স্টান্স বদল নকভির। সূর্যকুমার যাদব ব্রিগেড এশিয়া কাপ ট্রফি দেওয়ার জন্য বিসিসিআইয়ের কাছে অভিনব প্রস্তাব রেখেছেন এসিসি প্রধান। যদিও সেখানে শর্ত রয়েছে। ভারতীয় বোর্ডকে পাঠানো ইমেলে নকভি বলেছেন, 'এশিয়া কাপ ট্রফি একান্তভাবেই ভারতীয় দলের। এশিয়া কাপ জয়ের জন্য ভারতীয় দলকে অভিনন্দন। নভেম্বরে দুবাইয়ে এক অনুষ্ঠানে আমরা ভারতীয় দলের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চাই। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে ভারতের কোনও একজন ক্রিকেটার ও বোর্ডের আধিকারিককে থাকতেই হবে।' আসলে নকভি ভারতের কোনও ক্রিকেটারের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চান। কিন্তু বিসিসিআই স্বাভাবিকভাবে নকভির এই প্রস্তাবে রাজি নয়।

এদিকে, এশিয়া কাপ ট্রফি পাওয়ার জন্য ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-রও দ্বারস্থ হতে চলেছে বিসিসিআই।

> এশিয়া কাপ ট্রফি একান্তভাবেই ভারতীয় দলের। এশিয়া কাপ জয়ের জন্য ভারতীয় দলকে অভিনন্দন। নভেম্বরে দুবাইয়ে এক অনুষ্ঠানে আমরা ভারতীয় দলের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চাই। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে ভারতের কোনও একজন ক্রিকেটার ও বোর্ডের আধিকারিককে থাকতেই হবে।
> -মহসীন নকভি

আইসিসি-র শীর্ষকর্তাদের ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আইসিসি শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেবে, সময় তার জবাব দেবে। নকভির নতুন প্রস্তাবের পর বিসিসিআই বনাম এসিসি যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত কোন পথে যায়, সেটাই দেখার।

বিরাটকে হুংকার শর্টের

অ্যাডিলেড, ২১ অক্টোবর : রোহিত শর্মার মতো তিনিও ২২৪ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন। কিন্তু পারথে প্রত্যাবর্তন সুখের হয়নি বিরাট কোহলির। রবিবার ৮ বলের ইনিংসে খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফেরেন তিনি। যা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাটের প্রথম শূন্য।

শুভমান গিলের ওডিআই নেতৃত্বের অভিষেকে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে হারের যন্ত্রণা ভুলে দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য অ্যাডিলেডে ইতিমধ্যে অনুশীলন শুরু করেছে টিম ইন্ডিয়া। মঙ্গলবার পাশাপাশি তিনটি নেটে বিরাট, রোহিত ও শুভমানের ব্যাটিং প্রস্তুতির ছবি দীপাবলির হাজারো রোশনাইয়ের মধ্যে যথারীতি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। অনুশীলনে বিরাটকে চনমনে লাগলেও বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ওডিআইয়ে নামার আগে টিম ইন্ডিয়ার তারকা ব্যাটারের উদ্দেশে হুংকার ছেড়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু শর্ট।

বিদেশের মাঠগুলির মধ্যে অ্যাডিলেডে কোহলির রেকর্ড সবচেয়ে ভালো। সব ফরম্যাট মিলিয়ে পাঁচটি শতরান রয়েছে। ওডিআইয়ে ব্যাটিং গড় ৬১! কিন্তু অ্যাডিলেড ওভালে বিরাটের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য মিচেল স্টার্ক-জোশ হ্যাজেলউডরা তৈরি থাকবেন, তা জানিয়ে দিয়েছেন শর্ট। অজি ব্যাটার বলেছেন, 'আমি দলের পেসারদের বৈঠকে ছিলাম না। কিন্তু বিরাটকে আউট করার নীল নকশা তৈরি হয়ে গিয়েছে। হফ (জোশ হ্যাজেলউড), স্টার্কির (মিচেল স্টার্ক) বিরাটের বিরুদ্ধে বোলিং করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ওরা জানে কীভাবে কোহলিকে আউট করতে হয়। পারথে বোলিংয়ের অনুকূল পরিবেশ ছিল। যার হ্যাজেলউডরা দুর্দান্ত কাজে লাগিয়েছে। আশা করি, অ্যাডিলেডেও তার পুনরাবৃত্তি হবে।'

বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেড-দ্বৈরথের ফল যাই হোক, ম্যাচের পর বিরাট-রোহিতের থেকে টিপস নেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন শর্ট। বলেছেন, 'বিরাট, রোহিতের মতো কিংবদন্তির বিরুদ্ধে খেলতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। আশা করি, অ্যাডিলেডে ওদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব।'

অ্যাডিলেডে বিরাট কোহলি

ফরম্যাট	ম্যাচ	রান	ব্যাটিং গড়	শতরান	সর্বাধিক
টেস্ট	৫	৫২৭	৫২.৭০	৩	১৪১
ওডিআই	৪	২৪৪	৬১.০০	২	১০৭
টি২০	৩	২০৪	২০৪.০০	০	৯০*

বেটিং অ্যাপের প্রচারে না, ছাঁটাই রিজওয়ান
গোয়ায় প্রস্তুতি শুরু ইস্টবেঙ্গলের
-খবর এগারোর পাতায়

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

আমাদের প্রিয় **বাপ্পার** অকাল প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আগামী 23শে অক্টোবর সুভাষপল্লিস্থ ভারত সেবাশ্রম সংঘে তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে। সময়- 10টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত। আত্মীয়স্বজন, শ্মশানবন্ধুরা আপনাদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

পরিবারবর্গ

চুক্তি বাড়ল কোম্পানির

মিউনিখ, ২১ অক্টোবর : আরও চার বছর বায়ার্ন মিউনিখের দায়িত্বে থাকছেন ভিনসেন্ট কোম্পানি।

২০২৪ সালে বায়ার্নের দায়িত্ব নেন কোম্পানি। তাঁর অধীনে দলটি প্রথম মরশুমেই বুন্দেশলিগা শিরোপা জেতে জার্মান জায়েন্টরা। শুধু তাই নয়, কোম্পানির প্রশিক্ষণে বায়ার্নের খেলার ছন্দ, শৃঙ্খলা ও কৌশল ফুটবল বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। বায়ার্ন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 'কোম্পানির নেতৃত্বে দল আবার আনন্দ ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে আমরা তাঁকে নিয়ে পরিকল্পনা করছি।'

২০২৭ পর্যন্ত বায়ার্নের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন কোম্পানি। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার অনেক আগেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ করল বায়ার্ন। নতুন চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত মিউনিখের ক্লাবটির দায়িত্বে থাকবেন কোম্পানি। নতুন চুক্তিতে সইয়ের পর বায়ার্ন কোচ বলেছেন, 'বায়ার্ন মিউনিখের কোচ হিসেবে থাকা আমার জন্য গর্বের। আমরা একসঙ্গে ক্লাবটিকে আরও বড় উচ্চতায় নিতে চাই।'

সুপার কাপের ডার্বির ভাবনা শুরু বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ড খেতাব, একইসঙ্গে ডার্বি জয়। সেই রেশ কাটেনি এখনও। আরও একটা ডার্বির ভাবনা শুরু মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে।

দুইদিনের বিশ্রাম কাটিয়ে মঙ্গলবার থেকে সুপার কাপের মহড়ায় নেমে পড়ল সবুজ-মেরুন বাহিনী। দুইদিন কলকাতায় অনুশীলন করবেন জেসন কামিন্স, মনবীর সিং, আপুইয়ারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে টিম মোহনবাগানের গোয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা।

সুপার কাপের আগে শিল্ড ফাইনালে ডার্বি জয় হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দলের আত্মবিশ্বাস এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। সুপার কাপের গ্রুপ পর্বে ফের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হবে সবুজ-মেরুন। মঙ্গলবার বিকেলে অনুশীলনের মাঝে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাগান মাঝমাঠের নতুন তারকা রবসন রোবিনহো জানালেন আরও একটা ডার্বিতে খেলার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ডার্বি বিশাল ম্যাচ। আমরা জানি ক্লাব, সমর্থকদের কাছে এর গুরুত্ব কতটা। সবাই ফোকাসড, আত্মবিশ্বাসী এবং একশো শতাংশ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। সমর্থকদের ভালোবাসাই আমাদের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।'

নিজের এবং দলের সুপার কাপের প্রস্তুতি নিয়ে রবসন বলেছেন, 'আইএফএ শিল্ড আমাদের সুপার কাপের প্রস্তুতিতে সাহায্য করেছে। ট্রফি জেতা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। এখন আমাদের লক্ষ্য সুপার কাপ এবং আরও খেতাব জেতা।' এখনও দারুণ কিছু করতে না পারলেও অল্প সময় দলের সঙ্গে ভালোই মানিয়ে নিয়েছেন রবসন। ব্রাজিলিয়ান মিডিও যার জন্য কৃতিত্ব দিচ্ছেন বাগান সাজঘরকে। তিনি বলেছেন, 'সতীর্থরা খুব সহায়ক। মনে হচ্ছে আমি এখানে অনেকদিন আছি। দলটা একেবারে পরিবারের মতো।'

> ডার্বি বিশাল ম্যাচ। আমরা জানি ক্লাব, সমর্থকদের কাছে এর গুরুত্ব কতটা। সবাই ফোকাসড, আত্মবিশ্বাসী এবং একশো শতাংশ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। সমর্থকদের ভালোবাসাই আমাদের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। -রবসন রোবিনহো

রবসন চেষ্টা করছেন দ্রুত নিজের চেনা ছন্দে ফিরতে। বলেছেন, 'ভারতে আসার আগে প্রায় পাঁচ মাস কোনও ম্যাচ খেলিনি। আইএফএ। শিল্ডে তিনটি ম্যাচ আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখন আমি আগের চেয়ে অনেক ফিট এবং সুপার কাপে দলের জন্য আরও ভালো কিছু করতে প্রস্তুত।'

জুভেন্তাসের সামনে আজ সতর্ক রিয়াল

মাদ্রিদ ও ফ্রাঙ্কফুর্ট, ২১ অক্টোবর : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা তৃতীয় জয়ের লক্ষ্যে বুধবার মাঠে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ। অন্যদিকে, প্রিমিয়ার লিগে হারের হ্যাটট্রিকের ধাক্কা কাটিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ছন্দের খোঁজে নামছে লিভারপুল।

প্রতিপক্ষ জুভেন্তাস অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও তাদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে একটু বেশিই সতর্ক রিয়াল কোচ জাভি অলন্সো। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'জুভেন্তাস ইউরোপের বড় দল। আমরা শুরু থেকে মনোযোগ ধরে রাখতে হবে আমাদের। জুভেন্তাস যে অবস্থায় আছে, তাতে ওরা দ্বিগুণ বিপজ্জনক। আমাদের পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে।'

রিয়াল মাদ্রিদকে নিঃসন্দেহে স্বস্তি দেবে কিলিয়ান এমবাপে ও ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের সাম্প্রতিক ফর্ম। লা লিগায় ৯ ম্যাচে ১০ গোল এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ২ ম্যাচে ৫ গোল করেছেন এমবাপে। তাঁর পারফমেন্সের প্রশংসা করেছেন অলন্সো। এদিকে, জুভেন্তাসের বিরুদ্ধে আবার ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড এবং ড্যানি কার্বাহালকে পাবে না রিয়াল মাদ্রিদ।

ছন্দে ফেরার লক্ষ্যে লিভারপুল

অন্যদিকে, বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাঠে নামছে লিভারপুল। প্রতিপক্ষ এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট। লিভারপুল আক্রমণে শক্তিশালী হলেও গোলকিপার ও কিছু চোট আঘাত সমস্যা রয়েছে। রায়ান গ্রাভেনবার্চ এবং ওয়াতারু এন্ডো সম্ভাবত অনুপস্থিত। ফলে ফ্রাঙ্কফুর্ট বাড়তি আক্রমণাত্মক খেলতে চাইবে। পূর্ববর্তী ম্যাচে লিভারপুল একবার জিতেছে এবং একবার ড্র করেছে। উভয় দলেরই জয় লক্ষ্য, তাই প্রতিপক্ষের আক্রমণকে প্রতিহত করা গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচটি উত্তেজনাপূর্ণ ও গোলপ্রবণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, মরশুমের দারুণ শুরুর পর আচমকাই পথ হারিয়েছে লিভারপুল। ক্লাবটির কঠিন এই সময়ে প্রাক্তন কোচ জুরগেন ক্লপের ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। 'প্রিয় দলের' দুঃসময়ে কি ফিরবেন তিনি? ক্লপ বলেছেন, 'আমি বলেছিলাম, ইংল্যান্ডে অন্য কোনও দলে কোচিং করাব না। তাই যদি ইংল্যান্ডে ফিরি, সেটা হবে লিভারপুলেই। সুতরাং হ্যাঁ, তাত্ত্বিকভাবে এটা সম্ভব।' তবে ক্লপের দৃঢ় বিশ্বাস, আর্নে স্লটের কোচিংয়ে শীঘ্রই কক্ষপথে ফিরবে লিভারপুল।

টানা হারে দল চাপে থাকলেও অনুশীলনে চনমনে লিভারপুলের ভার্জিল ভ্যান ডায়েক।

জুভেন্তাস ম্যাচের প্রস্তুতিতে রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়াস জুনিয়র। মঙ্গলবার।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

অ্যাথলেটিক বিলবাও বনাম কারাবাগ এফকে
গালাতাসারে বনাম বোডো/গ্লিমট
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

রিয়াল মাদ্রিদ বনাম জুভেন্তাস
বায়ার্ন মিউনিখ বনাম ক্লাব ব্রাগ
এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট বনাম লিভারপুল
মোনাকো বনাম টটেনহাম হটস্পার
চেলসি বনাম আয়াখস আমস্টারডাম
স্পোর্টিং লিসবন বনাম মার্সেইঁ
আটালান্টা বনাম স্লাভিয়া প্রাহা
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা সমীর গুরুং - কে 25.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 94J 48471 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "কখনও কখনও কেবল একটি টিকিট এবং কিছুটা বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। কারোর জীবনে অলৌকিক কিছু ঘটনা ঘটতে পারে তার জীবন্ত প্রমাণ হিসাবে আমি দাড়িয়ে আছি। এই জয় শুধুমাত্র আমার জীবন বদলে দিয়েছে তা নয়, এটি আমাকে বিশ্বাস করা বন্ধ না করার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। এই সমস্ত কিছুর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

স্মরণে মননে

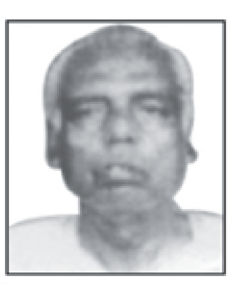

স্বর্গীয় হরেন্দ্র নাথ শীল
২৯তম প্রয়াণ দিবসে সশ্রদ্ধ প্রণাম

কাঁধে ভরসার হাত
প্রবীর শীল

চা-বাগানের পথ দিয়ে বাবা হেঁটে আসতেন
মাথা উঁচু লিকলিকে সংসারের সর্বশক্তিমান
বেঁটেখাটো ছায়া ডিঙিয়ে পিছনে দৌড়ত স্বপ্নবালক
ভারী সুন্দর বাংলোর সামনে হুড খোলা জিপ
উইন্ড স্ক্রিনে ওয়াইপারের জলকাটা দাগ
কাঁধে ভরসার হাত

বাবার কলিগ একটা চকোলেট দিয়েছিল
একদিন চলে গেল
বাবা বলতেন থাকার জন্য কেউ থাকে না
থাকে শুধু মাটি ও ছাই

ফ্যাক্টরির টিনের চালে হিরের নাকছাবির মতো জ্বলত দুপুর
বুকভরা শ্বাসে চা পাতার ঘ্রাণ
স্নেহমাখা আঙুল দেখাত ট্রাফ হাউস ড্রায়ার মেশিন
হিউমিডিফায়ারের কুয়াশায় ভিজে যেত চোখের পাতা

সব তেমনি আছে
সবুজ ঢেউয়ে ভেসে যাওয়া চা-বাগান
মায়ের সিঁথির মতো সরু পথ
বাবা চলে গেছেন অনন্তে

শীল গ্রুপ অফ্ কোম্পানিজ
১০৭/২ শীল ভবন, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
ই-মেল sealteaslg2015@gmail.com
মোবাইল : ৯৮৩২০-৬৬৮৩৪, অফিস আলাপ : ০৩৫৩-২৪৩৫৯৭১